কুয়ো ভেডিস্

বা

কোথা যাও ?

প্রথম ভাগ

—এক—

পেট্রোনিয়সের যথন ঘুম ভাঙ্গিল, তথন মধ্যাহ্ন প্রায় আসন্ন। গত রাত্রিতে নিরোর উৎসব ভোজে তিনি গিয়াছিলেন। এরূপ ক্ষেত্রে নিদ্রা ভঙ্গের পর প্রায়ই তিনি অবসাদ অনুভব করিতেন। অনেক দিন ধরিয়া তাঁহার স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হইয়া আসিতেছিল। তাই নিদ্রাভঙ্গের পর হইতেই তিনি একটা যন্ত্রণা অনুভব করিতেন। কিন্তু প্রতিদিন প্রাতঃস্নান এবং অঙ্গ সেবার পর তাঁহার শরীরে রক্তচলাচল এমন স্বাভাবিক ভাবে হইত এবং শরীরে শক্তির প্রভাব অনুভব করিতেন যে, স্নানাগার সংলগ্ন প্রসাধন কক্ষ ত্যাগের পর তাঁহার দিকে চাহিলে কে বলিবে, ওথোর অপেক্ষা তাঁহার চক্ষু তারকা দীপ্তিতে ক্ষীণ এবং গতি-ভঙ্গীতে তাহার তুলনায় কোনও অংশে হীন। এজন্য সকলে তাঁহাকে ফ্যাসনের প্রতীক বলিয়া অভিহিত করিত।

সুতরাং উৎসব ভোজের পর দিবস প্রাতঃকালে—এই উৎসব সভায় নিরো, লুকান এবং সেনেকার সহিত তাঁহার আলোচনা হইয়াছিল, নারীর আত্মা আছে কি না এই বিষয় লইয়া—তিনি একখানি খট্টার উপর শয়ন করিয়া অঙ্গ পরিচর্য্যা করাইতেছিলেন। তখন দুই জন বলিষ্ঠ ভৃত্য তৈল লইয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিতেছিল। তিনি নয়ন মুদ্রিত করিয়া অঙ্গ-মর্দ্দন সুখ অনুভব করিতেছিলেন, ক্লান্তিও যেন ক্রমে ক্রমে নির্ব্বাসিত হইতেছিল।

কুয়ো ভেডিস্ বা

খানিক পরে তিনি নয়ন উন্মীলিত করিলেন। ভৃত্যদিগকে জি করিলেন, আজিকার আকাশের অবস্থা কিরূপ। তারপর প্রশ্ন করি ইডোমিনিয়স্ নামক মণিকার কতকগুলি মণিমুক্তা আনিয়া তাঁ দেখাইবে বলিয়াছিল, সে আসিয়াছিল কিনা। উত্তরে তিনি শুনি আকাশের অবস্থা ভাল—মৃদুমন্দ বাতাস আলবান্ পাহাড় হইতে বহিতে মণিকার এখনও আসে নাই। তিনি নয়ন মুদ্রিত করিয়া আবার অঙ্গ সুখ অনুভব করিতে যাইতেছেন, এমন সময় পর্দা সরাইয়া নকীব জা মার্কস ভিনিসিয়স্ আসিয়াছেন।

পেট্রোনিয়স্ অভ্যাগতকে বসিবার কক্ষে লইয়া যাইবার আদেশ স্বয়ং তথায় গমন করিলেন। ভিনিসিয়স্, পেট্রোনিয়সের অন্যতমা ভগিনীর পুত্র। এই মহিলা, সম্রাট টাইবেরিয়সের মন্ত্রিস্থানীয় ভিনিসিয়সকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে যুবক ভিনিসিয়স, পার্থি দিগের বিরুদ্ধে যে সমরাভিযান প্রেরিত হইয়াছিল, সেই সেনাদলে করিতেছিলেন। এই অভিযানের নেতৃত্বের ভার ছিল কর্বিউলোর উ যুদ্ধ বর্ত্তমানে সাময়িক ভাবে স্থগিত থাকায়, যুবক ভিনিসিয়স্ রোম প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। পেট্রোনিয়স্ তাঁহার এই ভাগিনেয়কে করিতেন, তাহার প্রধান কারণ, এই যুবক যেমন প্রিয়দর্শন ে ব্যায়ামবীর। এতদ্ব্যতীত এই যুবক, মত্ত অবস্থাতেও সুধী সমাজে কি আত্মস্থ থাকিতে হয়, সে সামর্থ্যের পরিচয় দিতে পারিতেন। পেট্রোনিয়স্ ভাগিনেয়ের অত্যন্ত প্রশংসা করিতেন।

যুবক মাতুলকে দেখিবামাত্র সানন্দে বলিয়া উঠিলেন, "পেট্রোনিয়সে হৌক। দেবতারা আপনার উপর আশিসধারা বর্ষণ করুন—বি আস্ক্লেপিস্ ও কিপ্রিসের আশীর্ব্বাদ লাভ করুন।"

যে সূক্ষ্ম বস্ত্রাবরণে তাঁহার দেহ আবৃত ছিল, তাহার ভাঁজ হইতে সন্তর্পণে নিজের বাহুযুগল বাহির করিয়া পেট্রোনিয়স্ উত্তর করিলেন, "রোমে এসেছ, তোমার মঙ্গল হোক্। যুদ্ধে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়েছ, এখানে বিশ্রাম করে শান্তি ও আনন্দ অনুভব কর। আর্ম্মেনিয়ান্‌দের খবর কি? এসিয়ায় থাকবার সময় তুমি কি বিথিনিয়ায় গিয়েছিলে?"

ইদানীং নারী-সঙ্গ, প্রেমচর্চ্চা এবং আমোদ প্রমোদের জন্য পেট্রোনিয়স্ বিখ্যাত হইলেও তিনি এক সময় বিথিনিয়ার শাসক-পদে নিযুক্ত ছিলেন। সে সময় দৃঢ়-চেতা ও ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসাবে তিনি সুনামও অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এজন্য সকল সময়েই তিনি সেই যুগের উল্লেখ করিয়া তৃপ্তি অনুভব করিতেন। তাঁহার মনের ভাব এই ছিল যে, ইচ্ছা করিলে এবং সুযোগ পাইলে, তিনি নিজেকে কার্য্যের উপযুক্ত বলিয়া প্রমাণ দিতে পারেন।

ভিনিসিয়স্ বলিলেন, "হ্যাঁ, করবুলোর জন্য সেনা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আমি একবার হেরাক্লিয়ায় গিয়েছিলাম।"

"হেরাক্লিয়া? আহা! সেখানে কলচিস্ থেকে একজন কুমারী এসেছিল, তার সঙ্গে আমার জানাশোনা ছিল। রোমের প্রত্যেক স্বামী-পরিত্যক্তা নারীর বিনিময়ে আমি তাকে পেলে বর্ত্তে যেতাম। এমন কি পোপিয়ার বিনিময়েও আমি তাকে পেলে খুসী হতাম্। যাক্, সে পুরোনো কথা। এখন বলত, পার্থিয়ান সীমান্তের ব্যাপার কি—কি হচ্ছে সেখানে? যুবক অরুলেনস্ আমাদের বোঝাতে চান যে, সীমান্তের ভলোজেনেস, টিরিডেটস ও টাইগ্রেন্‌রা অসভ্য—তারা যখন ঘরে থাকে চার পায়ে চলে, আবার আমাদের সামনে এলেই মানুষের নকল করে। যাই হোক্, তাদের সম্বন্ধে রোমে অনেক রকম জল্পনা কল্পনা হয়ে থাকে। কারণ, এ ছাড়া অন্য বিষয়ে আলোচনা করাও ত বিপজ্জনক।"

"করবুলো না থাকলে এ যুদ্ধের পরিণতি দুঃখজনকই হত।"

"করবুলো ? ব্যাকস্‌এর দোহাই দিয়ে বল্‌ছি, তিনি ঠিক যেন মূর্তিমান রণ-দেবতা, মঙ্গলের প্রকৃত পুত্র। খুব বড়দরের সেনাপতি—যেমন রাগী, তেমনি রাজভক্ত, আবার নির্বোধও কম নন। আমি তাঁকে ভালবাসি। কারণ, তিনি নীরোকে ভয় দেখাতে পারেন।"

"করবুলো বোকা নন, মামা !"

"তা না হতে পারেন। তবে পিরো যথার্থই বলেছেন, নির্বুদ্ধিতা ঠিক জ্ঞানের মতই ভাল, আর উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্যও নেই।"

অতঃপর ভিনিসিয়স যুদ্ধের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। সে সময় পেট্রোনিয়স নয়নযুগল নিমীলিত করিয়া রহিলেন। অগত্যা যুবক কথার মোড় ফিরাইয়া দিয়া মাতুলের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

এই প্রশ্ন শুনিবামাত্র পেট্রোনিয়স পুনরায় নয়ন উন্মীলন করিলেন।

তাঁহার স্বাস্থ্য ? না, স্বাস্থ্য আদৌ ভাল চলিতেছে না। যদিও তিনি এখনও যুবক মিসেনার অবস্থায় আসিয়া পৌছেন নাই বটে। একদিন যুবক মিসেনার এমন হইয়াছিল যে, স্নান করিতে আসিয়া সকাল বেলা বলিয়াছিল, "আমি মাটীতে বসে আছি নাকি ?" তাঁহার অনুভূতিশক্তি এতই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহা হইলেও পেট্রোনিয়সের শরীরের অবস্থা ভাল যাইতেছে না। যদিও ভিনিসিয়স তাঁহাকে আসক্লেপিস ও কিপ্রিসের শরণ লইতে বলিয়াছেন ; কিন্তু পেট্রোনিয়সের কোন আস্থা আসক্লিপিসের উপর নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ একথা বলা যায় যে, আসক্লিপিস্ কাহার পুত্র তাহা কেহ জানে কি—আর্সিনসের না কোরোসিসের ? যখন মাতৃত্ব সম্বন্ধেই

মানুষের মনে সন্দেহ জাগে, তখন পিতৃত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ অনিবার্যই। যে যুগ চলিয়াছে, তাহাতে কে যে তাহার পিতার সন্তান একথা জোর করিয়া বলিতে পারে না।

এতদূর বলিয়া পেট্রোনিয়স্ মৃদুহাস্য করিলেন। তারপর বলিলেন, "দুবৎসর আগে আমি এপিডৌরসের কাছে তিন ডজন তাজা কালো পাখী এবং একটি পান পাত্র পাঠিয়েছিলাম। তখন মনে মনে ভেবেছিলাম, এতেও যদি আমার কোন উপকার নাও হয়, তবু কোন ক্ষতি করবে না। জগতে যদি এমন লোক থাকে যারা দেবতার কাছে বলি পাঠায়, তবে তারা আমার মতই তর্ক তুলবেন, শুধু পোর্টা ক্যাপেনার অশ্বতর-চালকরা বাদে। আমি আস্‌ক্লিপিয়সের পুজারীদের সঙ্গে ব্যবহারও করে দেখেছি —তাঁরা পেটের ভেতরের যন্ত্রণার কোন ঔষধ জানেন কি না। এটা গত বছরের কথা। তাঁরা অবশ্য অনেকরকম ঔষধ দিয়েছিলেন। কিন্তু কোনটাতে কিছু ফল হয়নি। সব বেটাই জোচ্চোর। জগৎটাই বজ্জাতিতে ভরা, মানুষের জীবনেও তাই বজ্জাতি। আত্মা আছে কি না তা কে জানে? বাঞ্ছনীয় স্বপ্ন থেকে যে মানুষ অবাঞ্ছনীয় স্বপ্নের পার্থক্য করতে পারে, সে খুব চতুর মানুষ বলতে হবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখ না, আমি আমার ঘরে গন্ধ কাঠ পোড়াবার ব্যবস্থা করেছি। তার মানে আমি সুগন্ধ ভালবাসি, মন্দ গন্ধ পছন্দ করিনে। তবে এই মাত্র ক্লিপ্রিসের অনুগ্রহ নেবার জন্য তুমি আমায় বলেছ। সম্ভবতঃ তাঁরই দয়ায় আমার ডান পায়ে এই যন্ত্রণা হচ্ছে! তার চেয়ে তুমি যদি কোন মধুর স্বভাবা দেবীর আরাধনার কথা বল্‌তে, যিনি আমার রোগ নিরাময় করে দিতে পারেন, তা হলে আমার মনে হয়, তুমি তাঁর বেদীমূলে নিজেই সাদা পায়রা উৎসর্গ করতে চাইতে।"

ভিনিসিয়স্ উত্তর করিলেন, "হ্যাঁ, তা যা বলেছেন। যদিও পার্থিয়ান্‌দের তীর আমার কাছে কোন দিন পৌঁছেনি, কিন্তু কিউপিডের (মদনের) শর, অলক্ষ্যে সহর তোরণের কাছে আমার গা ঘেঁসে চলে গেছে।"

পেট্রোনিয়স সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "আরে! তুমি যে এতক্ষণ পরে একটা কথার মত কথা শোনালে!"

"সত্যি কথা বলতে কি, আমি এ সম্বন্ধে আপনার পরামর্শ নিতেই এসেছি।"

ইতিমধ্যে প্রসাধকগণ আবার সেখানে উপস্থিত হইয়া, পেট্রোনিয়সের অঙ্গ সংস্কার করিতে লাগিল। তখন মার্কস্ চৌবাচ্চার ঈষদুষ্ণ জলে স্নানার্থ নামিলেন।

মার্কসের মর্ম্মর প্রস্তরবৎ মনোহর ও সুগঠিত দেহের দিকে চাহিয়া পেট্রোনিয়স বলিয়া উঠিলেন, "তোমাকে জিজ্ঞাসা করাই বাহুল্য, তুমি তোমার প্রেমের প্রতিদান পেয়েছ। লিসিপস্ তোমায় দেখলে, এতক্ষণ তোমার তরুণ হার্কুলিসের বেশে প্যালোটাইন তোরণকে সুশোভিত করে ফেল্‌তেন।"

যুবক হাসিতে হাসিতে চৌবাচ্চার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং একটি ক্ষোদিত মূর্ত্তির দিকে জল ঝিটাইয়া দিতে লাগিলেন। সেই মূর্ত্তি হেরার, তিনি যেন সমনস্‌কে অনুরোধ করিতেছেন, জুপিটারকে ঘুম পাড়াইয়া শান্ত করেন।

স্নান শেষ হইলে, মার্কস প্রসাধকগণের হস্তে আপনাকে সমর্পণ করিলেন। এমন সময় একজন পাঠক ব্রোঞ্জ নির্ম্মিত আধারে লিখিত পত্রসহ প্রবেশ করিল।

পেট্রোনিয়স জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই লোকটা যা পড়বে, তা শুনতে চাও ?"

ভিনিসিয়স্ বলিলেন, "যদি আপনার কোন রচনা হয় ত শুনতে পারি। তা না হ'লে, আমার গল্প করতেই ভাল লাগছে। আজকাল পথে পথে কবির ভীড়।"

"খুব সত্য কথা। বাড়ী থেকে বেরুলেই কোন না কোন কবির সঙ্গে দেখা হবেই—বাঁদরের মত অঙ্গভঙ্গী করছে দেখতে পাবে। এগ্রিপা যখন প্রাচী দেশ থেকে ফিরে আসেন, ওদের দেখেই তিনি একদল পাগল বলে ধারণা করেন। ওদিকে সিজার নিজেই কবিতা রচনা করেন। তাই সবাই তাঁর নকল করে বেড়ায়। সিজারের চাইতে কেউ ভাল কবিতা লিখবে, তা হ'বার যো নেই। তাই বন্ধু লুসিয়ানের জন্য আমার দুর্ভাবনা হয়েছে। আমি গদ্য ছাড়া কিছু লিখি না। কিন্তু গদ্য শুনে কেউ সন্তুষ্ট হয়না—আমার নিজেরই ভাল লাগেনা। এই পাঠক এখন বেচারা ফেব্রিসিয়স্ ভিয়েন্টোর 'কডিসিলি' পড়ে শোনাতে চায়।"

"বেচারা বললেন কেন ?"

"বল্‌বার তাৎপর্য্য এই যে, নতুন আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত তাঁকে কোন কাজে হাত দিতে দেওয়া হবেনা। এ রকম আদেশটা যে ভ্রমাত্মক তা বলাই বাহুল্য। তাঁর এই বই—অবশ্য পড়তে ভারী ক্লান্তিকর এবং মনোরম নয়—লেখককে নির্ব্বাসন দেবার পর খুঁজে বের করা হয়। সত্য বল্‌তে কি, চারিদিকে কেবল চীৎকার—'কেলেঙ্কারী, কেলেঙ্কারী!' সব সময়েই আমরা দেখি, আসল বস্তুর বিবর্ণ মূর্ত্তি চিত্রিত হচ্ছে। কিন্তু ভিয়েনটোর বই সকলেই পড়ে। প্রত্যেকেরই ভয় আছে, তার নিজের চিত্রটা লেখক এঁকেছেন কি না। আবার কেউ কেউ পড়ে দেখে যে,

তার বন্ধুর ছবি হুবহু ভালভাবেই ফুটে উঠেছে দেখ্‌বে আশা করে। এভিরেনস্ পুস্তকাগারে বইখানা পড়া হয়, আর একশ লেখকশ্তা নকল করতে থাকে।"

"তা হ'লে আপনার কুকীর্ত্তি বইখানিতে ওঠেনি?"

"হ্যাঁ; কিন্তু গ্রন্থকার একটা ভুল করেছেন। তিনি আমাকে যে ভাবে এঁকেছেন তাতে একই সময় আমি যেমন বদ্ আবার তদনুপাতে কম অলস। অথচ প্রকৃত পক্ষে তা সত্য নয়। পেস্ সেনেকা, মুসোনিয়স্ এবং থ্রাসিয়াস্—ন্যায়পরায়ণ ও অন্যায়চারী, এর মধ্যে পার্থক্য করতে গেলেই ভুল হবে। কিন্তু তাতে আমি এই বল্‌ছি না যে, আমি কুৎসিৎ ও সুন্দরের পার্থক্য বুঝতে পারিনে। নীরোর ব্রোঞ্জরঙের দাড়ী ভাল কি মন্দ তা কি বুঝিনে? এই ব্যক্তি, কবি, রথী, গায়ক, নর্ত্তক এবং অভিনেতা—কিন্তু পার্থক্যটা ধরতে পারেন নি।"

"যাই হোক্, আমি ফাব্রিসিয়সের জন্য দুঃখিত। লোকটা বেশ সদালাপী এবং সঙ্গী হিসাবে ভালই।"

"আত্মপ্রতারণাই লোকটার সর্ব্বনাশ সাধন করেছে। সকলেরই মনে সন্দেহ, কিন্তু নিশ্চিন্ত ভাবে কেউ কিছু জানে না। তিনি নিজের জিহ্বাকে কোন দিন সংযত করতে পারেন নি। যার সঙ্গে হঠাৎ আলাপ, অমনি তার কাছে গোপন কথা ব্যক্ত করে ফেল্‌তেন! তুমি কি রুফিসসের কাহিনীটা শুনেছ?"

"না।"

"চল, বাতাস ঘরে গিয়ে বসি। সেখানে গল্পটা বলব।"

তাঁহারা ঠাণ্ডাঘরে প্রবেশ করিয়া রেশমীবস্ত্রাচ্ছাদিত আসনে গিয়া বসিলেন। তাঁহাদের চারিপার্শ্বে গোলাপী রঙের একটা উৎস হইতে

ভায়োলেটের সুগন্ধি সলিলধারা উৎসারিত হইতেছিল। ভিনিসিয়স্ চাহিয়া দেখিলেন সম্মুখে ব্রোঞ্জনির্ম্মিত একটা শৃঙ্গ ও পুচ্ছবিশিষ্ট দেবতা অনিচ্ছুক জলকন্যার দিকে তাহার জিহ্বা স্পর্শ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

ভিনিসিয়স্ বলিলেন, "ঐ পশুদেবতাটা ঠিকই কাজ করছে। ওটাই জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাজ।"

"তোমার তাই মনে হচ্ছে নাকি? কিন্তু তুমি ত যুদ্ধই ভালবাস। আমার কাছে যুদ্ধের কোন আকর্ষণ নেই। ওদিকে উৎসাহ একদম বন্ধ হয়ে গেছে। যার যেমন রুচি। ব্রোঞ্জ-দাড়ি গান ভালবাসেন—বিশেষতঃ নিজের রচা গান। আবার বুড়ো স্কাউরস্ একজাতীয় কোরিস্থিয়ান্ ফুলের সাজির ভক্ত। তিনি ওটার এত অনুরাগী যে, যে রাত্রিতে ঘুমুতে পারেন না সারা রাত ধরে সাজিটাকে চুমা খান। তুমি কখন কবিতা লিখেছ?"

"না, জীবনে আমি কখনো ষট্‌পদী ছন্দ মাড়াতে পারিনি।"

"বাঁশী বাজাতে পার? গান জান?"

"না।"

"রথ চালাতেও জান না?"

"এন্‌টিয়কে একবার রথের দৌড়ে যোগ দিয়েছিলাম, কিন্তু তাতে বিফল হয়েছিলাম।"

"আ! তা হলে আমার আর কোন উদ্বেগ নাই। তুমি সার্কাসের কোন দলে আছ?"

"সবুজ দলে।"

"নির্ভাবনা হলাম। তার কারণ, তোমার সম্পত্তি প্রচুর হলেও, তুমি পাল্লাস্ বা সেনেকার মত ধনী নও। অবশ্য গান গাওয়া বা গানের সঙ্গে সঙ্গে বাঁশী বাজান চল্‌তে পারে। বক্তৃতা দেওয়াও চলে, রথও চালান

যেতে পারে ; কিন্তু এ সবের কিছুই না করা আরো ভাল। সব চেয়ে ভাল কি জান ?—শিল্পকলার প্রশংসা করা। ব্রোঞ্জ-দাড়ি তাই করে থাকেন। অন্যদিকে তুমি খুব সুন্দর। পপিয়া তোমায় দেখলে প্রেমে পড়ে যেতে পারেন। হঁ্যা, ঐখানেই বিপদ। না, তাঁর এ ব্যাপারে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। তাঁর প্রথম দুই স্বামীর সঙ্গে যথেষ্ট প্রেম তিনি করেছিলেন ; তৃতীয় স্বামী সম্বন্ধে এখন তাঁর ধারণা স্বতন্ত্র। তোমার বিশ্বাস হবে কি, নির্বোধ ওথোর ওপর তাঁর ভারী ঝোঁক্। তিনি তাঁর জন্য পাগল। লোকটা হিসপানিয়া পাহাড়ের শৃঙ্গে শৃঙ্গে দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌তে ফেল্‌তে ঘুরে বেড়ায়। তার আগের স্বভাব এমন বদলে গেছে যে, দিনের মধ্যে তিন ঘণ্টার মধ্যেই তার চুলের প্রসাধন শেষ হয়ে যায়। নিজের শরীরের দিকে যত্নই এখন নেই। না দেখলে কে একথা বিশ্বাস করবে বল ?"

ভিনিসিয়স্ বলিলেন, "কিন্তু আমি ওথোর মনের ভাব বুঝতে পারি তবে তাঁর মত অবস্থা হলে, আমি অন্যভাবে কাজ করতাম।"

"কি করতে তুমি ?"

"প্রথমেই আমি একদল বিশ্বস্ত পাহাড়ী সৈন্য সংগ্রহ করতাম। ঐ আইবিরীয়ানরা খাসা যোদ্ধা।"

"ভিনিসিয়স্! ভিনিসিয়স্! আমার বল্‌তে কুণ্ঠাবোধ হচ্ছে, কিন্তু ও রকম কাজ করা তোমার শক্তির বাইরে। মুখে বলা সহজ বটে, কি[illegible] করা যায় না। আমি যদি হতাম ত পপিয়া ও ব্রোঞ্জ-দাড়ির ব্যাপারটা হাল্‌কাভাবে উড়িয়ে দিতাম। আমার সেনাদলে জনকয়েক আইবিরীয়ানকে ভর্তি করিয়ে নিতাম্ বটে, কিন্তু পুরুষদের নয়, জনকয়েক নারীকে। আমি লোকের বিষয় লিখব বটে, কিন্তু পড়ব না কারও কাছে। বেচারা রওফিনসের মত কাজ আমি কখনো করব না।"

"তাঁর ইতিহাসটা বলুন না।"

"হ্যাঁ, বলব, তবে এখানে নয়।"

ভিনিসিয়সের মনোযোগ অখণ্ড রহিল না। বিচিত্র দর্শন এবং অপূর্ব্ব দক্ষতাসম্পন্ন ক্রীতদাস ক্রীতদাসীদিগের সেবায় তিনি অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন। দুইজন নিগ্রোরমণী প্রাচ্য সুগন্ধী সহযোগে স্নানকারীদিগের অঙ্গ মার্জ্জনা করিতে লাগিল। ফ্রিজিয়ানরা কেশপ্রশাধনে অপূর্ব্ব কুশলী, তাহারা কেশরাজীর মধ্যে চিরুণী সঞ্চালন করিতে লাগিল। সর্ব্বশেষে দুইজন গ্রীক তরুণী প্রভুদিগের পরিচ্ছদ প্রসাধিত করিয়া দিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল।

মার্কস্ ভিনিসিয়স বলিলেন, "জুপিটারের আদেশে মেঘ জমে। তাঁর দোহাই দিয়ে বল্‌ছি, এটা চমৎকার ব্যবস্থা।"

পেট্রোনিয়স বলিলেন, "সংখ্যার চেয়ে আমি গুণটাকেই বেশী পছন্দ করি। প্রকৃতপক্ষে আমার সেবার জন্য চারশ নরনারী আছে। এর চেয়ে বেশী দাস দাসীর প্রয়োজন কারো হতে পারে না।"

ভিনিসিয়স বলিলেন, "ব্রোঞ্জ-দাড়ির প্রাসাদেও এর চেয়ে সুদর্শনা পরিচারিকা দেখা যায় না।"

পেট্রোনিয়স প্রফুল্ল ভাবে বলিলেন, "তুমি আমার আত্মীয়। তাছাড়া বার্সাসের মত আমি নাস্তিক নই, আবার অউলস্ প্লটিয়সের মত ধর্ম্ম-বিশ্বাসীও নই!"

ভিনিসিয়স সহসা তাঁহার শির উন্নত করিলেন।

তিনি প্রশ্ন করিলেন, "অউলস্ প্লটিয়সের কথা হঠাৎ আপনার মনে পড়ল কেন? নগর তোরণের কাছে আমার হাতের কব্জি ভেঙ্গে যায়। সে সময় দিন পনের আমি তাঁ'র বাড়ীতেই ছিলাম। সে কথা আপনি জানেন কি?

তাঁর একজন ক্রীতদাস ডাক্তার—তাঁর নাম মেরিয়স্—আমাকে আরাম করেন। আমি তাঁরই কথা আপনাকে বলতে চেয়েছি।"

"তাই নাকি? ঘটনাক্রমে তুমি কি পম্‌পোনিয়ার প্রেমে পড়ে গিয়েছ? তা যদি হয়, ত তোমার জন্য আমি খুবই দুঃখিত হব। কারণ, তিনি তরুণী না হলেও, খুব ধর্ম্মশীলা। এটা মোটেই প্রীতিকর নয়!"

"না, পম্‌পোনিয়ার প্রেমে পড়িনি।"

"তবে কার প্রেমে পড়েছ?"

"তা যদি জান্‌তাম! তাঁর আসল নাম লিজিয়া বা কলিনা তা জানিনে। বাড়ীতে তাকে সবাই লিজিয়া বলে ডাকে—কারণ তিনি লিজিয়ান্ অঞ্চল থেকে এসেছেন। কিন্তু তাঁর আসল নাম কলিনা। প্লটিয়সের বাড়ীর লোকজন সব বিভিন্ন ধরণের! লোকজন গিস্ গিস্ করছে, কিন্তু কোথাও গোলযোগ নেই। দিন রাত ধরে আমি বুঝতে পারিনি যে, সেখানে একজন দেবী বাস করেন। একদিন সকাল বেলা আমি তাঁকে দেখ্‌তে পাই। গাছের নীচে এক উৎসের জলে তিনি স্নান করছিলেন। যে ফেণপুঞ্জ থেকে ভেনসের জন্ম হয়, আমি তার শপথ নিয়ে আপনাকে বলছি যে, ঊষার আলোক রেখা যেন তাঁর শরীরের ভিতর দিয়ে খেলা করছিল। প্রথমেই আমার মনে হয়েছিল যে, সূর্য্যের আলোতে এ স্বপ্ন মিলিয়ে যাবে, যেমন করে প্রভাত আলোকে সকালের কুয়াশা সরে যায়। তারপর দুবার আমি তাঁকে দেখেছি। যেদিন থেকে দেখেছি, আমার মনের শান্তি চলে গেছে—আর কোন ব্যাপারে আমি মন দিতে পারিনি। সত্যি বল্‌ছি, এ সহরে আমার অন্য কিছু স্পৃহণীয় বস্তু নেই—আমি সেই তরুণীকে চাই। সোনা, রূপা, হীরা, মাণিক, সুরা ভোজ কিছুই আমার প্রার্থনীয় নয়। আমি শুধু লিজিয়াকে চাই। পেট্রোনিয়স, আমার প্রাণ, আমার মন দুই বাহু বাড়িয়ে

তাঁর দিকে ধেয়ে চলেছে। দিন রাত আমি তাঁর কামনা নিয়েই যাপন করছি।"

"সে যদি ক্রীতদাসী হয়, দাম দিয়ে কিনে আন।"

"কিন্তু তিনি ক্রীতদাসী নন।"

"তাহলে সে কি? প্লটিয়সের মুক্ত মেয়েমানুষের কেউ নাকি?"

"না, তাও নয়। কোন দিন তিনি ক্রীতদাসী ছিলেন না। মুক্ত মেয়েমানুষ ত হতেই পারেন না!"

তবে, কি তোমার মনে হয়?

"তা জানিনে। হয়ত কোন রাজকন্যা।"

"ভিনিসিয়স, তুমি আমার কৌতূহল জাগিয়ে তুলছ।"

"গল্পটা বলতে বেশী সময় লাগবে না। আপনি হয়ত শুনে থাক্‌বেন, সুয়েভিদের রাজা ভাগ্নিয়স রাজ্য হতে নির্ব্বাসিত হয়ে, কিছুদিন রোমএ বাস করেছিলেন। সতরঞ্চ খেলায় সেখানে তাঁর খুব নাম হয়েছিল। তা ছাড়া রথ চালাতেও তাঁর জুড়ি কেউ ছিল না। তারপর ড্রুসস চেষ্টা করে তাঁকে আবার সিংহাসনে বসিয়ে দেন। কিছুদিন ভাগ্নিয়স বেশ দক্ষতার সঙ্গে রাজ্য করেছিলেন। সে সময় অন্য রাজ্যে অভিযান করেও সাফল্য লাভ করেন। তারপর তিনি প্রতিবেশী রাজ্যের প্রজাদের ধনরত্ন লুণ্ঠন করতে আরম্ভ করেন—নিজের প্রজাদেরও বাদ দেন নি। তার ফলে তাঁর ভাইপোরা, ভারিসো ও সিডো (তাদের বাবা হার্ম্মানডুরির রাজা ভিবিলিয়স) ষড়যন্ত্র করে, ভাগ্নিয়সকে আবার রোমএ পাঠিয়ে দেয়। সেখানে তিনি আবার সতরঞ্চ খেলায় ভাগ্য পরীক্ষা করতে থাকেন।"

"হ্যাঁ, এ কথা আমার মনে আছে। ক্লডিয়সের সময় ঐ ঘটনা ঘটে—সে ত বেশীদিনের কথা নয়।"

"না বেশীদিন হয় নি। তারপর যুদ্ধ বেধে গেল। ভাগ্নিয়স জাজিনিদের সাহায্য করবার জন্য ক্লডিয়সের দ্বারা আহূত হলেন। তাঁর ভাইপোরা লিজিয়ানদের উত্তেজিত করে তুল্‌লে। লিজিয়ানরা ভারী লুণ্ঠন-প্রিয়। তারা শুনেছিল, ভাগ্নিয়সের প্রচুর ধনসম্পদ আছে। তারা এত অধিক সংখ্যক সেনা সন্নিবেশ করলে যে, তা দেখে ক্লডিয়স সিজার ভয়ে কেঁপে উঠ্‌লেন—নিজ রাজ্যের সীমান্ত পাছে তারা আক্রমণ করে, এই ভয়ে কাতর হলেন। অসভ্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করা তিনি কোন দিনই পছন্দ করতেন না। তা হলেও তিনি এটিলিয়স হিষ্টারকে আদেশ করলেন যে, এই যুদ্ধের পরিণামের দিকে তিনি যেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। হিষ্টার ছিলেন ডেন্যুবিয়ান সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি। সিজার তাঁকে ভাল করেই জানিয়ে দিলেন যে, রোমের শান্তি ভঙ্গ যেন কোন মতে না ঘটে। হিষ্টার তখন লিজিয়ানদের কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি নিলেন যে, তারা যেন সীমান্ত প্রদেশে না আসে। এবং এ সম্বন্ধে জামীন প্রদান করে। জামীন স্বরূপ তারা যাদের রোমে পাঠিয়ে দিলে, তার মধ্যে তাদের নেতার স্ত্রী ও কন্যাও ছিলেন। আপনি ত জানেন, অসভ্য জাতিরা যখন সমরাভিযান করে, তখন তাদের স্ত্রী কন্যাদের সঙ্গে সঙ্গেই রাখে। লিজিয়া সেই সর্দ্দারের মেয়ে।"

"এ সব খবর তুমি জানলে কি করে?"

"অউলস প্লটিয়স আমাকে বলেছিলেন। সত্যই লিজিয়ানরা আর সীমান্ত প্রদেশ অতিক্রম করেনি। অসভ্যরা ঝড়ের ন্যায় আসে, আর ঝড়ের মতই চলে যায়। লিজিয়ানরাও ঠিক তাই করেছিল। যদিও তারা ভাগ্নিয়স সুয়েভি ও জাজিনিদের যথাসর্ব্বস্ব লুঠ করে নিয়েছিল, কিন্তু তাদের সর্দ্দার যুদ্ধে মারা গিয়েছিল। লুঠের মাল নিয়ে

তারা অন্তর্হিত হয়েছিল, কিন্তু জামীনগুলি হিষ্টারের রক্ষণাধীনেই রয়ে গেল। কিছুদিন পরে সর্দ্দারের স্ত্রী মারা গেলে, হিষ্টার সর্দ্দারের মেয়েকে জার্ম্মাণীর গভর্ণর জেনারেল পম্পোনিয়সের কাছে পাঠিয়ে দেন। কাট্টিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করে, পম্পোনিয়স রোমে ফিরে এলেন, ক্লডিয়স এই যুদ্ধ জয়ের জন্য তাঁকে অভিনন্দিত করেন। উৎসব দিনে এই তরুণী জেতার রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পদব্রজে চলতে থাকেন। জামীন স্বরূপ রক্ষিতা এই মেয়েটিকে কিছু চিরদিন বন্দী করে রাখা চলে না, তাই পম্পোনিয়স এই তরুণী সম্বন্ধে ইতি কর্ত্তব্য ভেবে পেলেন না। উৎসব শেষে অগত্যা, তিনি কুমারীকে তাঁর বোন পম্পোনিয়া গ্রাসিনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি প্লটিয়সের স্ত্রী। অউলসের বাড়ীর সবাই ধর্ম্মপরায়ণ—মনিব থেকে ভৃত্য পর্য্যন্ত—সুতরাং কুমারী সেই পবিত্র সংসর্গে থেকে গ্রাসিনার মতই ধর্ম্মপরায়ণা হয়েছেন। এই কুমারী এত সুন্দরী যে, পপিয়ার সৌন্দর্য্যও তাঁর কাছে নিষ্প্রভ হয়ে যায়!"

"তাই নাকি?"

"আমি ত আপনাকে বলেছি, তাঁকে প্রথম দেখা থেকেই আমার মন প্রেমে ভরে উঠেছে।"

"মেয়েটি কি খুব স্বচ্ছ-দেহা?"

"পেট্রোনিয়স, ঠাট্টা করবেন না। বাহিরের আবরণে ক্ষত ঢাকা থাকে। আমি এসিয়া থেকে ফিরে এসেই মম্পসের মন্দিরে এক রাত ছিলাম। তিনি স্বপ্নে আমায় দেখা দিয়ে বলেছেন যে, প্রেমই আমার সমগ্র জীবনকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করে রাখবে।"

"আমি প্লিনিকে বলতে শুনেছি যে, দেবতাদের চেয়েও স্বপ্নের ওপর বেশী বিশ্বাস রাখবে। তাঁর কথাই বোধ হয় ঠিক। যাই হোক্, একজন

দেবতা আছেন, যাঁর কাছে আমার ঠাট্টা বিদ্রূপ চলে না, সেই দেবতা ভেনস। তিনিই আত্মাদের পরস্পরের কাছে টেনে আনেন—তাঁরই দয়ায় মিলন ঘটে। অন্ধকার থেকেই তাঁর দয়াতে জগৎ সৃষ্ট হয়েছে। অবশ্য এ কাজ করাতে ভাল হয়েছে, কি মন্দ হয়েছে, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে বটে। কিন্তু তাঁর শক্তি যে অমোঘ তা স্বীকার করতেই হবে। হয়ত কেউ কেউ এজন্য তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবে না। কিন্তু তাঁর কথা স্বীকার না করে পারবার কোন উপায় নেই।"

"হায়! পেট্রোনিয়স, দার্শনিক মতবাদের চেয়ে সদুপদেশই দরকার বেশী।"

"তুমি কি করতে চাও, আমাকে খুলে বল!"

"আমি লিজিয়াকে চাই। তাঁকে আমার বাহুবন্ধনে পাবার জন্য আমি পাগল। তাঁর সুগন্ধি নিশ্বাস বায়ু আমি প্রাণভরে আঘ্রাণ করতে চাই। যদি তিনি ক্রীতদাস হতেন, আমি বাজার থেকে তাজা একশ সুন্দরী তরুণীকে কিনে অউলসকে বিনিময়ে উপহার দিতাম। আমি এই তরুণীকে আমার কাছে বন্দিনী করে রাখতে চাই—আমার মাথার কেশ শুভ্র না হওয়া পর্য্যন্ত আমি তাঁকে মুহূর্ত্তের জন্যও ছাড়তে চাই না।"

"তা হলে বুঝতে হবে কি যে, মেয়েটি ক্রীতদাসী নয়, প্লটিয়সের বাড়ীরই একজন? তাই যদি হয়, তা হলে মেয়েটি পিতৃ-মাতৃহীনা বলে প্লটিয়স দম্পতি তাকে পালিত কন্যার মত সযত্নে পালন করছেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, ইচ্ছা থাকলে প্লটিয়স মেয়েটি তোমায় দিয়ে দিতে পারেন।"

"আপনি বোধহয় পম্পোনিয়া গ্রেসিনাকে চেনেন না। লিজিয়াকে স্বামী ও স্ত্রী নিজের মেয়ের মতই ভালবাসেন।"

"পম্পোনিয়া? তাঁকে আমি খুব চিনি—মেয়েরূপে তিনি সাইপ্রেস গাছ বললেই চলে। তিনি যদি অউলসের স্ত্রী না হতেন, তা হ'লে মানুষ তাঁকে শ্রাদ্ধসভায় মূকের মত কাজ করবার জন্য খুঁজে পেতে নিত। তা ছাড়া তিনি একজনেরই স্ত্রী। সেজন্য রোমক মহিলারা—যাঁরা চার পাঁচবার বিবাহ-বিচ্ছেদ করে পত্যন্তর গ্রহণ করেন, তাঁদের কাছে উনি মিশরের ফিনিক্সের মত দুর্জ্ঞেয়। ভালকথা, নতুন একটা ফিনিক্স মিশরে হয়েছে, শুনেছ? পাঁচ শ বছরের মধ্যে এমন ব্যাপার কেউ দেখেনি।"

"পেট্রোনিয়স্! আমরা আর একদিন ফিনিক্সের কথা আলোচনা করব।"

"স্নেহের মার্কস, তা হলে আর কি বিষয়ের আলোচনা করা যাবে বল? আমি জানি, অউলস প্লটিয়স আমার জীবন যাত্রা প্রণালীর নিন্দে করলেও তিনি এটা খুবই ভাল করে জানেন যে, আমি ডোমিটিয়স আফার, টিনেগলিনস প্রভৃতি দলের আর আর লোকের মত গোয়েন্দাগিরি করি নে। এজন্য আমার সম্বন্ধে তাঁর একটু দুর্ব্বলতা আছে। আমি যে নীরোর কাজ কর্ম্মে বিরক্ত হই, তাও তিনি জানেন। এ সব ব্যাপার থেকে যদি তোমার মনে হয়, অউলসের কাছ থেকে তোমার জন্য আমি কিছু সুবিধা করে নিতে পারি, তা করতে রাজি আছি।"

"আপনি তাঁকে একটু প্রভাবিত করতে পারেন। তা ছাড়া আপনার মন এমন উর্ব্বর যে, অনেক কিছু কৌশল আপনি বার করতে পারেন। প্লটিয়সের কাছে আমার সম্বন্ধে একটু ওকালতি করলেই ভাল হয়।"

"আমার বুদ্ধি ও শক্তি সম্বন্ধে তুমি বাড়িয়ে বলছ। যাই হোক্, তিনি ফিরে এলেই আমি তাঁকে সব বলব।"

"তুদিন হল তিনি ফিরে এসেছেন।"

"তা হলে চল, আগে প্রাতরাশ শেষ করা যাক্‌। খেয়ে গায়ে জোর করে চল প্লটিয়সের বাড়ীতে যাই।"

হার্ম্মিসের মূর্ত্তিতে তাহার অধিস্বামীর রূপ কল্পনা করা হইয়াছিল। সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মার্কস বলিলেন, "পেট্রোনিয়স্‌, আমি চিরদিন আপনাকে ভালবাসি। কিন্তু এখন থেকে আমার বাড়ীতে গৃহ দেবতাদের মূর্ত্তির পাশে ঐ রকম একটা সুন্দর মূর্ত্তি রাখব, আর রোজ রোজ তাঁর পূজা অর্চ্চনা করব—অর্ঘ্য দেব। হিলিয়সের আলোক সম্পাতে যদি আপনাকে পারিসের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তা হলে হেলেনের ব্যবহারটা কতক অনুমান করা যায়।"

এই উচ্ছ্বসিত আবেগের অন্তরালে তোষামোদ থাকিলেও, আন্তরিকতার অভাব ছিল না। মাতুল ও ভাগিনেয়ের মধ্যে, মাতুল মার্কসের মত ব্যায়ামবীর না হইলেও, ভাগিনেয় অপেক্ষাও সুপুরুষ ছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে রোমের নারীসমাজ, পেট্রোনিয়সকে ফ্যাসনের আদর্শ মনে করিয়া প্রশংসা করিত। তাঁহার দৈহিক সৌন্দর্য্য ও সূক্ষ্মবুদ্ধিবৃত্তির জন্য নারীরা তাঁহার অনুরাগিণী ছিল। কস্‌ হইতে আনীত তুইজন তরুণীর আননে প্রশংসার আলোকদীপ্তি দেখা যাইতেছিল। ইউনিস নাম্নী তরুণীটি পেট্রোনিয়সের দিকে এমনভাবে চাহিতেছিল, যেন তাহার হৃদয়ে আনন্দের উৎস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল। পেট্রোনিয়স তাহার এই ভাব-বিহ্বলতা লক্ষ্যই করিলেন না। ভাগিনেয়ের স্কন্ধে এক বাহু রাখিয়া প্রাতরাশের গৃহের দিকে অগ্রসর হইলেন!

তখন প্রসাধনাগারে তুইজন তরুণী গ্রীক্‌সুন্দরী, ফ্রিজিয়ান্‌স ও নিগ্রো রমণীদিগের সহায়তায় সুগন্ধি দ্রব্যসমূহের আধারগুলি গুছাইয়া তুলিতে

লাগিল। যবনিকার অপর পার্শ্বে এই সময় অনেকগুলি স্নানার্থী যুবকের মাথা দেখা গেল। ডাক শুনিয়া একজন গ্রীক্ তরুণী ক্রিজিয়ান ও নিগ্রো তরুণীদিগের সহিত সে কক্ষ ত্যাগ করিল। এই সময়ে স্নানাগারে ক্রীড়া ও ব্যভিচারের উন্মত্ততা বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে। গৃহের পরিদর্শক উহা নিবারণের কোন চেষ্টাই করেন না। কারণ, তিনি নিজেই এইরূপ ব্যাপারে যোগ দিয়া থাকেন। পেট্রোনিয়স জানিতেন, এইরূপ ব্যাপার এখানে ঘটিয়া থাকে, কিন্তু তিনি দেখিয়াও কিছু দেখিতেন না।

সকলে চলিয়া গেলে, ইউনিস্ তথায় একা রহিল। দুই এক মুহূর্ত্ত সে নতশিরে অদূরস্থ হাস্য পরিহাস শব্দ শ্রবণ করিল। তারপর সে হস্তিদন্ত নির্ম্মিত আসনখানি তুলিয়া আনিল—পেট্রোনিয়স এই আসনেই উপবিষ্ট ছিলেন। উহা সে প্রভুর মর্ম্মরমূর্ত্তির সম্মুখে লইয়া আসিল। তারপর আসনের উপর দাঁড়াইয়া সে মূর্ত্তির কণ্ঠে নিজ নবনীত কোমল বাহুবল্লরী দ্বারা আবেষ্টন করিল। তাহার আলুলায়িত স্বর্ণাভ কেশরাজি পৃষ্ঠদেশে ছড়াইয়া পড়িল। মর্ম্মর মূর্ত্তিকে সে আলিঙ্গন করিয়া, পেট্রো-নিয়সের প্রস্তরের আননে চুম্বনরেখা মুদ্রিত করিয়া দিল।

—দুই—

দিবা ভোজন শেষে—উভয় বন্ধু যে সময়ে আহার আরম্ভ করিলেন, তখন সাধারণ মানুষ আহার শেষে বিশ্রাম করিতেছিল। আহারশেষে পেট্রোনিয়স্ কিছুকাল বিশ্রামের প্রস্তাব করিলেন।

তিনি বলিলেন, "এখন কারও সঙ্গে দেখা করবার সময় নয়। আরও খানিক পরে যাওয়াই ঠিক। সত্য বটে, অনেকে সকাল হলেই দেখা

সাক্ষাৎ করতে যায়। এক সময়ে এই নিয়ম রোমানদের কাছে পুণ্য কাজ বলে মনে হ'ত; কিন্তু আমার কাছে সেটা অসভ্যতার নিদর্শন বলে মনে হয়। লোকের সঙ্গে বিকেলবেলা বা সন্ধ্যায় দেখা করাই ঠিক। জুপিটার ক্যাপিটোলিনসের মন্দির ছাড়িয়ে সূর্য্য, যখন চলে যাবেন, ফোরমের ওপর তির্য্যকভাবে সূর্য্যকিরণ পড়বে, সেই সময়টাই ঠিক। হেমন্তকালেও মানুষ গরম বোধ করে। সেই সময় বাগানে উৎসধারার মৃদুগুঞ্জন ভারী ভাল লাগে।"

ভিনিসিয়স্ এ প্রস্তাবের যুক্তি মানিয়া লইলেন। উভয়ে পাদচারণা করিতে করিতে প্যালাটাইন এবং সহরে কি কথার আলোচনা হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। তারপর পেট্রোনিয়স্ শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে তিনি কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গন্ধ দ্রব্য দ্বারা নিজের বাহু ও কপোলতট চর্চ্চিত করিলেন।

তিনি বলিলেন, "এ রকম করলে শরীর সুস্থ ও প্রফুল্ল হয়। তুমি বোধ হয় তা জান না। যাক্, এখন আমি প্রস্তুত।"

বাহিরে তঞ্জাম উভয়ের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। তাঁহারা তাহাতে আরোহণ করিলেন। বাহকরা আদিষ্ট হইয়া অউলস প্লটিয়সের গৃহাভিমুখে উহা বহন করিয়া চলিল। পথিমধ্যে পেট্রোনিয়স স্বর্ণকার ইডোমেনিয়সের দোকানে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সুতরাং তঞ্জাম সেই দিকে চলিল।

অতিকায় নিগ্রো বাহকরা তঞ্জাম বহন করিতেছিল। পুরোভাগে অনেকগুলি ক্রীতদাস চলিতেছিল। পেট্রোনিয়স্ সুগন্ধ চর্চ্চিত করতল মাঝে মাঝে আঘ্রাণ করিয়া যেন ভাব-মগ্ন হইয়া পড়িতেছিলেন।

তিনি বলিলেন, "তোমার বনদেবী যদি ক্রীতদাসী না হয়, তা হলে তারপক্ষে প্লটিয়সের বাড়ী ছেড়ে তোমার বাড়ীতে যেতে আপত্তি কি হতে

পারে ? তুমি তাকে প্রেম দিয়ে ঐশ্বর্য্য দিয়ে অভিভূত করতে পারবে। আমার ক্রীসোথেমিসকে আমি ত তাই করে থাকি। অবশ্য আমি তাকে নিয়ে প্রায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। সেও আমার সম্বন্ধে ক্লান্তি অনুভব করছে।"

মার্কস মাথা নাড়িলেন।

পেট্রোনিয়স প্রশ্ন করিলেন, "তা কি নয় ? যদি দরকারই পড়ে এ ব্যাপারটা সম্রাটের গোচর করা যাবে। তুমি ঠিক জেনে রেখো, আমার সাহায্য পেলে ব্রোঞ্জ বিয়ার্ড তোমারই অনুকূলে মত দেবেন।"

ভিনিসিয়স্ বলিলেন, "আপনি লিজিয়াকে জানেন না, মামা।"

"তা হলে আমাকে বলত, তুমি চোখের দেখা ছাড়া, তার সঙ্গে ভাল রকম পরিচিত কিনা ? তুমি তার সঙ্গে কথা বলেছিলে কি ? তোমার প্রেম তাকে কি নিবেদন করেছিলে ?"

"আমি ত আপনাকে আগেই বলেছি, তিনি যখন স্নান করছিলেন, আমি তাঁকে দেখেছিলাম। তা ছাড়া আরও দুবার তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। অউলসের বাড়ীতে অতিথির মত আমি যখন ছিলাম, তখন তাঁর বাড়ীর এক কোণে আমি থাক্‌তাম। সেদিকটা শুধু অতিথিদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল! আমার কবজীতে আঘাত লাগার ফলে থাবার ঘরে আমি যেতে পারতাম না। যেদিন আমি চলে আসি, সেই দিন অপরাহ্নে নৈশ ভোজের সময় লিজিয়ার সঙ্গে আমার দেখা হয়! কিন্তু সে সময়ে আমি একটা কথাও তাঁকে বল্‌তে পারিনি। কারণ, তখন অউলস তাঁর বৃটেন জয়ের গল্প করছিলেন। আমি তা শুনছিলাম। তিনি ইটালীর ছোট ছোট সম্পত্তির অবনতির বিষয়ে অভিযোগও করছিলেন। আজও যদি তিনি ঐ সব বিষয়ে গল্প না করেন, বর্ত্তমান যুগের ক্লীবতা সম্বন্ধে আলোচনা না করে, তিনি ছাড়বেন না। দ্বিতীয়বার যখন আমি লিজিয়াকে

দেখি, তখন তিনি বাগানে ছিলেন। তিনি তখন গাছে [illegible] দিচ্ছিলেন। আপনি আমার জানুদেশ দেখেছেন। দলে দলে পার্থিয়নরা যখন আমার জনকয়েক রোমান সৈনিককে আক্রমণ করেছিল, আমার [illegible] তাতেও কাঁপেনি। কিন্তু জলাধারের কাছে যেতেই আমার জানু কেঁপে [illegible]ছিল। সে সময়েও আমি একটাও কথা বল্‌তে পারিনি—কে যেন আমার জিহ্বা চেপে ধরেছিল। আমি শুধু তাঁর দিকে করুণ দৃষ্টিতে চেয়েছিলাম।"

পেট্রোনিয়স সঙ্গীকে যেন ঈষৎ ঈর্ষাভরে দেখিতে লাগিলেন।

"তা হলে তার সঙ্গে তোমার কোন কথাই হয়নি?"

"আত্মস্থ হয়ে আমি তাঁকে বলেছিলাম যে, আমি আবিষ্কার করেছি এমন স্থান আছে, যেখানে আনন্দের চেয়ে যন্ত্রণাভোগ বাঞ্ছনীয়। স্বাস্থ্যের চেয়ে পীড়াভোগ করাও অবাঞ্ছনীয় নয়। অবশ্য আমি তখন অতিথিশালা ছেড়ে চলে আস্‌ছিলাম। সুন্দরী আমার কথা কাণ পেতে শুনেছিলেন—আমার মনে হয়েছিল, তিনি আমারই মত চঞ্চল হয়ে পড়েছিলেন। মাথা নত করে, বালীর ওপর তাঁর হাতের জলসেচনের পাত্র দিয়ে তিনি তখন কি যেন আঁকছিলেন। তারপর আঁখি তুলে চেয়ে আবার সেই রেখাগুলো দেখতে লাগলেন। তারপর আবার চোখ তুলে আমার দিকে চেয়ে কি যেন বল্‌তে গিয়ে থেমে গেলেন। তারপর রিপুতাড়িত মৃগের মধ্য থেকে মৃগী যেমন পলায়ন করে, সেই রকম দ্রুতপদে তিনি সেখান থেকে পালিয়ে গেলেন।"

"তার চোখ দু'টি খুব সুন্দর বোধ হয়?"

"নীল সাগরের ন্যায় তাঁর চোখের তারা। সমুদ্রের জলে অবগাহন করবার যেমন আগ্রহ জাগে, তাঁর চোখের মধ্যে আমার সেই রকম অবগাহন করবার ইচ্ছে জেগেছিল। তারপরেই প্লটিয়সের একজন ছেলে

আমার কাছে ছুটে এসে কি যেন জিজ্ঞাসা করেছিল, কিন্তু তার প্রশ্নের একটা বর্ণও আমি বুঝতে পারিনি।”

পেট্রোনিয়স বলিয়া উঠিলেন, “ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী এথেনী! এই ছোকরার দৃষ্টি থেকে কিউপিডের (মদনের) বাঁধন খুলে দেও! না হলে দেখছি, ছোকরা ভেনসের মন্দির স্তম্ভে মাথা খুঁড়ে মরবে!”

তারপর ভিনিয়সের দিকে ফিরিয়া তিনি বলিলেন, “শোন ছোকরা, তোমাকে আমি প্লটিয়সের বাড়ীতে না নিয়ে গিয়ে জিলোসিয়সের ওখানে নিয়ে গেলেই ভাল হয়। যে সব ছোকরার পৃথিবী সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই, তাদের জন্য সেখানে একটি পাঠশালা আছে।”

“কি জন্য, মামা?”

“ঐ কুমারী বালীতে কি দাগ কেটেছিল? সে কি মদনের নাম লেখেনি? ফুলশরের আঘাতে কি তার হৃদয় বিদ্ধ হয়নি? চির প্রয়োজনীয় গোপন বাণী কি তার মর্ম্মে অনুরণিত হয়ে ওঠেনি? এও কি সম্ভব যে, এসব তুমি কিছুই লক্ষ্য কর নি?”

ভিনিসিয়স্ বলিলেন, “আপনি আমাকে যতটা খোকা ভাবছেন তা আমি নই। ক্ষুদে প্লটিয়স্ আমার সঙ্গে কথা বলবার আগেই আমি রেখাগুলো দেখেছিলাম। গ্রীসের ন্যায় রোমের মেয়েরাও মুখ ফুটে যা বলতে পারে না, তা বালীতে দাগকেটে বুঝিয়ে দেয়—এ সব তত্ত্ব আমি জানি। আপনি এখন অনুমান করে বলুন ত, তিনি মাটীতে কি এঁকেছিলেন?”

“তা যদি বুঝতে না পারব, তাহলে এসব কথা তোমাকে আমি বল্‌তাম না।”

“তিনি একটা মাছ এঁকেছিলেন।”

“কি বল্‌লে?”

"মাছ।.. এর অর্থ কি এই যে, তাঁর ধমনীতে যে রক্তধারা বয়ে যাচ্ছে তা যেন শীঘ্রই ঠাণ্ডা মেরে চলেছে? এসব সঙ্কেতের মানে আমি বুঝিনে। আপনি পাকা লোক। আপনি এ সঙ্কেতের ব্যাখ্যা জানেন নিশ্চয়ই।"

"দেখ, প্লিনীকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। তিনি এ সব বিষয়ে অভিজ্ঞ। মাছের সম্বন্ধে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান।"

এইখানেই কথোপকথন বন্ধ হইল। কারণ, জনপূর্ণ পথ দিয়া তখন তঞ্জাম বাহিত হইতেছিল। ক্রমে তাঁহারা ফোরমের কাছে আসিলেন।

দলে দলে লোক গতায়াত করিতেছিল। মন্দিরের সোপানে ভীড়। কেহ বক্তৃতা করিতেছে, নিষ্কর্ম্মা জনতা তাহার কথা শুনিতেছে। ফেরি-ওয়ালারা নানারকম ফল, সুরা, ডুমুর রস হাঁকিয়া বেড়াইতেছিল। কেহ ফল কিনিতেছে, কেহ সুরা পান করিতেছে। কোথাও দৈবজ্ঞ গণনা করিতেছে। স্বপ্নতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছে। পীড়িত ব্যক্তিরা এবং ভক্তের দল, দেবতার জন্য নানাপ্রকার পূজার উপহার লইয়া নিবেদন করিতে চলিয়াছে। কোনও শিবিকা আসিলে উহার অভ্যন্তরবাসিনী সুন্দরীকে দেখিবার জন্য কেহ কেহ ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছে। মাঝে মাঝে দুই চারিজন সৈনিক ভীড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইতেছে। সর্ব্বত্রই গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার ছড়াছড়ি। ঐ দুই ভাষায় জনগণ কথা কহিতেছিল।

ভিনিসিয়স বহুদিন সহরে অনুপস্থিত ছিলেন। সুতরাং কৌতূহলভরে তিনি "ফোরম রোমানমে"র দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। ফোরমে জনস্রোত অবিরাম বহিয়া চলিয়াছে। জনতার মধ্যে নিগ্রোদিগের—ইথিওপিয়ার কাফ্রীদিগের সংখ্যাধিক্য কম নহে। দৈত্যাকার নিগ্রো, বৃটন, গল, জার্ম্মান,

সার্ভ, ইউফ্রেটিস নদীর তীরবর্ত্তী লোক, সিন্ধুনদ[illegible] সিরীয় এবং মরুভূমির আরব, ইহুদী, মিশরীয় নিউমিডীয়, আফ্রিকাবা[illegible] সবই এই জনতার মধ্যে রহিয়াছে। সেরাপিসের পুরোহিত [illegible] আইসিসের পূজারী পূজোপ-করণ হস্তে চলিয়াছে। সুপুরুষেরও অভাব নাই।

এইরূপ জনতার সহিত পেট্রোনিয়স [illegible]রিচিত ছিলেন। ভিনিসিয়স শুনিতেছিলেন, লোক বলাবলি করিতেছে, "[illegible]!" তাঁহার উদারতার জন্য সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত। যে দিন তিনি সিজারের সহিত তর্ক করিয়া ক্রীতদাসদিগের হত্যা নিবারণ করেন, সেই দিন হইতেই তিনি জনপ্রিয় হইয়াছিলেন। প্রিফেক্ট পেডানিয়স সেকেণ্ডসএর অধীনে যত ক্রীতদাস ছিল, সিজার সকলকে কোতল করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। অপরাধ, তাহাদের একজন রাক্ষসকে হত্যা করিয়াছিল। পেট্রোনিয়স, সিজারের সঙ্গে নিভৃত আলোচনায় তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন যে, এইরূপ নির্ব্বিচার হত্যাকাণ্ড তাঁহার মত লোকের উপযুক্ত নহে। সিথিয়ানরা এমন কার্য্য করিতে পারে, কিন্তু বীর রোমকগণ এমন নিষ্ঠুর কার্য্য করিতে পারেন না। ইহাতে সভ্য মানবের কলামনোবৃত্তি অত্যন্ত আহত হইবে।

প্রকৃত কথা, জনসাধারণ তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে কিনা সেজন্য পেট্রোনিয়সের কোন দুর্ভাবনা ছিল না। কারণ, তিনি জানিতেন, রোমের জনসাধারণ বৃটানিকস্‌কে ভাল বাসিত। অথচ নিরো তাঁহাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করিয়াছিলেন। এগ্রিপিনাকেও জনসাধারণ অত্যন্ত ভাল বাসিত। অথচ নীরো অন্য লোকের দ্বারা তাহাকে হত্যা করাইয়াছিলেন; একই সম্রাট অক্টেভিয়াকে নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া পরলোকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, রুবেলিয়স্ প্লটিয়স নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। এমন কি থ্রাসিয়াস্ প্রত্যহই নিদ্রা ভঙ্গের

পর মনে করিয়া থাকেন, কখন তাঁহার প্রতি মৃত্যুদণ্ড প্রদ হবে। ইঁহারা সকলেই জনসাধারণের শ্রদ্ধাভাজন ও প্রিয়। সুতরাং জনপ্রিয়তাকে তিনি কুফল-দাতা বলিয়া মনে করিতেন। এতদ্ব্যতীত পেট্রোনিয়স দুইটি কারণে জনসাধারণকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিতেন। প্রথমতঃ তিনি অভিজাতবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; দ্বিতীয়তঃ তিনি কলাবিদ্। যাহারা সীম বীজ পুড়াইয়া ভক্ষণ করে এবং চীৎকার করিয়া রুদ্ধ কণ্ঠ হইয়া পড়ে, তাহাদিগকে মানুষ বলিয়া তিনি অভিহিত করিতেন না।

এভিরেনসের পুস্তকের দোকানে তঞ্জাম আসিয়া থামিল। পেট্রোনিয়স যান হইতে অবতরণ করিয়া দোকান হইতে একখানি পাণ্ডুলিপি ক্রয় করিলেন। উহা তিনি ভিনিসিয়সের হাতে অর্পণ করিলেন।

তিনি বলিলেন, "এখানা তোমাকে উপহার দিলাম।"

বইখানির নাম "দি স্যাটিরিকন্" দেখিয়া ভিনিসিয়স বলিলেন, "ধন্যব ! এখানা কি নতুন বই ? কে লিখেছেন ?"

আমি লিখেছি! তবে আমি রুফিনসের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে রা নই। তাঁর জীবন কথা তোমাকে বলব। দেখ কাউকে এ সব কথা ব না, খুব সাবধান।"

ভিনিসিয়স বলিলেন, "আপনি আমাকে বলেছিলেন যে, আপনি কোন দিন কাব্য লেখেন নি; কিন্তু এতে দেখছি, সঙ্গে সঙ্গে পদ্যও রয়েছে।"

"সমস্ত বইখানা পড়বার সময় টিমাল্‌চিয়নের উৎসব ভোজের ব্যাপারটা মন দিয়ে দেখো। নিরো যে দিন পৌরাণিক কাব্য লেখেন, সেই দিন থেকেই কবিতার ওপর আমার বিতৃষ্ণা জেগেছিল। তারপর ফের নিরোর কবিতা পড়বার পরই নতুন ফল ফলে গেল। তারপর থেকে আমি পদ্যের প্রশংসা করতে পারি, অবশ্য খোলা মনে নয়।"

ইহার পরেই স্বর্ণকার ইডোমেনিয়সের দোকানের সম্মুখে তিনি তঞ্জাম থামাইলেন। রত্নরাজি পরীক্ষার পর তিনি অউলস্ প্লটিয়সের গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

তিনি বলিলেন, "পথে যেতে যেতে আমি তোমাকে রুফিনসের গল্পটি বল্‌ব। তা থেকে তুমি একজন গ্রন্থকারের ভণ্ডামির পরিচয় পাবে।"

কিন্তু অউলস্ প্লটিয়সের গৃহে পৌঁছিবার মধ্যেও তিনি সে কথা আরম্ভ করিলেন না। রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত হইল। একজন বলিষ্ঠ যুবক তোরণ-দ্বার মুক্ত করিল।

প্রাঙ্গণ পার হইবার সময় ভিনিসিয়স তাঁহার মাতুলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে লোকটা দরজা খুলে দিলে, মামা, দেখেছেন, তার অঙ্গে শৃঙ্খল নেই?"

পেট্রোনিয়স মৃদুস্বরে বলিলেন, "হ্যাঁ! এ বাড়ীটা বড় আশ্চর্য্য রকমের। বোধ হয় তুমি শুনেছ যে, পম্পোনিয়া গ্রেসিনা প্রাচ্য কুসংস্কার পোষণ করেন বলে অনেকে সন্দেহ করেন। কে একজন খৃষ্টকে তিনি নাকি পূজা করে থাকেন। বোধ হয় ক্রিসপিনিলাই তাঁকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছে। এক স্বামীতে পম্পোনিয়া সন্তুষ্ট, তাতে ক্রিস্‌পিনিলা তাঁকে ক্ষমা করতে পারে নি। একটি মাত্র স্বামী নিয়ে সন্তুষ্ট, এ ব্যাপারটা রোমে যেন অভিনব ব্যাপার!"

"আপনি ঠিক বলেছেন, এ বাড়ীটার সবই অদ্ভুত। এখানে আমি যা দেখেছি বা শুনেছি, সব আপনাকে পরে বল্‌ব।"

তাঁহারা প্রাঙ্গণ পার হইয়া একটা ঘরে প্রবেশ করিতেই একজন ক্রীতদাস মালিককে সংবাদ পাঠাইল যে, তাঁহারা আসিয়াছেন। অন্য পরিচারকরা তাঁহাদিগকে বসিবার জন্য আসন আনিয়া দিল্। আর একজন পা রাখিবার উপাদান স্থাপন করিল।

পেট্রোনিয়স ইতঃপূর্ব্বে কখনও এ বাড়ীতে প্রবেশ করেন নাই। সেজন্য তিনি চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। কোনও দিকে বিন্দুমাত্র অন্ধকারের চিহ্ন নাই—কক্ষগুলির মধ্যে অবাধ আলোক প্রবেশ করিতেছিল। এ গৃহে পদ্ম অতি প্রিয় পুষ্প। নানাজাতীয় পদ্ম জলাধারে ভাসিতেছিল। বৃহৎ কক্ষের চারিদিকে অউলসের পূর্ব্ব পুরুষদিগের প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপিত, চারিদিকে শৃঙ্খলা ও শান্তি বিরাজিত। পেট্রোনিয়স দেখিলেন, এই গৃহের মধ্যে এমন কোন ব্যবস্থা নাই যাহা তাঁহার রুচিবিরুদ্ধ। তিনি ভিনিসিয়সকে সে কথা বলিতে যাইবেন, এমন সময় একজন ক্রীতদাস পর্দ্দা সরাইয়া দিল, আর সেই মুহূর্ত্তে অউলস্ প্লটিয়স স্বয়ং সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

লোকটি জীবনের অপরাহ্ণ সীমায় উপনীত, কিন্তু তথাপি বেশ বলিষ্ঠ এবং স্বাস্থ্যবান বলিয়া মনে হইল। নবাগতের মুখে বিস্ময় ও অশান্তির রেখা ফুটিয়া উঠিল। কারণ, তিনি দেখিলেন যে, যিনি আসিয়াছেন, তিনি নীরোর পার্শ্বচর এবং বিশ্বাস-ভাজন ব্যক্তি।

পেট্রোনিয়স এমনই শিষ্টাচার সম্পন্ন যে, গৃহস্বামীর মুখে সেই রেখা দেখিয়াও যে দেখিতে পান নাই, এমন ভাব প্রকাশ করিলেন। অত্যন্ত শিষ্টাচার এবং বিশেষ চাতুর্য্যের সহিত তিনি তাঁহার আগমনের কারণ ব্যক্ত করিলেন। প্লটিয়স তাঁহার ভাগিনেয় ভিনিসিয়সের জন্য যেরূপ যত্ন লইয়াছিলেন, আতিথ্যসৎকার করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করিয়া পেট্রোনিয়স্‌কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন। আরও প্রকাশ করিলেন যে, পূর্ব্বে যে পরিচয় তাঁহার সহিত ছিল এখন তাহা এই ব্যাপারে বিশেষ ঘনিষ্ঠতর পর্য্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

প্লটিয়স্ বলিলেন, "আপনার আগমনে আমি কৃতার্থ হলাম। আপনি আমায় ধন্যবাদ দিচ্ছেন, কিন্তু আমিই আপনার কাছে ঋণী। তবে আপনি হয়ত তার হেতু নিজেও কখনো জানেন না।"

বাস্তবিক তিনি বিশেষভাবে চিন্তা করিয়াও প্লটিয়স কিসে তাঁহার কাছে ঋণী তাহা আবিষ্কার করিতে পারিলেন না।

অউলস বলিয়া চলিলেন, "ভেসপাসিয়ান্‌কে আমি খুব ভালবাসি, শ্রদ্ধাকরি। একদিন তিনি সিজারের কবিতা শুনবার সময় দুর্ভাগ্যক্রমে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তাতে তাঁকে প্রাণ হারাতে হ'ত। আপনিই তাঁর জীবন রক্ষা করেছিলেন।"

পেট্রোনিয়স বলিলেন, "দুর্ভাগ্য নয়, বলুন, সৌভাগ্যক্রমে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। কারণ, সেই শুভসুযোগ ঘটেছিল বলে, তাঁকে কষ্ট করে সিজারের কবিতা শুনতে হয়নি। তবু সেজন্য তাঁর পরিণাম খুব শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। তাইতে ব্রোঞ্জদাড়ি তাঁর একটা শিরার উপর অস্ত্রোপচার করবার ব্যবস্থা দিয়েছিলেন।"

"তাতে আপনি সিজারকে উপলক্ষ করে পরিহাস করেছিলেন বলেই মনে হয়?"

"না। আমি তাঁকে বলেছিলাম, অরফিয়স যখন গান গাইতেন, তখন অসভ্য বর্ব্বররা ঘুমিয়ে পড়ত। সুতরাং ভেসপাসিয়ানকে কবিতা পাঠে ঘুমপাড়ানোতে সিজারের জয়ই ঘোষণা করছে। সিজার তোষামোদযুক্ত সমালোচনা সহ্য করে থাকেন। আমাদের মহিমান্বিতা অগষ্টা পপিয়া এ রকম কৌশল প্রয়োগ করতে সিদ্ধহস্তা।"

অউলস বলিলেন, "কি কঠিন দিনকালই পড়েছে। আমার দুটো দাঁত পড়ে গেছে। কারণ, একজন বৃটন আমার মাথা লক্ষ্য করে পাথর

ছুড়েছিল, তাতেই দাঁত ভেঙ্গে গেছে; কিন্তু আমার জীবনের খুব সুখের দিন সেই অসভ্যদেশে কেটেছিল।"

ভিনিসিয়স মাঝখানে বলিয়া উঠিলেন, "তার মানে তখন আপনি যুদ্ধ করে যশস্বী হয়েছিলেন।"

পাছে এই প্রধান সেনাপতি তাঁহার যুদ্ধের বর্ণনা আরম্ভ করেন, তাই পেট্রোনিয়স প্রসঙ্গটি চাপা দিবার জন্য অন্য প্রসঙ্গের আলোচনা আরম্ভ করিলেন। তিনি প্লটিয়সের গৃহের প্রশংসা আরম্ভ করিলেন।

প্লটিয়স বলিলেন, "বাড়ীটা পুরাণো। আমি এটা উত্তরাধিকারসূত্রে পাবার পর থেকে এর কোন পরিবর্ত্তন করিনি।"

কক্ষের যবনিকার অপর পার হইতে একটি শিশুর আনন্দকলরব ভাসিয়া আসিতেছিল।

পেট্রোনিয়স বলিয়া উঠিলেন, "শিশুর ঐ সুন্দর কলহাস্য ভাল করে শুনবার জন্য আমরা আর একটু এগিয়ে যেতে পারি কি? এ যুগে এখন মধুর হাসি বিরল হয়ে উঠেছে।"

আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্লটিয়স বলিলেন, "স্বচ্ছন্দে। আমার ছেলে অউলস ও লিজিয়া বল নিয়ে খেলা করছে—তাই এত হাসি। কিন্তু আমার ধারণা ছিল, হাসি শুনবার বয়স আপনার চলে গেছে।"

পেট্রোনিয়স বলিলেন, "সকলের জীবনই উপহাসাস্পদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই আমি অন্য সকলের মত হাসি। কিন্তু এখানে হাসির একটা নতুন শব্দ শুনলাম।"

ভিনিসিয়স বলিলেন, "না, আজকাল পেট্রোনিয়স বড় একটা হাসেন না, শুধু রাতের বেলায় কিছু হাস্য করেন।"

এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে তিন জন অগ্রসর হইয়া উদ্যানে পৌঁছিলেন।

শিশু অউলস্ যখন ভিনিসিয়স্‌কে দেখিয়া আনন্দে অধীরভাবে তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসিল, সেই সময় পেট্রোনিয়স্ লিজিয়ার দিকে চাহিয়া দেখিলেন। অগ্রসর হইতে হইতে ভিনিসিয়স্ লিজিয়াকে অভিবাদন করিলেন। তরুণীর এক হাতে বল। তাহার কৃষ্ণ কেশরাজি আলুলায়িত, দ্রুত নিশ্বাস পড়িতেছিল, কপোলদেশ আরক্ত! তরুণী তাঁহাকে দেখিয়া নিশ্চলভাবে দাঁড়াইল।

আইভি ও দ্রাক্ষালতা সমাচ্ছন্ন একটি প্রস্তরাসনে পম্পোনিয়া গ্রেসিনা বসিয়াছিলেন। অতিথিরা তাঁহাকে দেখিয়া অভিবাদন করিলেন। পেট্রোনিয়স্ তাঁহার সহিত পরিচিত ছিলেন। রুবেনিয়স প্লটিয়সের কন্যা অউটিস্‌টিয়া এবং সেনেকা ও পলিওর ভবনে তাঁহার সহিত পেট্রোনিয়সের বহুবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এই রমণীর শান্ত করুণ মুখশ্রীর দিকে চাহিয়া পেট্রোনিয়সের মনে এক প্রকার অব্যক্ত শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের ভাব সঞ্চারিত হইল। এই নারীর ব্যবহারে এমন একটা সম্ভ্রমের ভাব আত্মপ্রকাশ করিতেছিল যে, মানুষের মন আপনা হইতে তাঁহার কাছে শ্রদ্ধায় নত হইয়া পড়ে।

ভিনিসিয়সের সম্বন্ধে পম্পোনিয়া যে মধুর আতিথ্য সৎকার করিয়াছিলেন, তজ্জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপনের সময় পেট্রোনিয়স ঐ মহিলাটিকে "ডোমিনা" বলিয়া অভিহিত করিলেন। এই উপাধি তিনি স্বপ্নেও ক্যালভিয়া, ক্রিসপানিলা, স্ক্রিবোনিয়া, ভ্যালেরিয়া, সোলিনা বা পৃথিবীর অন্য কোনও মহিলাকে দিতে সম্মত হইতেন না! পরস্পরের মধ্যে অভিবাদন ও সাদর আপ্যায়ন শেষ হইলে, পেট্রোনিয়স দুঃখ প্রকাশ

করিলেন, ইদানীং পম্পোনীয়ার দেখা পাওয়া যায় না—সার্কাস বা ক্রীড়া প্রাঙ্গণের কোথাও তাঁহার দেখা মিলে না। স্বামীর বাহুমূলে হাত রাখিয়া প্রশান্ত ভাবে মহিলা বলিলেন, "আমরা দুজনে ক্রমেই বুড়ো হয়ে পড়ছি। এখন গৃহ কোণই আমাদের ভাল লাগে।"

এই রুচির জন্য, অর্থাৎ সকল প্রকার আনন্দ হইতে দূরে থাকার জন্য পেট্রোনিয়স প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় অউলস্ প্লটিয়স্ সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়া উঠিলেন, "তা ছাড়া এখন যাঁরা রোমান্ দেবতাদিগকে গ্রীক নামে অভিহিত করবার কৌশল প্রয়োগ করেছেন, তাঁদের কাছে আমরা দিন দিন অপরিচিত হয়ে পড়েছি বলে আমাদের মনে হয়।"

উপেক্ষাভরে পেট্রোনিয়স্ বলিলেন, "রোমক দেবতারা দিন দিন উপমার পর্য্যায়ে গিয়ে পড়ছেন। গ্রীকরাই আমাদের ঐ বিদ্যে শিখিয়েছে। আমার নিজের কথা বলতে পারি, আমি জুনোর চাইতে হেরা নামই পছন্দ করি।"

পরে তিনি বার্দ্ধক্য সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "বার্দ্ধক্য খুব চটপট এসে পড়ে। তবে অত্যন্ত দ্রুত বা অপেক্ষাকৃত ধীরে বার্দ্ধক্য যে আসে সেটা জীবন-যাত্রা প্রণালীর উপর নির্ভর করে। এমন মুখও দেখা যায় যা, শনি গ্রহ পর্য্যন্ত ভুলে বসে থাকে।"

পেট্রোনিয়সের এই উক্তি সম্পূর্ণ আন্তরিকতা-বর্জ্জিত বলিয়া মনে হইবার নহে। কারণ, পম্পোনীয়া জীবনের মধ্যভাগ অতিক্রম করিলেও তাঁহার আননে যে উজ্জ্বল বর্ণদীপ্তি ছিল তাহা দুর্ল্লভ। তাঁহার কমনীয় দেহকান্তি, সুন্দর মুখশ্রী দেখিলে সময়ে সময়ে তাঁহাকে যুবতী বলিয়া ভ্রম হইত।

ভিনিসিয়স যখন এই ভবনে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন হইতে শিশু অউলসের সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। সে এখন তাঁহাকে

বল খেলিবার জন্য আহ্বান করিল। এই অবকাশে লিজিয়া কুঞ্জের মধ্যের আসনে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তদবস্থায় তাহাকে দেখিয়া পেট্রোনিয়স্ তাহাকে অপূর্ব্ব সুন্দরী বলিয়া মনে করিলেন। এতক্ষণ তিনি এই তরুণীকে অভিবাদনও করেন নাই। এইবার অগ্রসর হইয়া তিনি তাহাকে অভিবাদন করিয়া, ইউলিসিস্ যে ভাবে নসিকাকে সম্বোধন করিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন ঃ—

"তোমার চরণপ্রান্তে নতশির আমি—
দেবী কিংবা মর্ত্তবাসী চাহিনা জানিতে।
এ মর জগতে বাস যদি তব হয়, শুচিস্মিতে,
ধন্য তব পিতা মাতা, শত ধন্য জানি।
আরও বলি কুণ্ঠাশূন্য কণ্ঠে, হে সুন্দরী—
ধন্য তারা যারা তব ভ্রাতৃস্নেহ লভে।

এই সুরুচিসঙ্গত শিষ্টাচার বাণী শুনিয়া পম্পোনিয়া পর্য্যন্ত উৎফুল্ল হইলেন। লিজিয়া আরক্ত নতবদনে তাঁহার এই উক্তি নীরবে শ্রবণ করিল। পরে একটা দুষ্ট হাসি তাহার ওষ্ঠপ্রান্তে ভাসিয়া উঠিল। তার-পর এক নিশ্বাসে নসিকার ভাষায় সে বলিয়া উঠিল ঃ—

"হে অপরিচিত ভদ্র! মনে হয় নীচবংশে জন্ম নহে তব,
ক্ষুদ্র-চেতা নহ তুমি বীর!"

সঙ্গে সঙ্গেই সে ভীতা বিহগীর ন্যায় সেখান হইতে পলায়ন করিল।

পেট্রোনিয়স্ বিস্মিত হইলেন। ভিনিসিয়সের নিকট এই তরুণীর জন্মকথা তিনি যেমন শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহাকে বর্ব্বর-বংশ-উদ্ভূতা মূর্খ বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু হোমরের কবিতা তাহার মুখ হইতে

উচ্চারিত হইতে শুনিয়া তিনি বিস্ময়াভিভূত হইলেন। প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তিনি পম্পোনিয়ার দিকে চাহিলেন। তাঁহাকে হাস্যস্ফুরিতাধরা এবং তাঁহার স্বামীর মুখ গৌরব দীপ্তিতে উজ্জ্বল দেখিয়া তাঁহার বিস্ময় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইল।

অউলস্, পেট্রোনিয়সের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আমার ছেলের জন্য একজন গ্রীক শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন। এই কুমারীও তাঁর কাছে পড়ে। মেয়েটি এখনো ছেলেমানুষ, তবে ভারী সুন্দর। আমরা সবাই ওকে ভালবাসি।"

আইভিলতার ফাঁক দিয়া পেট্রোনিয়স দেখিতে পাইলেন, তিনজনে বল খেলা করিতেছে। ভিনিসিয়স বলটা উর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত করিতেছিলেন, আর লিজিয়া তাহার বরতনু লীলায়িত করিয়া উহা ধরিতেছিল। পেট্রোনিয়সের দৃষ্টিতে এই তরুণী অত্যন্ত মনোহারিণী বোধ হইল। সে যেন বসন্তের রাণী! তাহার গোলাপী অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং কমনীয় মুখকান্তি দেখিলে তাহার মন যে নিষ্পাপ এবং পবিত্র তাহা মনে হইবেই।

অকস্মাৎ পেট্রোনিয়সের মনে ক্রাইসোথেমিসের কথা জাগিয়া উঠিল। তিক্ত হাস্যরেখা তাঁহার ওষ্ঠাধরে ভাসিয়া উঠিল। ক্রাইসোথেমিসের গন্ধচূর্ণ সেবিত সোনালী কেশরাজি এবং ভ্রমরকৃষ্ণ ভ্রূরোমাবলী এই তরুণীর কেশরাজির কাছে নিষ্প্রভ হইয়া গেল। সেই নারী যেন ঝরা গোলাপের পাপড়ী। অথচ এই নারী রত্নের তিনি অধিকারী বলিয়া সমগ্র রোম তাঁহাকে ঈর্ষা করে।

মনে মনে তিনি মন্তব্য করিলেন, "ভিনিসিয়সের পছন্দ আছে।"

পম্পোনীয়া গ্রেসিনাকে উদ্দেশ করিয়া তিনি বলিলেন, "ডোমিনা, এইরকম সংসর্গে আপনি বেষ্টিত আছেন বলেই আপনি সার্কাস বা প্রমোদ ক্ষেত্র থেকে গৃহকে ভালবাসেন।"

ক্ষুদ্র অউলস্ ও লিজিয়ার দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া পম্পোনীয়া বলিলেন, "তা ঠিক বটে।"

তারপর বৃদ্ধ সেনাপতি, তরুণীর ইতিহাস যাহা জানিতেন, তাহা বিবৃত করিতে লাগিলেন। রহস্যময় উত্তরাঞ্চলের লিজিয়ানদিগের সম্বন্ধে তিনি এটিলিয়স্ হিষ্টারের নিকট যাহা অবগত হইয়াছিলেন, তাহারও বর্ণনা করিলেন। বল লইয়া যাহারা ক্রীড়ায় মাতিয়াছিল, তাহারা খেলা বন্ধ করিল এবং মাছের চৌবাচ্চার ধারে যে আসন ছিল, তাহাতে উপবেশন করিল। শিশু অল্প পরেই মৎস্যগুলিকে বিরক্ত করিবার জন্য চৌবাচ্চার কাছে ছুটিয়া গেল। ভিনিসিয়স্ ইতঃপূর্ব্বে ইতস্ততঃ ভ্রমণকালে লিজিয়ার সহিত যে আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, এখন তাহারই সূত্র ধরিয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন।

কম্পিতকণ্ঠে নিম্নস্বরে তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ, আমি সবে কৈশোরের পরিচ্ছদ পরা ছেড়ে দিয়েছিলাম। তখন এসিয়াস্থিত সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে গিয়েছিলাম, তাই রোমের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেনি—এখানকার জীবন-যাত্রা বা প্রেমের সঙ্গে আমার কোন পরিচয়ই হয়নি। আমি যখন বালক, তখন আমি মুসোনিয়সের বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হয়েছিলাম। সেখানে তিনি বলতেন যে, দেবতাদের ইচ্ছায় যারা যারা নিজেদের ইচ্ছা শক্তিকে পরিচালিত করতে পারে, তারাই সুখলাভ করে। সুতরাং সেটা নির্ভর করে মানুষের নিজের প্রবৃত্তির উপর। আমার মনে হয়, মানুষের প্রবৃত্তি ছাড়াও আর একরকম সুখ আছে—সে সুখ মহত্তর এবং মূল্যবান। প্রেম সেই সুখ দিতে পারে। দেবতারাও সেই প্রেমের ভিখারী। প্রেম কি তা আমি জানিনে, তাই আমি দেবতার পদাঙ্ক

বৃদ্ধ তখন সিসিলির সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিয়া দিলেন। সেখানে তাঁহার প্রকাণ্ড কৃষিক্ষেত্র এবং জমিদারী আছে। শেষ জীবন তিনি সেখানে অতিবাহিত করিতে চাহেন।

উৎকণ্ঠাপূর্ণকণ্ঠে ভিনিসিয়স বলিলেন, "তাহ'লে আপনি কি রোম ছেড়ে চলে যাচ্ছেন ?"

অউলস্ বলিলেন, "অনেকদিন থেকেই আমার সেইরকম সংকল্প। দক্ষিণাঞ্চলে মানুষের জীবন অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ।"

বৃদ্ধ পরিক্রমণ করিতে করিতে গাছপালার কথা বলিয়া চলিলেন, কিন্তু ভিনিসিয়সের কর্ণে সে সব কথা প্রবেশ করিল না। তিনি তখন ভাবিতেছিলেন, লিজিয়াকে কি উপায়ে পাইবেন। মাঝে মাঝে তিনি পেট্রোনিয়সের দিকে চাহিতেছিলেন।

পেট্রোনিয়স্ তখন পম্পোনীয়ার পার্শ্বে থাকিয়া সূর্য্যাস্তের শোভা দেখিতেছিলেন, মাছের চৌবাচ্চার কাছে যাহাদিগকে দেখা যাইতেছিল, তাহাদের দিকেও দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। পশ্চিম দিকচক্রবালের আরক্ত বর্ণ-বিন্যাস ক্রমেই ফিকা হইয়া আসিতেছিল। সাইপ্রেস গাছগুলির উপর অন্ধকার ছায়া নামিয়া আসিতেছিল। শান্তিতে যেন সমগ্র প্রকৃতি নিস্পন্দ হইয়া পড়িতেছিল।

এই নীরবতা যেন পেট্রোনিয়সকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। পম্পোনীয়া, অউলস্, উহাদের শিশুপুত্র এবং লিজিয়ার মুখে তিনি এমনই একটি দীপ্তি দেখিলেন, যাহা তিনি জীবনে অন্য কাহারও মুখে দেখিতে পান নাই। তিনি অনুভব করিলেন শান্তির এমনই একটা বিমল প্রভা এখানে বিদ্যমান, যাহা অন্যত্র দুর্ল্লভ। তিনি এমনই সৌন্দর্য্য, এমনই আকর্ষণ জীবনে কামনা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোথাও তাহা পান নাই।

তিনি পম্পোনীয়াকে বলিলেন, "আমাদের প্রভু নীরোর জগৎ থেকে আপনাদের জগৎ কত তফাৎ ?"

আসন্ন প্রদোষান্ধকারের দিকে চাহিয়া পম্পোনীয়া তাঁহার কোমল বাহু উত্থিত করিয়া বলিলেন, "জগতের শাসক নীরো নন, ভগবান।"

আবার নীরবতা। পথের উপর ভিনিসিয়স, বৃদ্ধ সেনাপতি, লিজিয়া এবং শিশুর পদশব্দ শ্রুত হইল। তাঁহাদের আসিবার পূর্ব্বেই পেট্রোনিয়স বলিয়া উঠিলেন, "পম্পোনীয়া, আপনি তাহলে দেবতাদের উপর বিশ্বাস রাখেন ?"

তিনি বলিলেন, "আমি ঈশ্বরে বিশ্বাসবান। একমাত্র ঈশ্বরই আছেন এবং তিনি সর্ব্বশক্তিমান।"

—তিন—

ভিনিসিয়সকে সঙ্গে লইয়া পেট্রোনিয়স যখন তঞ্জামে আসিয়া বসিলেন, তখন তিনি পুনরায় বলিয়া উঠিলেন, "পম্পোনীয়া একজন ঈশ্বরেই বিশ্বাস করেন। তিনি ন্যায়বান এবং সর্ব্বশক্তিমান। কিন্তু সত্যিই যদি তাঁর ভগবান সর্ব্বশক্তিমান হন, তা হলে তিনি জীবন ও মৃত্যুরও মালিক। আর তিনি যদি সত্যি ন্যায়বান হন, তা হ'লে তিনিই জগতে মৃত্যুকে পাঠিয়ে দেন। তাই যদি হয়, তা হ'লে পম্পোনিয়া জুলিয়ার বিয়োগে শোক পরিচ্ছদ ধারণ করেন কেন? জুলিয়ার জন্য শোক করায় ত ভগবানের দোষ দেওয়া হচ্ছে। আমাদের বানর ব্রোঞ্জ-দাড়িকে এই যুক্তিটা জানাতে হবে। সাধারণ নারী সম্বন্ধে আমার এই ধারণা যে, তাদের প্রত্যেকেরই

তিন চারটা করে আত্মা আছে। কিন্তু একটা আত্মাও যুক্তি মানে না। যাক্, ওকথা এখন থাক। আমাদের এখানে আসবার আসল কথাটা আমি বলতে সাহস করিনি। কথাটা শুনবামাত্র, এই ধর্ম্মপ্রাণ দম্পতি চীৎকার করে উঠতেন। না, ভিনিসিয়স, সত্যি, আমার সাহস হয় নি। ময়ূর দেখতে সুন্দর, কিন্তু তার কেকারব বিশ্রী। তবে একটা কথা—তোমার পছন্দ আছে। মেয়েটিকে দেখে আমার কি মনে হয়েছে জান? বসন্তের কথা। ইটালীর বসন্তের কথা বলছি না। আমি হেলভেটিয়ায় যে বসন্ত দেখেছি, তার কথাই বলছি। সে বসন্ত ঋতু যেন সজীব, তাজা এবং প্রাণবন্ত। সবুজে যেন জল জল করছে, এমন চমৎকার বসন্ত। তবে মনে রেখ, তুমি যাকে মনে মনে সর্ব্বপ্রযত্নে পূজা ক'র, সে ঠিক ডায়ানা। অউলস ও পম্পোনীয়া জানতে পারলে তোমাকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফেলবে—একটিয়নকে যেমন করে ডায়ানার কুকুরগুলো টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফেলেছিল।"

ভিনিসিয়স্ মুহূর্ত্তমাত্র মাথা নত করিয়া বসিয়া রহিলেন। তারপর বলিলেন, "সব সময়েই আমি তাঁকে চেয়েছি। এখন তাঁকে পাবার জন্য আমি অধীর হয়ে পড়েছি। যখন আমি তাঁর হাত চেপে ধরেছিলাম, তখন যেন আগুনের শিখা আমার চারদিকে বেড়ে ধরেছিল! না আমি তাঁকে চাই। আমি যদি জিউয়স হতাম, তাঁকে আমি মেঘের আড়ালে লুকিয়ে ফেলতাম। তা না হলে স্বর্ণ বৃষ্টির মত আমি তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তাম। তাঁকে এমন ভাবে আমার বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ করতাম যে, তিনি চীৎকার করে উঠতেন। আমার ওষ্ঠাধরের চাপে হয়ত তাঁর ওষ্ঠাধর আহত হয়ে পড়ত! তা হলে আমি অউলস ও পম্পোনীয়াকে হত্যা করে লিজিয়াকে আমার বাড়ী নিয়ে যেতাম। আজ সারা রাত আমার ঘুম হবে না। ক্রীত-

দাসদের অঙ্গে এমন বেত্রাঘাত করব যে, তার জ্বালায় তারা চীৎকার করতে থাকবে। সুতরাং সারারাত জেগেই কাটাব।"

পেট্রোনিয়স্ বলিলেন,—"স্থির হও, অত উতলা হতে হবে না।"

"না, তাঁকে আমার চাই-ই চাই। আপনি আমাকে বলে দিন কি করে তাঁকে পাব। যদি কোন উপায় না বলে দিতে পারেন, আমাকে অন্যত্র যেতে হবে। অউলস ঠিক মেয়ের মত লিজিয়াকে দেখেন। সুতরাং আমি তাঁকে ক্রীতদাসীর মত দেখব কেন? অন্য কোন উপায় না থাকলে, তিনি আমার বাড়ীতে আমার স্ত্রীর আসন গ্রহণ করুন।"

পেট্রোনিয়স আবার বলিলেন, "চুপ কর বলছি। অসভ্যদের যদি গলায় দড়ি বেঁধে আমাদের রথের পেছনে বাসায় নিয়ে আসি, তার অর্থ এ নয় যে, তাদের মেয়েদের আমরা বিয়ে করব। অতদুর এগিয়ে গেলে চলবে না। আগে সোজা ও সৎপথে চলে দেখা যাক কি হয়। তুমি আমার উপর নির্ভর করে থাক, সময় দাও, আমি ভেবে চিন্তে উপায় বের করি আগে। জুপিটারের ঐ রকম মেয়ে ক্রাইসোথেমিসকে ঐ রকম মনে করতাম। তবু আমি তাকে বিয়ে করিনি। রাজা আটালুসের কন্যা বলে পরিচিত হলেও, নীরো একটীকে বিয়ে করেন নি। না, তুমি ধৈর্য্য ধর! মনে করে রেখ, তোমার খাতিরে যদি লিজিয়া অউলসের আশ্রয় ত্যাগ করে চলে আসে, তাদের এতটুকু অধিকার নেই যে, তাকে ধরে বেঁধে রেখে দিতে পারে। তা ছাড়া এ কথা মনে করোনা যে, শুধু তোমার মনেই আগুন জ্বলছে। তার মনেও এরোস্ অগ্নিশিখা জ্বেলে দিয়েছেন। আমি বেশ স্পষ্টই তা দেখতে পাচ্ছি। এ সব ব্যাপারে আমার ধারণা ঠিক। তুমি আমার উপর নির্ভর করতে পার। ধৈর্য্য ধর, সব কাজেরই কোন না কোন উপায় আছেই। আজ আমি চিন্তা করে ক্লান্ত হয়েছি। কাল

আমি আবার তোমার বিষয়টা বিবেচনা করে দেখব। পেট্রোনিয়স্ কোন কৌশল যদি বা'র করতে না পারে, তা'হলে তার নাম পেট্রোনিয়সই হ'ত না।"

"ধন্যবাদ! ফরচুনা আপনাকে আশীর্ব্বাদ করে এ কাজের প্রতিদান দেবেন!"

"হ্যাঁ, তা বটে। কিন্তু তোমাকে ধৈর্য্য ধারণ করতে হবে।"

"এখন আপনি কোন দিকে যাবেন?"

"ক্রাইসোথেমিস্কে একবার দেখতে যাব।"

"আপনিই সুখী। কারণ, আপনি যা চান তা পান।"

"আমি? জান কি, ক্রাইসোথেমিস্ আমাকে কেন এখনো কৌতুকানন্দ দেয়? আমারই তাঁবেদার বংশীবাদক থিয়োক্লেশের সঙ্গে গোপনে প্রণয় চর্চ্চা করে আমায় প্রবঞ্চনা করে আসছে। সে ভাবে যে, আমি কিছু বুঝতে পারিনে—কিছু জানিনে। এক সময়ে তাকে আমি ভালই বাসতাম। এখন তার প্রতারণা নির্ব্বুদ্ধিতা আর মিথ্যা অভিনয়ে আমি তার কাছে আমোদ পাই। আমার সঙ্গে যাবে তুমি? সে যদি তোমার সঙ্গে প্রেম করে, তোমাকে সে প্রেম জানাবার জন্যে যদি মদের গ্লাসে আঙুল ডুবিয়ে টেবলের উপর তা লিখে জানায়, জেন, আমি তাতে ঈর্ষা অনুভব করব না।"

তখন তঞ্জাম ক্রাইসোথেমিসের বাড়ীর দিকে চলিল। প্রাঙ্গণে তঞ্জাম প্রবেশ করিলে পেট্রোনিয়স ভিনিসিয়সের স্কন্ধে হাত রাখিয়া বলিলেন, "একটু থামা যাক। একটা ফন্দী আমার মাথায় এসেছে।"

"দেবতারা আপনার উপর প্রসন্ন হোন!"

"বেশ; আমার এ ফন্দী ব্যর্থ হবেনা। মার্কস্, একটা ব্যাপার জান?"

"বলুন, আমি শুনছি।"

"দিন কয়েকের মধ্যে ঐ অপূর্ব্ব সুন্দরী লিজিয়া তোমারই বাড়ীতে ডিমিটারের শস্য ভোজন করবে।"

ভিনিসিয়স বলিয়া উঠিলেন, "সিজারের চেয়েও আপনি মহৎ!"

—চার—

সত্যই পেট্রোনিয়স্ তাঁহার অঙ্গীকার পালন করিয়াছিলেন। ক্রাইসো-থেমিসের গৃহে পরদিবস ঘুমাইয়া যাপন করিবার পর, অপরাহ্ণকালে তিনি প্যালাটাইনে গমন করিলেন এবং নীরোর সহিত গোপনে কি পরামর্শ করিলেন। তাহার ফলে পরদিবস প্লটিয়সের ভবনে একদল রক্ষীসহ একজন সামরিক কর্ম্মচারী দেখা দিলেন।

সে সময়ে চারিদিকে বিভীষিকা এবং অনিশ্চয়তা রোমে বিরাজিত ছিল। যে গৃহে এই প্রকার দূতের আবির্ভাব হইত, লোক মনে করিত, মৃত্যু সেখানে আবির্ভূত। দ্বারে রাজপুরুষের করাঘাত শুনিবামাত্র ভবনের প্রধান ভৃত্য গৃহ-কর্ত্তাকে জানাইল যে, সেনাদল উপস্থিত। সে সংবাদ ছড়াইয়া পড়িবামাত্র বাড়ীর সকলেই শঙ্কায় অভিভূত হইল এবং বৃদ্ধ সেনাপতির চারিদিকে সমবেত হইল। তাহারা ভাবিয়াছিল যে, কর্ত্তারই বিপদ আসন্ন। পম্পোনীয়া স্বামীর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন, এবং অস্ফুটস্বরে কত কি বলিতে লাগিলেন। লিজিয়ার আনন রক্তলেশশূন্য হইয়া পড়িল। সে পুনঃ পুনঃ প্লটিয়সের করপল্লব চুম্বন করিতে লাগিল। শিশু পুত্র অউলস্ পর্য্যন্ত, সেনাপতির টোগার প্রান্ত ধারণ

করিল। ভবনের বিভিন্ন স্থান হইতে দাসদাসীরা ছুটিয়া আসিল। সকলেরই মুখে একই কথা—"হায়! এ কি সর্ব্বনাশ হ'ল!" নারীরা কাঁদিতে লাগিল। কেহ কেহ স্ব স্ব মুখমণ্ডল নখরাঘাতে ছিন্ন করিয়া ফেলিল, কেহ কেহ মাথার উপর বস্ত্র চাপিয়া ধরিল।

শুধু বৃদ্ধ সৈনিকপুরুষ স্থিরভাবে রহিলেন! মৃত্যুভয় তাঁহাকে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারিল না। তাঁহার আনন তখন পাথরের মত বিকার-হীন। সকলকে শান্ত হইতে বলিয়া, তিনি ভৃত্যগণকে সেস্থান হইতে বিদায় করিয়া দিলেন। তারপর বলিলেন, "পম্পোনীয়া, যথেষ্ট হয়েছে। যদি আমার মৃত্যুকাল এসে থাকে, পরস্পরের কাছে বিদায় নেবার যথেষ্ট সময় পাব।"

তিনি মৃদুভাবে পত্নীকে সরাইয়া দিলেন; কিন্তু পম্পোনীয়ার নয়ন হইতে ধারাবিগলিত অশ্রু আরও প্রবলভাবে বাহির হইতে লাগিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ভগবান, এইটুকু দয়া কর, যেন আমার স্বামীর ভাগ্য, আমার ভাগ্য, এক হয়!"

জানু পাতিয়া বসিয়া এই মহিয়সী মহিলা প্রার্থনায় আত্মনিবেদন করিলেন।

অউলস্ পার্শ্বস্থ প্রাঙ্গণে চলিয়া গেলেন। রাজকর্ম্মচারী সেখানে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এই রাজকর্ম্মচারীর নাম ফেয়স্ হাস্টা। তিনিও পরিণতবয়স্ক। বৃটেনের সহিত যুদ্ধে তিনি প্লটিয়সের অধীন কর্ম্মচারী ছিলেন।

রাজদূত বলিলেন, "নমস্কার, মশাই। সিজারের কাছ থেকে আমি অভিনন্দন ও হুকুমনামা দুইই এনেছি। এই দেখুন তাঁর পাঞ্জা এবং শীলমোহর।"

"সিজারের অভিনন্দন গ্রহণ করলাম। তাঁর আদেশ সম্বন্ধে আমি অবহিত হ'ব। হাস্টা, কি সংবাদ বলত ?"

বৃদ্ধ সৈনিকপুরুষ বলিলেন, "অউলস্ প্লটিয়স্, সিজার অবগত হয়েছেন যে, লিজিয়ারাজের কন্যা আপনার এখানে আছেন। ঐ রাজকন্যা এখানে প্রতিভূস্বরূপ রয়েছেন। আপনি কন্যাটিকে এত দিন আশ্রয় দিয়ে রেখেছেন বলে, মহামহিম সম্রাট নীরো আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। কিন্তু এখন আর তিনি ওঁকে আপনার আশ্রয়ে রাখতে চান না। রাজকন্যা যখন প্রতিভূস্বরূপ আছেন, তখন সিজারের প্রাসাদেই তাঁকে রাখা সম্রাট সঙ্গত মনে করেন। সেনেট এবং সিজার উভয়েই ঐ রাজকন্যার জন্য দায়ী। তাই তিনি আপনাকে জানিয়েছেন যে, ঐ রাজকন্যাকে অর্পণ করুন।"

অউলস্ প্রকৃত সৈনিক এবং অত্যন্ত দৃঢ়চেতা। এরূপ আদেশের বিরুদ্ধে ক্রোধ প্রকাশ বা বাক্য দ্বারা প্রতিবাদ জ্ঞাপন তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তথাপি দুই এক মুহূর্ত্ত তাঁহার ললাট কুঞ্চিত হইল, দুঃখও অনুভব করিলেন। এমন একদিন ছিল, তাঁহার ভ্রূকুটি দেখিয়া বৃটেন শঙ্কায় থর থর করিয়া কম্পিত হইয়াছিল। হাস্টারের আননও সে ভ্রূকুটি দেখিয়া ভয়ে শ্বেতবর্ণ ধারণ করিল। লেখন ও শীলমোহর ভাল করিয়া পরীক্ষার পর প্রশান্তভাবে অউলস্ বলিলেন, "হাস্টা, প্রাঙ্গণেই তুমি অপেক্ষা কর। রাজকন্যাকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

পম্পোনীয়ার কক্ষে তিনি সোজা চলিয়া গেলেন। সেখানে পম্পোনীয়া, লিজিয়া এবং বালক অউলসকে তিনি দেখিতে পাইলেন।

বৃদ্ধ সেনাপতি বলিলেন, "না, মৃত্যু বা নির্ব্বাসন দণ্ড নয়। এখানকার কারও ভাগ্যে নীরো তা বিধান করেন নি। তবু সিজারের দূত দুঃসংবাদ বহন করে এনেছে। লিজিয়া, তোমার সম্বন্ধেই সিজারের আদেশ আছে।"

পম্পোনীয়া বলিয়া উঠিলেন, "লিজিয়া ?"

"হাঁ।"

তখন প্লটিয়স লিজিয়াকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "লিজিয়া, তুমি আমাদের কাছেই লালিত-পালিত হয়েছ। আমি ও পম্পোনীয়া দুজনেই তোমাকে নিজের মেয়ের মত ভালবাসি। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সিজারই তোমার অভিভাবক। তিনি এখন তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।"

পম্পোনীয়া বলিলেন, "অউলস, এর চেয়ে ওর মৃত্যু ভাল ছিল।"

লিজিয়া মাতৃসমা পম্পোনীয়ার প্রসারিত বাহুর মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তারপর বলিয়া উঠিল, "মা, মা গো!"

আবার অউলসের আননে ক্রোধের ভ্রূকুটি ফুটিয়া উঠিল।

দৃঢ়কণ্ঠে বৃদ্ধ বলিলেন, "জগতে আজ যদি আমি একা থাকতাম, তা হ'লে ওকে জীবিত অবস্থায় আমার বাড়ী থেকে যেতে দিতাম না। যাক— আমি নিজে সিজারের কাছে যাচ্ছি। তাঁকে বুঝিয়ে বলব, যাতে তিনি আবার বিষয়টা বিবেচনা করে দেখেন। তিনি কি আমার কথা শুনবেন ? জানি না। লিজিয়া, আপাততঃ বিদায়। তুমি আবার যে দিন এখানে ফিরে আসবে, সেদিন সত্যি দেবতার আশীর্ব্বাদ লাভ হ'ল বলে মনে করব। তুমি আমাদের চোখের মণি ; আনন্দের নির্ঝর। বিদায়! মা, বিদায়!"

তিনি দ্রুতপদে প্রাঙ্গণের দিকে ধাবিত হইলেন, পাছে অধীরতা প্রকাশ পায়। রোমক বীরের পক্ষে তাহা শোভন নহে।

এদিকে পম্পোনীয়া লিজিয়াকে তাহার প্রসাধনাগারে লইয়া গেলেন। তারপর বলিলেন, "তোমার পরীক্ষার দিন এসেছে, মা। এপিয়সের কবল থেকে রক্ষা করবার জন্য অনেক দিন আগে ভার্জ্জিনিয়স তাঁর কন্যার বুকে ছোরা বসিয়ে দিয়েছিলেন। লুক্রোশিয়া ধরা দিয়েছিলেন, তাঁর মেয়ের

মূল্যের বদলে নিজের জীবন তাঁকে দিতে হয়েছিল। সিজারের প্রাসাদের দুর্নাম আছে। যে পবিত্র ধর্ম্মে আমরা দীক্ষা নিয়েছি, তাতে আত্মহত্যা করা মহাপাপ। তবে অপমান থেকে আত্মরক্ষা করবার উপদেশ আছে। তাতে জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করা চলতে পারে। যে পুরুষ বা নারী ব্যভিচার থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে, তারই জয়। এ জগৎটা ব্যভিচারে ভরা। তবে এ জগতে আর মানুষ কত দিন থাকে? আবার সমাধি থেকে আমরা প্রাণ পেয়ে বাঁচব।"

আরও অনেক কথা বলিয়া পম্পোনীয়া তরুণীকে বাহু বন্ধনে আবদ্ধ করিলেন। লিজিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া খানিক মুখ লুকাইয়া বসিয়া রহিল। তারপর শান্ত হইয়া সে বলিল, "মা তোমাকে ছেড়ে যেতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে! বাবা ও ভাইকে ছেড়ে যেতে যন্ত্রণা হচ্ছে। কিন্তু আমি জানি, বাধা দেওয়া নিষ্ফল। তোমার শিক্ষা তাতে ব্যর্থ হয়ে যাবে। সিজারের প্রাসাদে প্রবেশ করার পর, তোমার উপদেশ আমার মনে থাকবে, নিশ্চয়ই ভুলব না।"

অতঃপর তরুণী ক্ষুদ্র অউলসের নিকট বিদায় লইল, গ্রীক শিক্ষকের ও শৈশবধাত্রী এবং বাকি ক্রীতদাসদিগের নিকট একে একে বিদায় সম্ভাষণ জানাইয়া যাত্রার জন্য সে প্রস্তুত হইল। অপূর্ব্ব পরাক্রমশালী বিরাট দেহ লিজীয় উরসস্ লিজিয়ার সঙ্গে স্বদেশ হইতে আসিয়াছিল। সে পম্পোনীয়ার চরণে প্রণত হইয়া বলিল, "ডোমিনা, আমার প্রভুকন্যার সঙ্গে আমাকে যাবার অনুমতি দিন। সিজারের প্রাসাদে আমি ওঁকে সর্ব্বদা পাহারা দেব।"

"তুমিত লিজিয়ারই অনুচর, আমাদের নও। কিন্তু তোমাকে কি ওরা সিজারের প্রাসাদ-তোরণ পার হতে দেবে? তা ছাড়া, তুমি কি করে ওকে পাহারা দেবে?"

"তা জানিনে। কিন্তু এটা জানি, যতবড় দৃঢ়চেতা লোক হোক না, আমার হাতে কাঠির মত ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।"

অউলস প্লটিয়স উরসসের ইচ্ছার প্রতিবাদী হইলেন না। বরং তিনি বলিলেন যে, সম্রাটের তত্ত্বাবধানে লিজিয়ার ভৃত্য পরিজনরা নিশ্চয়ই তাহার অনুগমন করিবার অধিকারী। পম্পোনীয়া, উরসস্ ব্যতীত, বৃদ্ধাধাত্রী, দুইজন প্রসাধননিপুণা নারী এবং দুইজন জার্ম্মান তরুণীকে লিজিয়ার সঙ্গে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। ইহারা সকলেই নূতন ধর্ম্ম মতে দীক্ষালাভ করিয়াছিল। উরসস্ ঐ ধর্ম্মমতে অনেকদিন হইতে তাহাদিগকে অভ্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

পম্পোনীয়া নীরোর প্রণয়িণী একটীর কাছেও একখানা পত্র লিখিয়া দিলেন। পম্পোনীয়া বলিলেন যে, এই মহিলা খৃষ্টানদিগকে সেবা করিতে পারিলে কোনও দিন তাহা হইতে আপনাকে বঞ্চিতা করিতেন না।

হাস্টা একটীর নামীয় পত্র নিজের হাতে প্রদান করিবেন বলিয়া গ্রহণ করিলেন। তিনি লিজিয়ার অনুচরবর্গকে লইয়া যাইতে কোনও আপত্তি করিলেন না। বরং একজন রাজকুমারীর অনুচরবর্গের সংখ্যাল্পতা দেখিয়া তিনি বিস্ময় প্রকাশই করিলেন। অবশেষে অউলস শেষবার লিজিয়ার শিরে হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। শিশু অউলস এতক্ষণ তাহার ভগিনীর রক্ষার জন্য সৈনিকদিগকে তাহার ক্ষুদ্র মুষ্টি উদ্যত করিয়া নানাপ্রকার মুখভঙ্গি করিতেছিল। সৈনিকগণ আহূত হইলে, তাহারা লিজিয়াকে লইয়া সিজারের প্রাসাদাভিমুখে যাত্রা করিল।

বৃদ্ধ সৈনিক পুরুষ তখন নিজের তঞ্জাম প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন। তারপর পম্পোনীয়াকে নির্জ্জন কক্ষে লইয়া গিয়া বলিলেন, "শোন, পম্পোনীয়া, আমি সিজারের কাছে যাচ্ছি। অবশ্য আমার

চেষ্টা ব্যর্থই হবে। ইদানীং সেনেকার পরামর্শ নীরো গ্রাহ্যই করেন না, তবু আমি তাঁকে সব জানাব। যদিও একথা সবাই জানে যে সোফোসিয়স্, টিগেলিনস ও পেট্রোনিয়সের কথাই সিজার শোনেন, তাঁদের পরামর্শ মতই চলেন। ভাটিনিয়সের মন্ত্রণাতে তিনি কর্ণপাত করে থাকেন। সম্ভবতঃ লিজিয়ানদের উপর কঠোর ব্যবহার করা নীরোর ইচ্ছে নয়। তবে লিজিয়াকে যে নিতে পাঠিয়েছেন, এতে নিশ্চয় কারও হাত আছে। সে লোকটা কে ? আমি একটা অনুমান করেছি।"

"পেট্রোনিয়স্ নাকি ?"

'হ্যাঁ, সেই। আমরা তাকে সাদর অভ্যর্থনা করার উপযুক্ত প্রতিদান পেয়েছি। এ রকম লোককে সে রকম সম্মান দেখানই ভুল হয়েছে। ভিনিসিয়স্ যেদিন এখানে এসেছিল, সে দিনটাই অভিসম্পাতের দিন! সেই ত পেট্রোনিয়সকে এখানে নিয়ে এসেছিল। এরা লিজিয়াকে চায় —লিজিয়ার দুর্ভাগ্য। উপপত্নীর মত তারা লিজিয়াকে ভোগ করতে চায়। সিজারের এসব চাল বাজে। এতদিন আমি দেবতাদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে এসেছি—পূজা করেছি। কিন্তু আজ থেকে আমি জানব, দেবতা বলে কেউ নেই। শুধু সয়তান, পাগল, রাক্ষস নিরোই আছে।"

পম্পোনীয়া বলিলেন, "ভগবানের কাছে নীরো মুষ্টিমেয় ধূলিকণা মাত্র।"

পম্পোনীয়ার মনে ব্যথা দেওয়া অউলসের প্রকৃতিবিরুদ্ধ, তাই তিনি অতি কষ্টে পুঞ্জীভূত ক্রোধ দমন করিয়া বলিলেন, "সিজারের উপকারের জন্য পেট্রোনিয়স লিজিয়াকে আমাদের কাছ থেকে নিয়ে যায় নি। শুধু নিজের জন্য, ভিনিসিয়সের জন্য। আজ সে কথাটা নিশ্চিত ভাবে আমি জেনে আসছি।"

পর মুহূর্ত্তে তঙ্খাম প্যালাটাইনের দিকে ধাবিত হইল। পম্পোনীয়া তখন শিশু অউলসের কাছে গেলেন। সে তখনও তাহার দিদির জন্য ক্রন্দন করিতেছিল এবং সিজারকে মারিবার জন্য তাহার ক্ষুদ্র মুষ্টি বারংবার উত্তোলন করিতেছিল।

—পাঁচ—

প্লটিয়স যথার্থই অনুমান করিয়াছিলেন যে, সিজারের সান্নিধ্যে তিনি প্রবেশাধিকার পাইবেন না। তাঁহার আবেদনের উত্তরে তিনি সংক্ষেপে এই উত্তর পাইলেন যে, সিজার বংশীবাদক টার্পনসের সঙ্গে গান করিতেছেন এবং সিজার কাহাকেও ডাকিয়া না পাঠাইলে, তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন না।

ওদিকে সেনেকা জ্বরে কষ্ট পাওয়া সত্ত্বেও বৃদ্ধ সেনাপতিকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন।

সেনেকা তিক্ত হাস্য সহকারে বলিলেন, "প্লটিয়স, আপনাকে আমি একটা বিষয়ে সাহায্য করতে পারি। সেটা এই, আপনার বিপদে আমি সহানুভূতি প্রকাশ করছি, এটা যেন সিজার জানতে না পারেন।"

তিনি এমন পরামর্শ দিলেন যে, টিগেলিনস, ভ্যাটিয়িস এবং ভিটোনিস্কেও এ বিষয়ে কোনও কথা যেন না বলেন। হয়ত অর্থের প্রভাবে বশীভূত হইয়া তাঁহারা পেট্রোনিয়সের ক্ষতি করিতে সম্মত হইতে পারেন; কিন্তু তাঁহারা খুব সম্ভবতঃ সিজারকে গিয়া এ সংবাদ দিতে পারেন—প্লটিয়স্

লিজিয়ার জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করিতে কৃতসংকল্প। ইহার ফলে সম্রাট লিজিয়াকে কোনও মতেই ছাড়িয়া দিতে চাহিবেন না, বরং অতিরিক্ত সতর্কতা সহকারে তাহাকে রক্ষা করিবেন।

সেনেকা বলিলেন, "প্লটিয়স, আপনি অনেকদিন চুপচাপ আছেন। বহু বৎসর আপনি মুখ খোলেন নি। আর যাঁরা মুখ খুলে কিছু বলেন না, সিজার তাঁদের পছন্দ করেন না। তাঁর সৌন্দর্য্য, গুণ, গান, বক্তৃতা এবং কবিতা সম্বন্ধে আপনি ত উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে প্রশংসা করেন নি। এটা কি আপনার দুঃসাহসিকতা নয়? বৃটানিকসের হত্যায় আপনি ত প্রশংসা করেন নি? অক্‌টেভিয়াকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আপনি সেজন্য তাঁর প্রশংসা করেছিলেন কি? নীরোর মাতৃহত্যা সম্বন্ধেও আপনার কণ্ঠ থেকে প্রশংসার গান বেরিয়েছিল কি?"

বক্তা একপাত্র জলপান করিয়া তাঁহার তৃষ্ণার্ত্ত ওষ্ঠাধর সিক্ত করিয়া বলিলেন, "কিন্তু নীরো কোন কথা ভুলে যান না। আপনি রোমের কল্যাণকল্পে যে কাজ করেছেন, তা তিনি ভোলেন নি। আমি ছেলেবেলায় তাঁর শিক্ষক ছিলাম, সে কথাও তাঁর মনে আছে, তাই তিনি আমাকে ভালও বাসেন। সেই হেতু আমি যে জল পান করলাম, তা বিষাক্ত করবার ব্যবস্থা হয় নি। তাই আমি নির্ভয়ে এ জল পান করতে পারি। কিন্তু মদ সম্বন্ধে আমার সে বিশ্বাস হয় না। যদি আপনার কখনো তৃষ্ণা পায় আমার বাড়ীর উৎসের জল নির্ভয়ে পান করতে পারেন। আল্‌বান্ পাহাড় থেকে এই জল-ধারা আসছে। যদি সেখানে জল বিষাক্ত করে দেবার ব্যবস্থা হয়, তা হলে সারা রোমের উৎস বিষাক্ত জলে পূর্ণ হয়ে উঠবে। তাই দেখুন, মানুষ শান্তিতে বুড়ো হয়ে যেতে পারে। আমি পীড়িত সত্য, কিন্তু আমার মনটাই পীড়িত বেশী।"

কথাটা খুবই সত্য। সেনেকার মনের দৃঢ়তারই অ[illegible] ছিল। কর্ণুটস্ এবং থ্রাসিয়াসের যে মনের জোর ছিল, তাঁহার তাহা ছিল না! যে সকল অপরাধের অনুষ্ঠান হইয়া আসিতেছিল, তাহার জন্য তিনি নানা কৈফিয়ৎই দিতেন; অথচ একথা তিনি নিজেই খুব ভাল করিয়া জানিতেন যে, জিনো ও সিটিয়মের শিষ্য হইয়া তাঁহার পথ স্বতন্ত্র। যে পথে তিনি চলিতেছিলেন, তাহা তাঁহার গন্তব্য পথ নহে। মৃত্যুর চিন্তা অপেক্ষা, এই দুশ্চিন্তাই তাঁহার চিত্তকে অনুক্ষণ পীড়া প্রদান করিত।

সেনাপতি তাঁহার তিক্ত আত্মচিন্তায় বাধা দিয়া বলিলেন, "প্রিয় এনিয়স্, বাল্যকালে আপনি সিজারের শিক্ষার জন্য যে যত্ন করেছিলেন, তার জন্য তিনি আংশিক ভাবে আপনাকে পুরস্কার দিয়েছেন। সে খবর আমি রাখি। কিন্তু আমাদের আশ্রয় থেকে লিজিয়াকে যে ছিনিয়ে নিয়েছে, সে পেট্রোনিয়স্! এখন বলুন, আমাকে কি করতে হবে। কা'কে ধরলে এই লোকটার মন ফেরাতে পারা যাবে, তাই আমাকে বলুন। অর্থাৎ মোট কথা এই যে, আমি আপনার পুরানো বন্ধু, সেই কথা ভেবে বলুন, আপনি কি রকম করে পেট্রোনিয়সের মন ভেজাতে পারবেন, তাই বলুন।"

সেনেকো বলিলেন, "আমরা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। কি পথে চললে তার মন ফেরাতে পারা যাবে, তা আমার জানা নেই। কারণ, লোকটা কারও কথা শোনে না। নীরোর চার পাশে যে সব বদমাস্ স্তাবকের দল ঘিরে আছে, পেট্রোনিয়স্ তাদের মত অপদার্থ নয়। তবে সে পাপ করছে, একথা তাকে বোঝান কঠিন, তাতে শুধু সময়ই নষ্ট হবে। কারণ, সে ভাল ও মন্দের সীমা রেখা বুঝতে পারে না। তবে তাকে যদি বোঝান যায় যে, কাজটা অসাহিত্যিকের, তা হলে সে লজ্জা অনুভব করবে।

তার সঙ্গে এবার দেখা হলেই কথাটা আমি তার কাছে তুল্‌ব। বল্‌ব যে, তার কাজটা ক্রীতদাসের মতই হয়েছে। এ কথায় যদি কাজ না হয়, তা হলে আর কোন উপায় নেই।"

সেনাপতি বলিলেন, "ধন্যবাদ।"

তথা হইতে ভিনিসিয়সের ভবনে গমন করিয়া প্লটিয়স্ দেখিলেন, যুবক তাঁহার অস্ত্র ক্রীড়ার সঙ্গীর সহিত তরবারী ক্রীড়া করিতেছেন। উভয়ে নিরালায় মিলিত হইবামাত্র, অউলসের মুখ হইতে ক্রোধ ও তিরস্কারপূর্ণ বাণী নির্গত হইতে লাগিল। কথাটা শুনিবামাত্র ভিনিসিয়সের মুখ এমন বিবর্ণ হইয়া গেল যে, প্লটিয়সের মনে যে সন্দেহ জাগিয়াছিল তখনই তাহা দূরীভূত হইল। তিনি বুঝিলেন, যুবক এই ভীষণ কার্য্যে লিপ্ত নহে। প্রকৃত প্রস্তাবে সংবাদ শুনিবামাত্র ভিনিসিয়সের ললাটে স্বেদ বিন্দু দেখা দিল। তাঁহার দীর্ঘ নয়ন যুগল ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি অসংলগ্ন ভাবে প্রশ্নের পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ঈর্ষা ও ক্রোধে তাঁহার অন্তর পূর্ণ হইল। তিনি বুঝিলেন, সিজারের প্রাসাদে লিজিয়া একবার প্রবেশ করিলে, সেই তরুণী তাঁহার কাছে চিরদিনের জন্য দুর্ল্লভ হইয়াই থাকিবে। অউলস যখন কথা প্রসঙ্গে পেট্রোনিয়সের নামোল্লেখ করিলেন, তখন ভিনিসিয়সের মনে বিদ্যুৎ বিকাশের মত সন্দেহ জাগিয়া উঠিল—তাঁহার মাতুল তাঁহাকে প্রবঞ্চিত করিয়া, সিজারের নূতন অনুগ্রহ লাভের জন্য এই তরুণীকে নীরোর হাতে সমর্পণ করিতেছেন।

ভগ্ন কণ্ঠস্বরে ভিনিসিয়স্ বলিলেন, "সেনাপতি, পেট্রোনিয়স্ আমার পিতৃতুল্য হলেও এই অত্যাচারের জন্য তাঁকে আমার কাছে জবাবদিহি করতে হবে। আপনি এখন বাড়ী যান, আমি সেখানে আপনার সঙ্গে দেখা করব!" অউলস নিজ ভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পম্পোনীয়াকে সান্ত্বনা

দিতে লাগিলেন। তার পর বৃদ্ধ দম্পতি ভিনিসিয়সের নিকট হইতে সংবাদ-প্রাপ্তির প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। দণ্ডের পর দণ্ড চলিয়া গেল। সন্ধ্যার সময়, বহির্দ্বারে করাঘাতের শব্দ হইল। একজন ভৃত্য—একখানি পত্র হস্তে তাঁহাদের কাছে আসিল। পত্রখানি অউলসের নামে।

উহাতে লেখা ছিল ঃ—

"মার্কস ভিনিসিয়স্ অউলস প্লটিয়সকে নিবেদন করিতেছেন। শুনুন, যাহা ঘটিয়াছে, তাহা সিজারের ইচ্ছায় সম্পাদিত হইয়াছে। তাঁহার আদেশ প্রতিপালনে আপনি বাধ্য। পেট্রোনিয়স এবং আমিও সে আদেশ নতশিরে পালন করিব।"

—ছয়—

এবার একটু পূর্ব্ব কথার আলোচনার প্রয়োজন। ভিনিসিয়স তাঁহার মাতুল পেট্রোনিয়স্কে তাঁহার গৃহেই দেখিতে পাইলেন। পাঠাগারে বসিয়া পেট্রোনিয়স্ তখন কি লিখিতেছিলেন। ভিনিসিয়স, তাঁহার হাত হইতে লেখনী টানিয়া লইয়া দ্বিখণ্ডিত করিয়া কর্কশ কণ্ঠে বলিলেন, "তাঁর কি করেছেন? লিজিয়া কোথায়?"

বলিষ্ঠ যুবক যে ভাবে পেট্রোনিয়সের বাহু ধারণ করিয়াছিলেন, তাহাতে পেট্রোনিয়সের নারী জনোচিত দেহে অস্বস্তি অনুভব করিয়া বলিলেন, "দেখ, সকাল বেলাতেই আমি দুর্ব্বল থাকি। এখন আমার শক্তি আবার ফিরে এসেছে। তোমার হাত সরিয়ে নেও, বাপু। তাঁতির কাছ থেকে তুমি জিমন্যাষ্টিক শিখেছ, আর কামারের কাছ থেকে আচার ব্যবহার আয়ত্ত করেছ দেখ্ছি।"

ভিনিসিয়সের বাহুবন্ধন হইতে তিনি আপনাকে মুক্ত করিয়া লইলেন। যুবক তাঁহার সম্মুখে ক্রুদ্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, কিন্তু তাঁহার ব্যবহারে লজ্জার আভাস প্রকাশ পাইল।

যুবক বলিলেন, "আপনার হাত ইস্পাতের মত শক্ত সে কথা ঠিক, কিন্তু আমি শয়তানের নামে শপথ করে বল্‌ছি, আপনি যদি আমার সঙ্গে প্রতারণা করে থাকেন, তা হলে সিজারের সামনেই আমি আপনার বুকে ছোরা বসিয়ে দেব।"

পেট্রোনিয়স বলিলেন, "এস, ধীর ভাবে আলোচনা করা যাক্‌। তোমার দোষের জন্যই আমাকে কষ্ট পেতে হচ্ছে। এখনো যদি মানুষের অকৃতজ্ঞতার জন্য আশ্চর্য্য হতে হয়, তা হলে তোমার ব্যবহারেই আমাকে তা বোধ করতে হচ্ছে।"

"লিজিয়া কোথায় ?"

"বেশ্যা বাড়ী ; তার মানে নীরোর প্রাসাদে।"

"পেট্রোনিয়স্‌ !"

"থাম, বস। আমি সিজারের কাছে দুটো জিনিষ চেয়েছিলাম। তিনি দুটো প্রার্থনাই পূর্ণ করতে রাজি হয়েছেন—প্রথম, প্লটিসিয়সের কাছ থেকে লিজিয়াকে সরান ; দ্বিতীয়, তারপর তাকে তোমার বাসায় পাঠিয়ে দেবেন। তোমার পোষাকের নীচে ছোরা নেই ত ? আমার বুকে ছোরা বসাবে না ত ? যদি সেই রকম মতলবই তোমার হয়ে থাকে, আর কয়েকটা দিন সবুর কর। তা না হ'লে তোমাকে জোর করে কারাগারে নিয়ে যাবে, আর এদিকে লিজিয়া বৃথা তোমার প্রতীক্ষায় বসে থাক্‌বে।"

এই কথার পর আর কেহ কোন কথা বলিলেন না। ভিনিসিয়স্‌ অভিভূতের মত পেট্রোনিয়সের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তারপর তিনি

বলিলেন, "আমায় ক্ষমা করুন। আপনি দেখছেন ত, আমি লিজিয়াকে ভালবাসি। উত্তেজনার আবেগে আমি আত্ম-বিস্মৃত হয়েছিলাম।"

"মার্কস্, শোন। পরশু দিন আমি সিজারকে বলেছিলাম, 'আমার ভাগ্‌নে, অউলসের বাড়ীর একটি মেয়েকে দেখে এমন প্রেমে পড়ে গেছে যে, তার দৃষ্টির তাপে বাড়ীর জল বাষ্পে পরিণত হয়ে গেছে। সিজার, আপনি ও আমি খাঁটি সৌন্দর্য্যের উপাসক, এই মেয়েটির জন্য আপনি বা আমি কেউই হাজার পয়সাও ব্যয় করতে রাজি হতাম না—কিন্তু এই যুবকটি নির্ব্বোধ, বরাবরই তার বুদ্ধি শুদ্ধি এই রকম কম'।"

"পেট্রোনিয়স্!"

"যা আমি বললাম, লিজিয়াকে রক্ষা করবার জন্য। আমি যে কৌশল করেছি, তা যদি বুঝতে না পেরে থাক, তা হলে তোমার সম্বন্ধে আমি যা বলেছি, তা সত্যি। যাক, আমি ব্রোঞ্জ-দাড়িকে বুঝিয়ে দিয়েছি যে, লিজিয়ার মত মেয়েকে সিজারের মত কবির পছন্দ হতে পারে না। তাকে সুন্দরী আখ্যা তাঁর পক্ষে দেওয়া সম্ভবপর নয়। নীরো আমার চোখ দিয়েই সব দেখেন, সুতরাং তাঁর পক্ষে লিজিয়ার ওপর লোভ হতে পারে না। সে সময় বানরটাকে এই রকম ভাবে অন্যমনস্ক করা দরকার ছিল, তাঁকে বেঁধে ফেলবার প্রয়োজন ছিল। আমি তারপর উপেক্ষা ভরে তাকে বল্লাম, 'লিজিয়াকে আনিয়ে ফেলে ভিনিসিয়সের কাছে পাঠিয়ে দিন। সে অধিকার আছে। কারণ, লিজিয়া জামীন স্বরূপ আছে। আর আপনি যদি তাকে আন্‌তে পাঠান, তাতে অউলসও আপত্তি করতে পারবেন না।' সিজার তাতে সম্মতি দিলেন; বিশেষতঃ একজন বীর পুরুষের মনে আঘাত দেবার সুযোগ আমি দিয়েছি বলে, তাঁর আপত্তিরও কোন কারণ ঘটল না। এখন থেকে তুমিই লিজিয়ার সরকারী অভিভাবক হলে। লিজিয়া-রত্ন

তোমার কাছেই গচ্ছিত থাক্‌বে। এখন বস্তুটাকে নষ্ট না করে, তার মূল্য বাড়াবার ভার তোমার ওপর রইল। তুমিই সুখী মানুষ!"

"কথাটা যা বল্‌লেন, তা সত্যি ত? সিজারের প্রাসাদে তাঁর কোন বিপদের আশঙ্কা নেই ত?"

"যদি মেয়েটা স্থায়ী ভাবে সেখানে থাকৃত, তা হ'লে পপিয়া সে কথা লেস্কেটাকে বল্‌তে পারত। কিন্তু দিন কতক সে সেখানে থাক্‌বে, তাই ভয়ের কোন কারণ নেই। সিজারের প্রাসাদে দশ হাজার লোক থাকে। সম্ভবতঃ সিজার তার অস্তিত্বের কথাই জান্‌তে পারবেন না। একজন সৈনিক পুরুষ আমাকে সংবাদ দিয়ে গেল যে, লিজিয়া প্রাসাদে পৌঁছে গেছে, একটী ভার নিয়েছেন। একটী খুব ভাল মেয়ে, তাই আমি তাঁর উপরই কন্যার ভার দিয়েছি। পম্পোনীয়া গ্রেসিনারও তাই ধারণা। তিনিও সেজন্য একটীকে একখানা চিঠি দিয়েছেন। কাল প্রাসাদে একটা ভোজের উৎসব আছে। আমি তোমার একখানা আসন লিজিয়ারই পাশে ঠিক করে রেখেছি।"

"কেয়স্‌, আমি যে তখন উত্তেজিত হয়েছিলাম, আপনি সে অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমি ভেবেছিলাম, সিজারের ভোগের জন্য লিজিয়াকে প্রাসাদে নিয়ে গেছেন।"

"আচ্ছা, তোমার ঐ সব উত্তেজিত উক্তি আমি ক্ষমা করলাম। কিন্তু ইতর শ্রেণীর জুয়াড়ীদের মত ঐ রকম অঙ্গভঙ্গী, চেঁচামেচি, বিশ্রী কণ্ঠস্বর আমি মোটেই পছন্দ করিনে। সিজারের সঙ্গে টিগোলিনস্‌ই শেয়ালের মত খেলা দেখাতে পারে, আমি নই। ঐ তরুণীকে যদি আমার প্রয়োজন হ'ত, আমি সোজা তোমায় বল্‌তাম, 'আমি লিজিয়াকে বার করে নিয়ে যাব, আর যতদিন তাকে ভাল লাগবে, তাকে আমার কাছে রাখব'।"

এই কথা বলিয়া পেট্রোনিয়স সোজাভাবে ভিনিসিয়সের মুখের দিকে তাকাইলেন। তাঁহার সেই উপেক্ষাপূর্ণ উদ্ধত ভাব দেখিয়া যুবক আরও হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন।

যুবক বলিলেন, "হ্যাঁ, দোষ আমারই। আপনি উদার-হৃদয়, সেজন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তবু আর একটা প্রশ্ন করতে চাই। অনুগ্রহ করে তার উত্তর দেবেন কি? আপনি সোজা লিজিয়াকে আমার কাছে পাঠালেন না কেন?"

"কারণ, সিজার বাইরে সব ব্যবস্থা ঠিক রাখতে চান। তিনি নিজের কাছে লিজিয়াকে না নিয়ে গিয়ে তোমার কাছে পাঠালে, সারা রোম সহরে ঐ ব্যাপার নিয়ে একটা শোরগোল উঠ্‌ত। লিজিয়া সম্রাটের কাছে জামীন স্বরূপ আছে, সুতরাং এই গণ্ডগোল থেমে না যাওয়া পর্য্যন্ত সিজারের প্রাসাদেই সে থাকবে। তারপর নিঃশব্দে তাকে তোমার বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তুমি ত জান, ব্রোঞ্জ-দাড়ি ভারি ভীরু, খেঁকি কুকুরের মত ভয়তরাসে। তাঁর ক্ষমতা সীমাহীন হলেও, বাইরে তাঁর কাজের একটা কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা বরাবরই তাঁর আছে। একটু দার্শনিক ভাবে বিষয়টা ভেবে দেখবার মত শান্ত হয়েছ কি? আমি অনেক সময় নিজের মনকে প্রশ্ন করেছি, পাপ সিজারের মত শক্তিমান কিনা। আর তাঁরই মত যদি অবিবেচক হয়, তা হলে বাইরে ন্যায়পরায়ণতা ধর্ম্মানুরাগ প্রভৃতি দেখাবার মত মুখোস পরাও কঠিন হত। এসিয়ার কোন ক্ষুদ্র ভূস্বামীর পক্ষে তার মা, ভাই বা স্ত্রীকে হত্যা করা শোভন হয়ত হতে পারত, কিন্তু রোমের সম্রাটের পক্ষে নয়। আমি যদি হতাম্, তা হ'লে সেনেটের কাছ থেকে লিখিত অনুমোদন বার করে ঐ রকম কাজ কোনদিনই করতাম না— অথচ প্রত্যেক ব্যাপারে, নীরো তাই করেছেন। তিনি কাপুরুষ বলেই

বাইরে সব লেফাপাদুরস্ত কাজ করে থাকেন। আবার টাইবেরিয়স্ স্বতন্ত্র প্রকৃতির লোক হলেও তিনিও তাঁর প্রত্যেক অত্যাচারকে ন্যায়সঙ্গত প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করতেন। পাপকাজকে ধর্ম্মের আসনে বসিয়ে পূজো করবার এই প্রচেষ্টা কেন? আমার ধারণা পাপকাজটা অতি কুৎসিৎ, ধর্ম্ম সুন্দর। সুতরাং প্রকৃতই যে সুন্দরের উপাসক, সে কুৎসিৎকে দেখ্তে পারে না। যাক্, এসব কথা। আমি যে অউলসের কাছ থেকে লিজিয়াকে ছিনিয়ে এনেছি, সে শুধু তোমার হাতে তাকে দেব বলে। তোমরা দুজনেই খুব সুন্দর, তাই আমার কাজটাও সুন্দর। তাই আমার কাজ কথনই নীচ-জনোচিত হতে পারে না। মার্কস, তুমি চোখ ভাল করে খুলে দেখ, পেট্রোনিয়স মূর্ত্তিতে ধর্ম্ম নিজেই তোমার সম্মুখে বসে আছেন।"

ভিনিসিয়স্ কল্পনা অপেক্ষা বস্তুতন্ত্রের সমধিক ভক্ত। তাই তিনি বলিলেন, "কাল আমি লিজিয়ার দর্শন পেতে চাই। তারপর থেকে আমি যতদিন বাঁচব, তাঁকে আমার কাছে রাখব।"

"হ্যাঁ, তুমি লিজিয়াকে পাবে, তা হলে অউলসের ওপর আমার শোধ নেওয়া হবে। আমাকে তিনি নরকে পাঠাতে চান, পাঠান। এখন বোধ হয়, কি করে কথা সংযত করতে হয়, সে বিষয় তিনি শিক্ষা পাবেন।"

"অউলস্ আমার ওখানে গিয়েছিলেন। আমি তাঁর কাছে অঙ্গীকার করেছি যে, লিজিয়ার সংবাদ তাঁকে জানাব।"

"তাহ'লে তাঁকে লিখে দাও, সিজারের ইচ্ছাই ভগবানের ইচ্ছা, তিনিই মূর্ত্তিমান আইন, তাই তাঁর প্রথম পুত্রকে অউলস্ বলেই নাম দেওয়া হয়েছে। বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দেওয়া দরকার। ব্রোঞ্জ-দাড়িকে কি বল্ব যে, কালকের ভোজে অউলসকে নিমন্ত্রণ করা হোক্? তা হলে অউলস্ তোমাকে লিজিয়ার পাশে উপবিষ্ট দেখ্তে পাবেন।"

কুয়ো ভেডিস্ বা

ভিনিসিয়স্ বলিলেন, "না! না! তাতে আমার ভারি অসুবিধা হবে। বিশেষতঃ পম্পোনীয়ার সামনে আমি তা পারব না।"

তারপর তিনি পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত পত্রখানি লিখিয়া পাঠাইলেন, উহা পাইয়া বৃদ্ধ সেনাপতির শেষ আশাও অন্তর্হিত হইয়া গেল।

—সাত—

নীরোর প্রণয়িনী অ্যাক্টীর কাছে এক সময়ে সকলেই নতশির হইয়া থাকিত। অনেকেই তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ ছিল—কেহই তাঁহার শত্রু ছিল না বলিলেই চলে! এমন কি অক্টেভিয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে ঘৃণা বা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিতেন না। বর্ত্তমানে তাঁহার অবস্থা যাহা দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতে কেহই তাঁহাকে ঈর্ষা করিত না। এখনও তিনি নীরোকে ভালবাসিতেন। তবে তাহাতে নৈরাশ্যসঞ্জাত ভালবাসা ছিল, তাঁহার সে প্রেমে হতাশা ও বেদনা ছিল—আশার কিছুই ছিল না। পূর্ব্বে তাঁহার জীবনে যে আনন্দ ছিল, এখন শুধু তিনি তাহারই স্মৃতি লইয়া ছিলেন। সে সুখের দিন গত হইয়াছে, আর ফিরিয়া আসিবে না।

প্রাসাদ হইতে তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিবার চেষ্টাতেও পপিয়া পর্য্যন্ত বিরত ছিলেন, নীরো মাঝে মাঝে আহারকালে অ্যাক্টীকে স্মরণ করিতেন। অ্যাক্টীর সৌন্দর্য্য রাজকীয় গৌরবের দ্যোতক। ইহাও একটা হেতু বটে।

উৎসব ভোজে সিজার কাহাকে নিমন্ত্রণ করিবেন বা করিবেন না, সে সম্বন্ধে তাঁহার কোন বাচবিচার ছিল না। সেনেটের সদস্যরা ভোজ-সভায় তাঁহার টেবলে আমন্ত্রিত হইতেন—ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা চাটুকার, প্রধানতঃ

তাঁহারাই আহূত হইতেন। যে সকল বৃদ্ধ ও যুবক অভিজাতবংশীয়, আমোদ প্রমোদ এবং ব্যভিচারপ্রবণ ছিলেন, তাঁহারাও আহূত হইতেন। যে সকল নারী বড়-ঘরণা বলিয়া পরিচিত ছিলেন, অথচ সন্ধ্যার অন্ধকারে স্বল্পালোকিত রাজপথে যাঁহারা নানাপ্রকার অবস্থার সন্ধানে ঘুরিতেন এবং যাঁহারা দেবতাদিগের সম্বন্ধে নানা কুৎসা ও অভিশাপ বর্ষণ করিতেন, তাঁহারাও ভোজসভায় আমন্ত্রিত হইতেন। ইহা ছাড়া নানা গায়ক গায়িকা, নর্ত্তক নর্ত্তকী, অভিনেতা ও অভিনেত্রীও নিমন্ত্রিত হইত। অনেক কবিও আসিতেন, দার্শনিকরাও বাদ যাইতেন না।

সেদিন লিজিয়াও সিজারের ভোজসভায় নিমন্ত্রিত হইয়াছিল। ইহাতে তরুণীর মনে দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। সে সিজারকে ভয় করিত, তাঁহার প্রাসাদের খ্যাতি এবং লোকজনের দুর্নীতি সম্বন্ধে অউলস ও পম্পোনীয়ার কাছে শুনিয়াছিল। এজন্য তাহার মনে উৎকণ্ঠা জাগিয়াছিল। তাহার বয়স অল্প হইলেও, সে একবারে অনভিজ্ঞা ছিল না। নীরোর রাজত্বকালে প্রত্যেক নারীর মনেই পাপের ও ব্যভিচারের সম্বন্ধে একটা জ্ঞান অল্পবয়সেই অর্জ্জিত হইত।

তাই সে ভাবিয়াছিল যে, এই প্রাসাদে তাহার নারীত্বের অবমাননা ঘটাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। জীবনের মহত্তর আদর্শের নীতির সহিত সুপরিচিত ছিল বলিয়া এই তরুণী সংকল্প করিয়াছিল যে, সে কখনই তাহার নারী মর্য্যাদাকে পরাভূত হইতে দিবে না। তাহার পালক-মাতার কাছে তাই সে পূর্ব্বেই শপথ গ্রহণ করিয়াছিল। সে যে ভগবানকে উপাসনা করিত, তাঁহাকে স্মরণ করিয়া এই সুদৃঢ় সংকল্প করিয়াছিল যে, কোন মতেই সে নিজেকে পাপের যূপকাষ্ঠে উৎসর্গ করিবে না। সে জানিত সে যাঁহার উপাসিকা, তিনি সত্যের জন্য আত্মজীবন আহুতি দিয়াছিলেন—আবার

মৃত্যুকে জয় করিয়া নবজন্মের গৌরবোজ্জল মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সে শিক্ষা সে কখনও ভুলিতে পারিবে না।

সে ভাবিতেছিল যে, সিজারের আমন্ত্রণ সে প্রত্যাখ্যান করিবে কি না। সেরূপ প্রত্যাখ্যান প্রয়োজনীয় কি না। তাহার মনে জাগিতেছিল— সিজারের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করিয়া সে নিজের সাহসের পরিচয় দিবে। তাহার ফলে তাহার মৃত্যু ঘটিবে। সে শাস্তি সে অম্লান বদনে মাথা পাতিয়া লইবে। তাহার উপাস্য ভগবান কি তাহার সম্মুখে সে আদর্শ রাখিয়া যান্ নাই? সেকি পম্পোনীয়াকে বলিতে শুনে নাই যে, যাহারা তাঁহার একান্ত ভক্ত, এরূপ পরীক্ষা দিতে তাহারা সাগ্রহে সর্ব্বদাই প্রস্তুত? প্রতিদিনের প্রার্থনায় তাহারা কি এই অভিপ্রায়ই তাঁহাকে নিবেদন করে না?

তাহার মনের অবস্থার কথা সে অ্যাক্‌টীকে জানাইল। তিনি বিস্ময়ে হতবাক্ হইলেন। সিজারের আদেশ লঙ্ঘন—আবার প্রথম দিবসেই সেই আদেশ লঙ্ঘন! সিজার ইহাতে ক্রোধে হতজ্ঞান হইবেন যে! সে বালিকা, তাই বুঝিতে পারিতেছে না, এ কার্য্যের পরিণাম কি হইবে। লিজিয়া তাঁহাকে তাহার যে পরিচয় দিয়াছে তাহাতে সে যে ঠিক প্রতিভূস্বরূপ তাহা বলা চলে না। সে একজন তরুণী মাত্র, তাহার দেশবাসীরা তাহার কথা বিস্মৃত হইয়াছে। জাতির আইনে সে সম্পূর্ণ অরক্ষিতা। আর তাহা না হইলেও, সিজার এমন শক্তিশালী যে, ক্রোধের উত্তেজনায় তিনি জগতের যাবতীয় বিধান পদদলিত, চূর্ণ করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইবেন না। সিজার যখন সখ করিয়া তাহাকে আনাইয়াছেন, তখন ইচ্ছামত তাহার সহিত ব্যবহার করিতে পারেন। তাঁহার ইচ্ছার কাছে সে ক্রীড়নক মাত্র। তিনি জানেন, তাঁহার ইচ্ছাই সব—জগতে তাহার বড় তিনি কিছুই জানেন না।

অ্যাক্‌টী বলিলেন, "হ্যাঁ, আমিও পলের বাণী পড়েছি। আমি জানি, জগতের উপরে ভগবান আছেন—তাঁর পুত্রও আছেন। তিনি মরেও বেঁচে ছিলেন। কিন্তু জগতে শুধু সিজারই বিদ্যমান। সে কথাটা ভুলো না, লিজিয়া। আমি একথাও জানি যে, তোমাদের খৃষ্টান ধর্ম্ম তোমাকে আমার মত হতে নিষেধ করবে। বরং তোমাকে মৃত্যু বরণ করতে পথ দেখাবে, তবু আমার অবস্থায় আসতে বল্‌বে না। কিন্তু তুমি কি ঠিক জান যে, মৃত্যুই শুধু তোমার হবে, তা ছাড়া ভীষণ অসম্মান তোমার আর কিছুই হবে না? তুমি কি জাননা যে, টাইবেরিয়াসের হুকুমে সেনাসনের এক কন্যাকে ধর্ষণ করা হয়েছিল। কুমারীর প্রাণদণ্ড হবার ব্যবস্থা আইনে ছিল না, তাই টাইবেরিয়াস হুকুম দিয়েছিলেন, অপ্রাপ্ত বয়স্কা কুমারীর সতীত্ব হরণ করে তারপর তাকে হত্যা করা হয়েছিল। তখন আর কুমারী তাকে বলা চলে নি। লিজিয়া, লিজিয়া, না সিজারকে তুমি ক্রুদ্ধ করে তুলো না। অবশ্য এমন সময় যদি আসে যে, তুমি মৃত্যু বরণ করবে, কি অসম্মান বরণ করবে, তখন তোমার ধর্ম্মবিশ্বাস অনুসারে যা ভাল বুঝবে তাই করো, কিন্তু ইচ্ছে করে নিজের ধ্বংসের উপায় ডেকে এনো না। সামান্য কারণে সিজারকে ক্রুদ্ধ করে তুলো না। সিজার এই পৃথিবীরই ঈশ্বর—তিনি রক্তপাতে কাতর নন।"

লিজিয়া অ্যাক্‌টীর কণ্ঠদেশ বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া বলিয়া উঠিল, "আপনি কি মহৎ! আপনি কত ভাল।"

"হতে পারে। আমার জীবনের সব সুখ চলে গেছে, কিন্তু আমি একবারে বদ হয়ে যাইনি।"

তখন অ্যাক্‌টী কক্ষমধ্যে অশান্তচরণে পাদচারণা করিতে লাগিলেন এবং নৈরাশ্যভরে যেন নিজেকে উদ্দেশ করিয়াই বলিয়া চলিলেন, "না, না,

তিনি সত্যি কোন দিন এত খারাপ ছিলেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন তিনি ভাল লোক। ভাল হবার চেষ্টাও তিনি করেছিলেন। এ কথা আমি বলছি, তার কারণ, আমি তাঁকে সবার চেয়ে ভাল করে চিনেছিলাম! পরিবর্ত্তন অনেক পরে এসেছে—যখন তিনি প্রেম করতে ভুলে গিয়েছিলেন, তখনই তাঁর স্বভাব বদলে গেছে। আমি ছাড়া আর সকলে তাঁকে এই নীচতার পথে টেনে এনেছে—হ্যাঁ পপিয়া আর অন্য সকলেরই এ কাজ।"

বলিতে বলিতে সুন্দরীর নয়নপল্লব অশ্রুসিক্ত হইল।

"তাহলে তাঁর জন্য আপনার দুঃখ হয়, অ্যাকটী?"

ম্লানস্বরে অ্যাকটী বলিলেন, "তাঁর জন্য দুঃখ?" কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি কক্ষমধ্যে আবার পাদচারণা করিতে লাগিলেন। তাঁহার করপল্লবযুগল পরস্পর আবদ্ধ হইল—তাঁহার আননে দুঃখের ম্লানিমা দেখা গেল।

লিজিয়া মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল, "তাঁকে এখনো আপনি ভালবাসেন?"

"হ্যাঁ তাঁকে ভালবাসি। আমি ছাড়া কেউ তাঁকে ভালবাসে না।"

কিয়ৎকাল পরে আবার তাঁহার আননে পূর্ব্বের শান্তভাব ফিরিয়া আসিল। তিনি তখন বলিয়া চলিলেন, "এস, লিজিয়া, এখন তোমার কথাই আলোচনা করা যাক্। সিজারের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজ করা বোকামী। তাছাড়া তোমার মনে যে ভয় জেগেছে, তার মূলে কোন সত্য নেই। কারণ, আমি প্রাসাদের ব্যাপার ভাল রকমই জানি। তাঁর কাছ থেকে তোমার কোন বিপদ ঘটবে না এটা আমি বেশ বুঝতে পারছি। তাঁর নিজের সুবিধার জন্য তিনি যদি তোমাকে হরণ করে আনতেন, তাহলে তোমাকে প্যালেটাইনেই তিনি আনতেন না। পপিয়াই এখানকার সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। তাছাড়া পপিয়া একটা কন্যা সন্তান তাঁকে উপহার দিয়েছে। সুতরাং তিনি

পপিয়ারই অনুগত। যদিও সিজার হুকুম দিয়েছেন যে, উৎসব ভোজে তুমি উপস্থিত থাক্‌বে, কিন্তু তিনি এ পর্য্যন্ত তোমার চেহারাই দেখেন নি। তোমার সম্বন্ধে কারও কাছে তিনি খোঁজ পর্য্যন্ত নেন নি। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, তোমার সম্বন্ধে তিনি কোন ব্যবস্থাই করে বসেন নি। এদিকে পেট্রোনিয়স্ আমার কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন, আমি যেন তোমাকে আমার হেপাজাতে রাখি। পম্পোনীয়াও ঠিক আমাকে ঐভাবে চিঠিতে লিখেছেন। এ থেকে মনে হয় যে, দুজনেই যেন একই উদ্দেশ্যে একযোগে কাজ করছেন। পেট্রোনিয়স্ যদি নীরোকে বুঝিয়ে পড়িয়ে তোমাকে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেন, তা যে হবে না কে বল্‌লে ? অবশ্য পেট্রোনিয়সের প্রতি তাঁর ভালবাসা সীমাহীন, এ সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে বটে, কিন্তু নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার শক্তি তাঁর বড় অল্প।"

লিজিয়া বলিল, "বাড়ী থেকে আমাকে এখানে আনবার আগেই পেট্রোনিয়স্ আমাদের ওখানে কিন্তু গিয়েছিলেন। আমার মার মনের ধারণা যে, তাঁর প্ররোচনাতেই এসব ঘটেছে।"

"হতে পারে, কোন ভোজের টেবলে বসে পেট্রোনিয়স্ হয়ত নীরোর কাছে গল্প করে থাকবেন যে, অউলসের বাড়ীতে লিজিয়ানদের রাজকুমারী প্রতিভূস্বরূপ আছেন। নীরো কারও প্রতিপত্তি সহ্য করতে পারেন না। তিনি হয়ত ভেবেছেন, লিজিয়ান রাজকুমারী সেখানে কেন থাক্‌বেন—জামীনের জিনিষের মালিক স্বয়ং সিজার, তাছাড়া, তিনি অউলস্ ও পম্পোনীয়া কাউকে ভালবাসেন না। পেট্রোনিয়সের যদি তোমাকে হরণ করবার ইচ্ছে থাকৃত, তিনি কখনই এ রকম উপায় অবলম্বন করতেন না। অবশ্য সিজারের সাঙ্গোপাঙ্গদের কারও চাইতে তিনি ভাল না হতে পারেন, কিন্তু তিনি তাদের চেয়ে অনেক স্বতন্ত্র। হয়ত এমনও হতে পারে যে,

পেট্রোনিয়স্ ছাড়াও আর কেউ তোমার জন্য চেষ্টা করে থাকবেন। অউলসের বাড়ীতে সিজারের অন্তরঙ্গদের মধ্যে কারও সঙ্গে তোমার দেখা সাক্ষাৎ হয়েছিল কি ?"

"হ্যাঁ, ভ্যাস্‌পাসিয়ান্ ও টাইটসের সঙ্গে সেখানে দেখা হয়েছিল।"

"নীরো তাঁদের পছন্দ করেন না।"

"সেনেকার সঙ্গেও দেখা হয়েছিল।"

"সেনেকা কোন বিষয়ে পরামর্শ দিলে, নীরো ঠিক তার উল্টো করবেন—সে পরামর্শ নেবেন না।"

এইবার লিজিয়ার কর্ণমূল পর্য্যন্ত আরক্ত হইয়া উঠিল।

সে মৃদু গুঞ্জনে বলিল, "আমার সঙ্গে ভিনিসিয়াসেরও দেখা হয়েছিল !"

"আমি তাঁকে চিনিনে।"

"পেট্রোনিয়সের তিনি আত্মীয়। সম্প্রতি আর্ম্মেনিয়া থেকে তিনি এসেছেন।"

"নীরো কি তাঁকে সুনজরে দেখেন ?"

"ভিনিসিয়স্‌কে ?—হ্যাঁ, সকলেই তাঁকে ভালবাসে।"

"তিনি তোমার পক্ষে দাঁড়াতে পারেন ?"

"হ্যাঁ।"

অতি কোমল ভাবে অ্যাক্‌টী হাসিলেন। তারপর তিনি বলিলেন, "তাহলে ভোজসভায় তাঁকে তুমি দেখতে পাবে। সুতরাং সেখানে তোমার যাওয়া চাই। তুমি যদি অউলস্ ও পম্পোনীয়ার কাছে ফিরে যেতে চাও ত, পেট্রোনিয়স্ ও ভিনিসিয়স্‌কে তোমার হয়ে ওকালতী করতে অনুরোধ জানাবে। তাঁদের কেউ যদি এখন এখানে থাক্‌তেন, তাঁরা আমার মতই তোমাকে বল্‌তেন যে, সিজারের ইচ্ছের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর নাম বোকামী।

একথা ঠিক্ যে, সিজার জানতেও পারবেন না, তুমি ভোজে উপস্থিত ছিলে কি না। কিন্তু যদি তাঁর খেয়াল হয়, আর যদি তিনি মনে করেন যে, তোমার এতবড় স্পর্দ্ধা, তাঁর আদেশ লঙ্ঘন করেছ, তখন আর তোমার রক্ষার কোন উপায় থাকবে না। চল, লিজিয়া। ঐ শোন প্রাসাদে লোকজনের আসবার শব্দ শোনা যাচ্ছে। সূর্য্য অস্ত গেছে, অতিথিরা আস্‌তে আরম্ভ করেছেন।"

লিজিয়া বলিল, "আপনি ঠিকই বলেছেন। আপনার উপদেশ মতই আমি কাজ করব।"

সম্ভবতঃ তাহার মনে পেট্রোনিয়স্ ও ভিনিসিয়সের সহিত দেখা হইবার আগ্রহ যতখানি ছিল, সিজার ও তাঁহার ভোজসভার উৎসব, পপিয়ার সহিত অন্যান্য সুন্দরীর শুভ সমাগম প্রভৃতি দর্শনের নারীসুলভ কৌতূহল তাহা অপেক্ষা কম ছিল কি না, তাহা বলা কঠিন।

অ্যাক্‌টী তাহাকে তাঁহার স্বকীয় প্রসাধনাগারে লইয়া গেলেন। সেখানে তাহাকে ভোজসভার উপযোগী বেশভূষায় সজ্জিত ও প্রসাধিত করাই তাঁহার অভিপ্রেত। অবশ্য সিজারের প্রাসাদে ক্রীতদাসীর অভাব ছিল না। লিজিয়ার নিজের পরিচারিকাও ছিল; কিন্তু তাঁহার বাসনা যে, তিনি স্বহস্তে লিজিয়ার গাত্রসংস্কার ও প্রসাধন সম্পাদন করিবেন। অ্যাক্‌টীর গাম্ভীর্য্য এবং পলের ধর্ম্মসংহিতার প্রতি অনুরাগ সত্ত্বেও, তিনি যে এখনও গ্রীকনারীসুলভ সৌন্দর্য্য চর্চ্চা বিস্মৃত হইয়াছেন, তাহার পরিচয় পাওয়া গেল না। তিনি জানিতেন, দেহের সুষমা ও সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। লিজিয়ার দেহ হইতে বস্ত্রভার অপসৃত করিয়া, তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুষমা ও লালিত্য দর্শনে অ্যাক্‌টী বিস্মিত হইলেন। যেন শুক্তি ও গোলাপের সমবায়ে তাহার দেহ কেহ কুঁদিয়া তুলিয়াছে এমনই সুঠাম তাহার দেহ।

তিনি বিস্ময়ভরে বলিয়া উঠিলেন, "লিজিয়া, তুমি পপিয়া চেয়েও শতগুণ সুন্দরী!"

তরুণী এই প্রশংসা শুনিয়া লজ্জায় আরক্তমুখ হইল। উভয় জানু সম্বদ্ধ করিয়া দুই বাহু কণ্ঠদেশ পর্যন্ত তুলিয়া সে নতনেত্রে রাজ্ঞীর মত দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর সে তাহার কেশপাশ আলুলায়িত করিয়া দিল।

অ্যাকৃটী বলিলেন, "তোমার চুল কি সুন্দর! না, এ চুলে আমি স্বর্ণচূর্ণ মাখাব না। এই চুল নিজেই স্বর্ণাভ এবং কুঞ্চিত। শুধু দুই এক জায়গায় একটু সোনালী ছোপ দিয়ে দেব—যেন সূর্য্যের চুম্বনে তারা ধন্য হয়েছে। তোমাদের দেশ ধন্য, যেখানে এমন সুন্দরীর জন্ম দিয়েছে!"

লিজিয়া বলিল, "দেশের কথা আমার মনে পড়ে না। উরসস আমাকে বলেছে, সেখানে শুধু বন—সীমাহীন অরণ্য আছে।"

কেশ প্রসাধিত করিতে করিতে অ্যাকৃটী বলিলেন, "কিন্তু সে বনে নিশ্চয় ফুল অনেক পাওয়া যায়।"

কেশপ্রসাধনের পর লিজিয়ার অঙ্গমার্জ্জনা করিয়া তাহার অঙ্গে উপযুক্ত পরিচ্ছদ পরাইয়া দিলেন—গলায় মুক্তার মালা দুলিল। অতঃপর অ্যাকৃটী নিজেও পরিচারিকাদিগের সাহায্যে অঙ্গমার্জ্জনা ও বেশভূষা সম্পন্ন করিলেন।

উভয়ে সজ্জিত হইলেন। তখন শিবিকাসমূহ একে একে প্রধান তোরণ-পথে প্রবেশ করিতে লাগিল। উভয়ে বারাণ্ডার এমন স্থানে দাঁড়াইলেন, যেখান হইতে প্রধান তোরণ, গ্যালারি এবং সভাকক্ষ দৃষ্টিগোচর হয়।

জনতার সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। এরূপ দৃশ্য লিজিয়া পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই—কল্পনাও করে নাই।

তখন সূর্য্যাস্ত হইতেছিল। অস্তগামী সূর্য্যকিরণ মর্ম্মর প্রস্তররচিত স্তম্ভের উপর পড়িয়া তাহার শুভ্রতাকে পীতাভ বর্ণে অনুরঞ্জিত করিয়া তুলিতেছিল। কোথাও কোথাও উজ্জ্বল রক্তাভা দেখা যাইতেছিল। প্রস্তররচিত দেবমূর্ত্তি এবং বীরগণের প্রতিমূর্ত্তির পাশ দিয়া দলে দলে নরনারী প্রবেশ করিতেছিল। প্রবেশ পথের সম্মুখে উপরের দিকে এক বিরাট মাকু সিসের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই মূর্ত্তির শিরোদেশে সূর্য্যের অস্তগামী কিরণমালা পড়িয়াছিল।

অ্যাকৃটী সেনেটেরগণের পরিচয় লিজিয়াকে দিতেছিলেন। তাঁহাদের দেহে টোগা রঙ্গীন ফিতার দ্বারা আবদ্ধ, পায় স্যাণ্ডাল! গ্রীক এবং রোমক ফ্যাসনে সজ্জিত বীরবৃন্দ, প্রসিদ্ধ শিল্পীর দল এবং মহিলারা প্রবেশ করিতেছিলেন। মহিলাদের শিরোদেশে ফুলের মালা সযত্নে শোভা পাইতেছিল। অ্যাকৃটী অনেককে চিনিতেন, তাহাদের নাম লিজিয়াকে বলিয়া দিতেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকের পরিচয়ও দিতেছিলেন।

লিজিয়া এমন দৃশ্য কখনও দেখে নাই। অপরূপ বেশধারী নরনারীর সৌন্দর্য্যে তাহার মন যেন মাতাল হইয়া উঠিতেছিল। আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকার ছায়ায়, মর্ম্মরপ্রস্তর রচিত প্রতিমূর্ত্তির পার্শ্ব দিয়া নরনারীর দল যখন ভিতরে প্রবেশ করিতেছিল, তখন অ্যাকৃটীর উচ্চারিত অনেকের চরিত্রকাহিনী লিজিয়ার মনে আতঙ্কের সঞ্চারও করিতেছিল।

অ্যাকৃটী বলিতেছিলেন, "ঐ যে বারাণ্ডা দেখছ, ওর পাশে একটা ঢাকা অলিন্দ আছে। তার থামগুলিতে রক্তের চিহ্ন এখনো দেখা যাবে। ক্যাসিয়সের ছোরার আঘাতে কেইস্ ক্যালিগুলার দেহ হতে রক্তের স্রোত ছুটে বেরিয়েছিল! আর ঐ যে জায়গাটা দেখতে পাচ্ছ, ওখানে ক্যাসিয়সের

স্ত্রী গলায় ছুরি মেরে আত্মহত্যা করেছিল। আর তার কচি সন্তানটিকে মেঝের পাথরে আছড়ে মেরে হত্যা করা হয়েছিল। প্রাসাদের ওধারে একটা কারাকক্ষ আছে, সেখানে ছোকরা ড্রুসস্‌কে বন্দী করে অনাহারে রাখা হয়েছিল। সে বেচারা না খেতে পেয়ে শেষে নিজের মণিবন্ধ হতে মাংস ছিঁড়ে খাবার চেষ্টা করেছিল। ওখানে ওর বড় ভাইকে বিষপানে হত্যা করা হয়। আর ঐখানটায় সেজেনস্ ভয়ে চীৎকার করত। সেখানে ক্লডিয়স ধনুষ্টঙ্কার রোগে নিজেকে দুমড়ে ফেল্‌ত। এখনও জারমানিকস্ সেই অন্ধকার কারাকক্ষে নিজের দুর্ভাগ্যের দিন গণনা করছেন। মোট-কথা বলি যে, এই প্রাসাদের প্রাচীর অনেক লোকের মৃত্যুযন্ত্রণা বিলাপ-ধ্বনির সাক্ষী। আজ যারা এই ভোজে এসেছে, এদের অনেকের ভাগ্যেই ঐ রকম বিড়ম্বনা আছে। আজকের দিনের হাসির অন্তরালে আগামী কল্যকার দুর্ভাবনার চিন্তা লুকিয়ে নেই একথা বলা যায় না। আজ যারা রত্নালঙ্কার পরে এখানে এসেছে, তাদের মনের মধ্যে হিংসা, লোভ জেগে রয়েছে।"

অ্যাক্‌টির কথা বেচারা লিজিয়া ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছিল না। প্রাসাদের এই সমুজ্জ্বল শোভা তাহার নয়নকে বিমুগ্ধ করিলেও, অউলসের গৃহের অনাড়ম্বর দৃশ্য যেন তাহার চিত্তকে প্রভাবিত করিতেছিল এবং সেখান হইতে তাহাকে সরাইয়া আনার জন্য অনুশোচনা তাহার মনকে পীড়িত করিতেছিল। সেখানে স্নেহ প্রেম ভালবাসা আছে, এখানে তাহা কোথায়?

অতিথিরা তখনও দলে দলে প্রবেশ করিতেছিল। উৎসগুলির জলধারা মৃদু কলধ্বনি করিয়া আধারে নিপতিত হইতেছিল। মনুষ্যকণ্ঠস্বরও তাহার সহিত যেন সুর মিলাইতেছিল।

অ্যাক্‌টী তখন নীরবে চাহিয়া রহিলেন। লিজিয়া সে সময়ে জনতার দিকে চাহিয়া কাহাকে যেন খুঁজিতেছিল। অকস্মাৎ তাহার আনন আরক্ত হইয়া উঠিল। স্তম্ভের অন্তরাল হইতে দুই ব্যক্তি আবির্ভূত হইলেন, তাঁহারা পেট্রোনিয়স ও ভিনিসিয়স্। দেবতার ন্যায় তাঁহারা সম্রাটের বিরাট কক্ষের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন।

—সাত—

লিজিয়ার হৃদয় যেন লঘুভার হইল। তাহার মনে হইল, যেন সে আর একা নহে। পম্পোনীয়া এবং অউলসের গৃহ হইতে এখানে নীত হওয়ায় তাহার মনে যে দুঃখ এবং অনুশোচনা জাগিতেছিল, এখন যেন তাহার বেদনা তাহার চিত্তকে আর ব্যথিত করিতে পারিল না। এক কথায়, ভিনিসিয়সকে দেখিবার বাসনা এবং তাঁহার সহিত কথা কহিবার আগ্রহ, তাহার চিত্তের অন্যান্য কামনাকে যেন স্তব্ধ করিয়া দিল। অ্যাক্‌টী তাহাকে যে কথা বলিয়াছিলেন এবং পম্পোনীয়া তাহাকে যে বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা মনে উদিত হইলেও, সে যেন তাহা মানিতে চাহিতেছিল না। অকস্মাৎ তাহার মনে হইল যে, শুধু উৎসব সভায় তাহার উপস্থিতি প্রয়োজনীয় নহে, তাহার মনেরও কামনা যে, সে যেন এই উৎসবে যোগ দেয়। তখনই তাহার মনে হইল যে, যাহার মধুর কণ্ঠে প্রেমের বাণী সে উচ্চারিত হইতে শুনিয়াছিল—যাহার গুঞ্জনধ্বনি এখনও তাহার কর্ণে অনুরণিত হইতেছে—সেই কণ্ঠস্বর সে শুনিতে পাইবে। এই চিন্তামাত্রেই তাহার সমগ্র চিত্ত যেন অনির্ব্বচনীয় আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়িল।

কিন্তু সেই আনন্দের মধ্যেও যেন শঙ্কা মিশ্রিত ছিল। কারণ, যে ধর্ম্মমতের আদর্শ অনুসারে সে নিজের জীবনকে এতদিন গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহার মনে হইতেছিল, সে নীতি বাক্যকে যেন সে অমর্য্যাদা করিতেছে। ইহাতে সে যেন পম্পোনীয়ার কাছেও বিশ্বাস রাখিতে পারিতেছে না। নিজের কাছেও অবিশ্বাসিনী হইতেছে। এখন যদি সে নির্জ্জনে একা থাকিত, তাহা হইলে নতজানু হইয়া সে বক্ষে করাঘাত করিয়া হয়ত বলিত, "আমি পাপ করিয়াছি! আমি পাপী!" কিন্তু সেই সময় অ্যাক্টী তাহার একখানি হাত ধরিয়া তাহাকে দরবার কক্ষের দিকে লইয়া চলিলেন। লিজিয়া তখন চারিদিকে ঝাপসা দেখিতে দেখিতে, কর্ণে নানা শব্দের ঘাত প্রতিঘাত শুনিতে শুনিতে তাঁহার সঙ্গে চলিল। সে যেন তখন স্বপ্ন দেখিতেছিল। শত শত বাতির উজ্জ্বলালোক টেবল ও প্রাচীরগাত্র হইতে বিচ্ছুরিত হইতেছিল। সে যেন স্বপ্নঘোরে শ্রবণ করিল, সিজারের আগমনে নানাকণ্ঠে জয়ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। সে অস্পষ্ট ভাবে দেখিল, সত্যই সিজার সেই বৃহৎ দরবার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছেন। ইহা দেখিবার সঙ্গে সঙ্গেই সে টেবলের ধারে একখানি আসনে বসিয়া পড়িল, অ্যাক্টীও তাহার পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন।

বামপার্শ্ব হইতে মৃদুকণ্ঠে পরিচিত স্বরে কেহ বলিয়া উঠিল, "পৃথিবীর যাবতীয় কুমারীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা যিনি, তাঁহার জয় হউক, আকাশের সর্ব্বোজ্জ্বল তারকার মধ্যে যিনি দীপ্তিময়ী তাঁহার জয় হউক!"

ভিনিসিয়স্ প্রচলিত দরবারী পরিচ্ছদ টোগা ও রক্তবর্ণ পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার বলিষ্ঠ পেশীবহুল বাহু বলয়াঙ্কিত। তাঁহার গলদেশে গোলাপের মালা দুলিতেছিল। সে সময়ে তাঁহাকে যৌবন ও

শৌর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া মনে হইতেছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে লিজিয়া তাঁহাকে এত সুন্দর দেখিল যে, তাঁহার সম্ভাষণের কোন উত্তরই দিতে পারিল না, এমনই বিমুগ্ধ সে হইয়াছিল।

ভিনিসিয়স্ বলিয়া চলিলেন, "আপনাকে দর্শন করে আমার চোখ জুড়িয়ে গেল! আপনার বংশীবিনিন্দিত কণ্ঠস্বর শুনবার জন্ম আমার কর্ণ আগ্রহে অধীর হয়ে রয়েছে! আজ যদি ভেনস ও আপনার মধ্যে কাকে আমি পছন্দ করি, এ সুযোগ আসে, তা হলে আমি আপনাকেই চাই, একথা মুক্তকণ্ঠে বলব। আপনাকে আমি এখানে দেখতে পাব, আমি জান্তাম। তবু আপনাকে দেখে যে আনন্দ আমি পেয়েছি, তা আগে কখনো অনুভব করিনি।"

ভিনিসিয়সের নয়নযুগল যেন প্রশংসার আবেগে অপূর্ব্ব দীপ্তিময় হইয়া উঠিল। তিনি এমন ভাবে এই তরুণীকে দেখিতেছিলেন যেন তাহার রূপের সমুদ্রে তিনি অবগাহন করিতেছেন। সেই বিপুল জনতার মধ্যে লিজিয়ার মনে হইল, অন্ম কোন লোক যেন নাই। শুধু সে ও ভিনিসিয়স্ সেই বিশাল প্রাসাদে দুইটি মাত্র প্রাণী। সে তখন অর্থ না বুঝিয়াই যেন তাঁহাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া চলিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, ভিনিসিয়স্ কেমন করিয়া জানিলেন, প্রাসাদে তিনি তাহার দেখা পাইবেনই? সে এখানে কেন নীত হইয়াছে? পম্পোনীয়ার নিকট হইতে তাহাকে কেন সিজার এখানে আনিয়াছেন? এই প্রাসাদে সে যাহা কিছু দেখিতেছে, তাহাতেই শঙ্কা অনুভব করিতেছে। তাই সে তাহার মাতার কাছে ফিরিয়া যাইতে চাহে। সে সেই আশায় যেন অর্দ্ধমৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার মনে উৎকণ্ঠার সীমা নাই? তিনি ও পেট্রোনিয়স্ নিশ্চয়ই তাহার পক্ষ লইয়া সিজারের কাছে আবেদন জানাইবেন।

ভিনিসিয়স্ বলিলেন যে, তিনি অউলসের নিকট হইতেই তাহার এখানে অবস্থানের কথা জানিতে পারেন। সে কেন এখানে আনিত হইয়াছে, তিনি তাহার কারণ জানেন না। কারণ, সিজার নিজের কাজের কোন কৈফিয়ৎ কাহারও কাছে দেন না। তবে লিজিয়ার আশঙ্কার কোন কারণ নাই। যে হেতু ভিনিসিয়স তাহার পাশে আছেন এবং সকল সময়েই থাকিবেন। সে তাঁহার জীবনস্বরূপ। সেই জীবনকে রক্ষা করিবার জন্ম ভিনিসিয়স্ সর্ব্বদাই প্রস্তুত। তবে সিজারের প্রাসাদে থাকিতে যখন লিজিয়ার এত ভয়, তখন যাহাতে বেশীক্ষণ এখানে থাকিতে না হয় সে ব্যবস্থা তিনি নিশ্চয়ই করিবেন।

অবশ্য কৌশলে তিনি প্রশ্নের উত্তর দিলেও তাঁহার কথায় যে আন্তরিকতা ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, সত্যই তিনি লিজিয়াকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছিলেন। সত্যই লিজিয়ার কথা তাঁহার হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছিল।

তাঁহার আন্তরিকতা-পূর্ণ উক্তি শুনিয়া লিজিয়া তাঁহাকে ধন্তবাদ জ্ঞাপন করিল এবং বলিল যে, একথা শুনিলে পম্পোনীয়াও তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবেন। সেও মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহাকে স্মরণ রাখিবে। একথা শুনিয়া ভিনিসিয়স্ আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলেন। এ কথা সত্য, লিজিয়ার সৌন্দর্য্য তাঁহাকে মাতাল করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি তাহাকে পাইবার জন্ম অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। তথাপি তাঁহার মনে হইতেছিল, এই নারী তাঁহার কাছে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তমা এবং তাহাকে তিনি দেবতার ন্যায়ই পূজা করিয়া থাকেন। উৎসব ভোজের কোলাহল তাঁহার চিত্তকে বিক্ষুব্ধ ও শ্রান্ত করিয়া তুলিতেছিল। তাহার দিকে দেহ হেলাইয়া দিয়া, তাঁহার অন্তরের প্রেমের কথা মধুরস্বরে তিনি

প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সে প্রেমের কথা সুরার ন্যায় মত্ততার আবেশ শ্রোতার প্রাণে আনিয়া দেয়। সঙ্গীতের ন্যায় তাহা মধুর ও চিত্তাকর্ষক।

সুরার ন্যায় লিজিয়া সে প্রেমের কথাগুলি যেন পান করিতে লাগিল। চারিদিকে অপরিচিত লোক, শুধু তিনিই একমাত্র প্রিয়তম যিনি তাহার পার্শ্বে রহিয়াছেন। বাস্তবিকই এমন লোককে বিশ্বাস করা যায়, ভালবাসাও যায়। পূর্ব্বে প্লটিয়সের গৃহে ভিনিসিয়স্ একদিনও লিজিয়ার কাছে প্রেম নিবেদন করেন নাই। শুধু সাধারণভাবে প্রেম হইতে কি আনন্দ পাওয়া যায় তাহারই উল্লেখ করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন?—লিজিয়ার কপোলযুগল আরক্ত হইল, তাহার হৃদয় স্পন্দিত হইতে লাগিল এবং তাহার ওষ্ঠাধরযুগল যেন আনন্দে ঈষৎ স্ফুরিত হইল।

ভিনিসিয়সের কথা শুনিতে শুনিতে তাহার মনে একটা অমূর্ত্ত শঙ্কা জাগিতেছিল সত্য, কিন্তু তথাপি তাঁহার একটা কথাও তাহার শ্রুতি এড়াইল না। এক একবার সে তাহার নয়ন নত করিতেছিল, আবার দীপ্তিপূর্ণ নয়নযুগল তাহার প্রেমাস্পদের মুখে সংন্যস্ত করিতেছিল। যেন তাহার দৃষ্টি বলিতেছিল—"থামিও না, বলিয়া যাও।" চারিদিকের শব্দ, সঙ্গীত, ফুলের গন্ধ এবং গন্ধদ্রব্যের সৌরভ তাহার চিন্তাকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছিল। কিন্তু ভিনিসিয়স্ এখন তাহার পার্শ্বে রহিয়াছেন—এই যুবক যৌবনের পূর্ণ প্রতীক, প্রেমের দেবতা। লিজিয়ার সমস্ত মন একটা অব্যক্ত আনন্দের রসে পূর্ণ হইয়া উঠিল—লিজিয়া অভিভূত হইল।

লিজিয়া পার্শ্বে অবস্থান করায় ভিনিসিয়সও অনুরূপ প্রভাবে অভিভূত হইলেন। তাঁহার অন্তর মধ্যে মাঝে মাঝে কামনার যে অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিতেছিল, সুরাপান করিয়া বৃথা তিনি সেই অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

হ্যাঁ তিনি মাঝে মাঝে সুরাপান করিতেছিলেন সত্য, কিন্তু লিজিয়ার অপূর্ব্ব আননই সুরার অপেক্ষা তাঁহার চিত্তকে মাতাল করিয়া তুলিতেছিল। লিজিয়ার অনাবৃত বাহু, সুগঠিত দেহের যৌবন-উচ্ছ্বাস তাঁহাকে বিমূঢ় করিয়া তুলিতেছিল। অউলসের ভবনে যেমন মাঝে মাঝে তিনি লিজিয়ার কর-প্রকোষ্ঠ চাপিয়া ধরিতেন, সেইভাবে লিজিয়ার মণিবন্ধ চাপিয়া ধরিয়া, কম্পিত ওষ্ঠাধরে মৃদুগুঞ্জনে বলিয়া উঠিলেন, "ক্যালিনা ; আমি তোমায় ভালবাসি ! স্বর্গের দেবী, তোমায় আমি পূজা করি !"

তরুণী বলিল, "কিন্তু, মার্কস্, আমার হাত আপনি ছেড়ে দিন।"

যুবক বাষ্পাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "প্রিয়তমে, বিনিময়ে তুমি আমায় ভালবাস ! শুধু ভালবাস !"

অ্যাকৃটী বাধা দিয়া বলিলেন, "সিজার আপনাদের দিকে চেয়ে আছেন।"

এই কথায় সহসা ভিনিসিয়সের চিত্ত সিজারের প্রতি ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। অ্যাকৃটীর উপরও তিনি বিরক্ত হইলেন। তিনি ভাবিলেন যে, তরুণী লিজিয়া যে কথা এখনই স্বীকার করিত, বাধা পাইয়া সে সুযোগ নষ্ট হইয়া গেল। তাঁহার মনে হইল, অ্যাকৃটীর এই বাধার উদ্দেশ্য আছে। মস্তক উন্নত করিয়া তিনি অ্যাকৃটীর দিকে চাহিয়া সক্রোধে বলিলেন, "অ্যাকৃটী, এমন দিন ছিল, যখন তুমি এই রকম উৎসবের দিনে সিজারের পাশেই থাকতে। শোনা যায় যে, তোমার দৃষ্টিশক্তি দিন দিন কমে যাচ্ছে। সুতরাং এত দূর থেকে তুমি সিজারের মুখ দেখে কি করে বুঝলে যে, তিনি আমাদের দেখ্ছেন ?"

ঈষৎ বিষণ্ণ কণ্ঠস্বরে অ্যাকৃটী বলিলেন, "সিজারের মুখের ভাব আমি পড়তে পারি। তাঁরও দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে পড়েছে, কিন্তু তিনি রত্ন-চশমার ভেতর দিয়ে তোমাদের দেখছিলেন।"

লিজিয়া এতক্ষণ ভাল করিয়া সম্রাটকে লক্ষ্য করে নাই। ভিনিসিয়সের সহিত আলাপ আলোচনায় সে এমনই ডুবিয়া গিয়াছিল যে, সম্রাটের কথা সে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছিল। এখন সে ভীত ও কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে সিজারের দিকে চাহিল।

অ্যাক্‌টী ঠিকই বলিয়াছিলেন। সিজার টেবলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া এক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অপর চক্ষুতে চশমা লাগাইয়া এই যুগলমূর্ত্তিকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। তাঁহার দৃষ্টি কুমারীর প্রতি নিবদ্ধ হইতেই লিজিয়ার হৃদয় যেন মুহূর্ত্তে তুষার-পীড়িত হইয়া উঠিল। সিসিলিতে বাসকালে একজন মিশরীয় ক্রীতদাসীর মুখে সে গল্প শুনিয়াছিল যে, গুহার ভিতর ড্রাগন রাক্ষস বাস করিত। সিজারের চশমাশোভিত একচক্ষু দেখিয়া তাহার মনে হইল, পুরাকালের বর্ণিত ড্রাগন দানব যেন তাহার দিকে চাহিয়া আছে।

ভীতা বালিকার ন্যায় সে ভিনিসিয়সের বাহু চাপিয়া ধরিল। ইনিই তবে সেই সিজার! ভীষণ, শক্তিমান সিজার তবে ঐ ব্যক্তিই! ইতঃপূর্ব্বে সে কখনও তাঁহাকে দেখে নাই। তাঁহার সম্বন্ধে তাহার ধারণা অন্য প্রকার ছিল। লিজিয়া সিজারকে দেখিয়া মনে মনে ভয় পাইল, ঘৃণাও হইল। সিজার তাঁহার চশমা নামাইয়া লইলেন। পেট্রোনিয়সের দিকে ফিরিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন। "ঐ কি সেই রাজকন্যা? ওর উপরেই ভিনিসিয়সের প্রেম জন্মেছে?"

"হ্যাঁ।"

"কোন জাতের মেয়ে ওটি?"

"লিজিয়ান জাতি।"

"ভিনিসিয়স কি ওকে সুন্দরী বলে মনে করে নাকি?"

"তাই বটে, একটা শুষ্ক গাছের শাখায় যদি একটা নারীর মুখ আঁকা থাকে, ভিনিসিয়স তাকেই সুন্দরী বলে মনে করবে। কিন্তু আপনার বিচারে ভুল হয় না। আমি আপনার মুখ দেখেই বুঝেছি, মেয়েটির সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা হয়েছে। মেয়েটি ভারী রোগা, আপনার ন্যায় বিচক্ষণ সৌন্দর্য্য-রসিক ওরকম মেয়ের প্রশংসা করতেই পারেন না। ওর শরীর যেমন কৃশ, নিতম্বও তেম্‌নি ক্ষীণ।"

অর্দ্ধমুদ্রিত নেত্রে সিজার প্রতিধ্বনি করিলেন, "নিতম্ব খুবই ক্ষীণ।"

পেট্রোনিয়স মনে মনে হাসিলেন। টুলিয়স সেনিসিও এতক্ষণ ভেটিসিয়সের সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন। পেট্রোনিয়সের সহিত সিজারের কোন্ বিষয়ে আলাপ হইতেছিল, তাহা বুঝিতে না পারিয়া তিনি রুচির আদর্শ পেট্রোনিয়সের দিকে ফিরিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুমি ভুল বলেছ। আমি সিজারের সঙ্গে এ বিষয়ে একমত।"

পেট্রোনিয়স বলিলেন, "ঠিক বলেছ। কারণ আমি এতক্ষণ বোঝাতে চেষ্টা করছিলাম যে, তোমার মধ্যে কিছু কিছু বুদ্ধি আছে। কিন্তু সিজার বলছিলেন যে, তুমি একটা আস্ত গাধা।"

প্রফুল্লভাবে নীরো বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নিম্নাভিমুখে ঘুরাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "বাহবা, পেট্রোনিয়স!"

ইহার পর স্বপ্ন দর্শনের আলোচনা চলিল। ইহা লইয়া যে ভাবে লঘু এবং হাস্যোদ্দীপক রসালাপ চলিল, তাহা রাজসভার উপযুক্ত নহে।

সুরাপাত্র ঘন ঘন পূর্ণ হইতেছিল। সকলেই আকণ্ঠ সুরা পান করিয়া চলিল।

তারপর সকলে নীরোকে গান গাহিবার জন্য অনুরোধ করিল। তাঁহার গান শুনিবার জন্য স্তাবকদলের কি আগ্রহ!

"সম্রাট বিরূপ হবেন না, গান করুন।"

উপায়ান্তর না দেখিয়া নীরো গান গাহিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু পপিয়াকে সংবাদ দেওয়া চাই। শরীর অসুস্থ থাকায় পপিয়া উৎসব-ভোজে যোগ দিতে পারেন নাই।

পপিয়া অনতিবিলম্বে উপস্থিত হইলেন। পপিয়া দুইবার বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিলেও, তাঁহার কুমারীসুলভ মুখভঙ্গী এবং অনুরূপ আচরণ করিতে জানিতেন। তাঁহাকে দেখিয়াই চারিদিক হইতে গুঞ্জনধ্বনি উঠিতে লাগিল—"দৈবী অগষ্টা!"

এই সুন্দরীকে অপরূপ সজ্জায় সভাগৃহে আসিতে দেখিয়া লিজিয়া বিস্ময়ে হতবাক হইল। সত্যই পপিয়া অপূর্ব্ব সুন্দরী। এই সেই পপিয়া, যাঁহার উত্তেজনায় সিজার তাঁহার জননীকে হত্যা করেন, পত্নীর প্রাণ সংহার করেন!

সে বলিয়া উঠিল, "মার্কস, এ কি সম্ভবপর? এত রূপ!"

ভিনিসিয়স বলিলেন, "হ্যাঁ, পপিয়া অসাধারণ সুন্দরী। কিন্তু তোমার সৌন্দর্য্য ওঁর চেয়ে শতগুণ বেশী। তুমি নিজের সৌন্দর্য্য কোনদিন লক্ষ্য কর নি, তাই বুঝতে পারছ না, তুমি কত সুন্দর। পপিয়া গাধার দুগ্ধে রোজ স্নান করেন, কিন্তু তুমি ভেনসের দুগ্ধধারায় প্রত্যহ অবগাহন করে ওঠ। অগষ্টার দিকে তোমার চেয়ে থাকবার দরকার নেই। তুমি আমার দিকে চাও। এই পেয়ালার কাণায় তোমার অধর স্পর্শ কর, তারপর আমি এটা নিজের ওষ্ঠাধরে স্পর্শ করব।"

ভিনিসিয়স ক্রমেই লিজিয়ার গা ঘেঁসিয়া বসিতে লাগিলেন। আর লিজিয়া ক্রমেই অ্যাক্টীর দিকে সরিয়া যাইতে লাগিল।

এই সময় সিজার গান আরম্ভ করিলেন। চারিদিক হইতে প্রশংসাধ্বনি আরম্ভ হইল। গীতশেষে পপিয়া সে স্থান ত্যাগ করিলেন। সিজার তাঁহাকে আগাইয়া দিয়া আসিলেন।

নর্ত্তকীরা নৃত্য আরম্ভ করিল। চারিদিকে সুরার প্রবাহ চলিয়াছে, সুরের বন্যাও বহিয়া চলিল।

ভিনিসিয়স্ পুনঃ পুনঃ সুরা পান করিয়া অর্দ্ধোন্মত্তবৎ হইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "তোমাকে যখন উৎসের ধারে অউলসের বাড়ীতে প্রথমেই দেখেছিলাম, তখনই প্রেমে পড়েছিলাম। তখন সবে উষা দেখা দিয়েছিল। তুমি ভেবেছিলে কেউ তোমাকে দেখেনি, কিন্তু আমি দেখেছিলাম। সে সময়ে তোমার অঙ্গে বসন ছিল না। এখনো সে ছবি আমার চোখে লেগে রয়েছে। দেবতা ও মানুষ সবাই প্রেমের তৃষ্ণায় আকুল। সারা জগতে প্রেম ছাড়া আর কিছু নেই। তুমি আমার বুকে মাথা রেখে চোখ বুজে থাক।"

ভিনিসিয়সের ধমনি যেন শব্দিত হইয়া উঠিতেছিল। লিজিয়াও যেন স্বপ্নঘোরে চলিতেছিল—একটা মাদকতা তাহার সারা অঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছিল। এরূপ অবস্থায় ভিনিসিয়স তাহাকে অধঃপতন হইতে রক্ষা করা দূরে থাকুক, ক্রমেই তাহাকে অতলস্পর্শ গহ্বরের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। ভিনিসিয়স তাহার মিত্র নহেন—এখন যেন শত্রুর কাজই করিতেছিলেন। লিজিয়া ক্রমেই শঙ্কিত হইয়া উঠিল।

তখন তাহার অন্তরতম প্রদেশে পম্পোনীয়ার মত কণ্ঠস্বরে কেহ যেন বলিয়া উঠিল, "সাবধান, লিজিয়া।" কিন্তু অন্য কণ্ঠে কেহ যেন বলিতেছিল, আর উপায় নাই, সব শেষ। চারিদিকের দৃশ্য, ভিনিসিয়সের কণ্ঠস্বর তাহাকে এমনই বিমূঢ় করিয়া ফেলিয়াছিল যে, সে অনুভব করিল, তাহার আর রক্ষার উপায় নাই।

তখনও উৎসব-ভোজ সমাপ্ত হয় নাই। ক্রীতদাসদাসীরা তখনও পর্য্যন্ত নূতন নূতন আহার্য্য-পাত্র লইয়া পরিবেষণ করিতেছিল।

এমন সময় দুই জন মল্লযোদ্ধা তথায় প্রবেশ করিল। তাহাদের বলিষ্ঠ পেশীবহুল হস্তপদ দেখিলে মনে বিস্ময়ানন্দ জাগিয়া উঠে। উভয়ে উভয়কে আক্রমণ করিল। সমাগত রোমকগণ এই উভয় বীরের শক্তি-পরীক্ষা দেখিতে লাগিল। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া বল-পরীক্ষা চলিতে পারে না। পালোয়ান ক্রোটো সাম্রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুস্তীগীর ছিল। সে তাহার প্রতিযোগীকে স্বল্লায়াসে কাবু করিয়া ফেলিল।

ক্রোটো যখন তাহার পরাজিত প্রতিযোগীর পৃষ্ঠদেশে চরণ রাখিয়া বিজয় গর্ব্বে দাঁড়াইল, তখন চারিদিক হইতে আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল। সে যে মহাবীর তাহা সকলেই স্বীকার করিল।

ইহার পর নর্ত্তকীরা নৃত্য করিতে লাগিল। তখন সভা-ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ছিল না। পানোন্মত্ত হইয়া সকলেই হুড়াহুড়ি ও চীৎকার করিতেছিল। সম্রাটের ভোজসভা যে কিরূপ বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিল তাহা অনুমানের অতীত।

পেট্রোনিয়স সুরাপান করিলেও মাতাল হইয়া পড়েন নাই। কিন্তু নীরো অতিরিক্ত সুরাপানে সম্পূর্ণ মত্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি গান গাহিতে চেষ্টা করিয়া শেষে গলার স্বর বিকৃত করিয়া বসিলেন।

সকলেই অত্যধিক সুরাপান করিয়াছিল। সম্রাট হইতে আরম্ভ করিয়া সভাস্থ নরনারী কেহই সুরাপানে বিরত হয় নাই। ভিনিসিয়সও সুরাপান করিয়া চিত্তের স্থৈর্য্য হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তরে তখন কাম ও কামনায় দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল।

তিনি উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "লিজিয়া, তোমার ওষ্ঠ বাড়িয়ে দেও। আজ হোক্, কাল হোক্, দিতেই ত হবে। আমরা প্রতীক্ষা করতে জানি। সিজার তোমাকে অউলসের বাড়ী থেকে এনেছেন, আমাকে দেবার জন্য। কাল সন্ধ্যার পর আমি তোমাকে আমার বাড়ী নিয়ে যাবার জন্য লোক পাঠাব। শুন্‌ছ আমার কথা? সিজার অঙ্গীকার করেছেন, তোমাকে আমায় দেবেন। তুমি আমারই হবে। এখন সরে এস, তোমার অধর এগিয়ে দেও। কাল পর্য্যন্ত আমার ধৈর্য্য ধরছে না। শীঘ্র এস! কই, তোমার অধর কই!"

ভিনিসিয়স্ লিজিয়াকে বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ করিলেন। তরুণী প্রাণপণে আপনাকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিল। তাহার মনে আশঙ্কা জন্মিয়াছিল যে, সে হয়ত আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না। সে আপনাকে বাহুবন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সবই ব্যর্থ হইল। কাতরকণ্ঠে সে পুনঃ পুনঃ ভিক্ষা চাহিল, ভিনিসিয়স্ যেন দয়া করিয়া তাহাকে মুক্তি দান করেন।

ভিনিসিয়সের মুখমণ্ডল প্রবৃত্তির উত্তেজনায় কাল হইয়া গিয়াছিল। তিনি বলপূর্ব্বক তরুণীকে আরও কাছে টানিয়া আনিতে লাগিলেন। তাঁহার মধ্যে চরিত্রবান ভিনিসিয়সের অস্তিত্ব তখন ছিল না। [illegible] ভিনিসিয়সকে তরুণী প্রায় ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল, সে ভিনিসিয়স কোথায়? এ যে কামোন্মত্ত দানব তাহাকে আকর্ষণ করিতেছে। তরুণী তাহার মস্তক বলপূর্ব্বক সরাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু শক্তিতে পারিবে কেন? ভিনিসিয়স তাহার মাথা টানিয়া নিজের বক্ষোলগ্ন করিলেন। তারপর তাহার রক্তলেশশূন্য ওষ্ঠাধর নিজের তৃষিত ওষ্ঠে চাপিয়া ধরিলেন।

অকস্মাৎ একটা প্রচণ্ড শক্তি তাঁহার বাহুবন্ধন মুক্ত করিয়া ফেলিল। শিশুর হস্ত-বন্ধন যেমন অনায়াসে বলবান ব্যক্তি মুক্ত করিয়া ফেলে, ভিনিসিয়সের বাহুবন্ধনও তদ্রূপ অনায়াসে কে যেন টানিয়া খুলিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি লাটিমের ন্যায় ঘুরিতে ঘুরিতে পশ্চাতে নিক্ষিপ্ত হইলেন। একগাছি কুটা যেমন অনায়াসে সরাইয়া ফেলা যায়, ঠিক তেমনই অনায়াসে তিনি দূরে নিক্ষিপ্ত হইলেন। ব্যাপার কি? বিস্ময়ে চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া ভিনিসিয়স্ দেখিলেন যে তাঁহার পশ্চাতে উরসস্ দাঁড়াইয়া।

সে ধীর ভাবে দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু যে ভাবে সে ভিনিসিয়সকে দেখিল, তাহাতে তাঁহার শরীরের রক্ত জমিয়া যেন তুষারে পরিণত হইল। সেই দীর্ঘাকার দানব তাহার প্রভুকন্যাকে তুলিয়া ধরিয়া প্রশান্তভাবে দরবারকক্ষ ত্যাগ করিল—অ্যাক্‌টীও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

মুহূর্ত্তমাত্র স্তব্ধভাবে থাকিয়া ভিনিসিয়স চীৎকার করিলেন, "লিজিয়া! লিজিয়া!"

ক্রোধ, মত্ততা, আকাঙ্ক্ষা, বিস্ময় তাঁহার চিত্তকে এমন বিক্ষিপ্ত করিয়াছিল যে, তাঁহার চরণও তাঁহাকে উপহাস করিল। তিনি পদস্খলিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। সিরীয়া দেশের এক সুন্দরীর দেহের উপর গিয়া তিনি হুমড়ী খাইয়া পড়িলেন। তাহাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "হল কি?"

তরুণী ঈষৎ হাসিয়া তাঁহার হাতে আর এক পাত্র সুরা অর্পণ করিল। মুখে বলিল, "আর এক পেয়ালা পান করুন!"

তিনি তাহার নির্দ্দেশ মত পানপাত্র হইতে নিঃশেষে সুরা পান করিলেন। তারপর ভূমিতলে জ্ঞানহারা হইয়া পড়িলেন।

তখন বহুসংখ্যক নিমন্ত্রিত টেবলের নীচে গড়াগড়ি দিতেছিলেন। কেহ বমন করিতেছিলেন, কেহবা প্রাচীরে মাথা ঠুকিয়া ভূমিশয্যা গ্রহণ করিতেছিলেন, কেহবা বসিয়া বসিয়া ঘুমাইতেছিলেন।

সেনেটররা, বীরপুরুষগণ, কবি, দার্শনিক, নর্ত্তক, উচ্চঘরাণা মহিলারা সকলেই পানোন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। শক্তিমান হইলেও কাহারও আত্মা নিস্পাপ ছিল না।

বাহিরে তখন উষা তাহার আগমনী ঘোষণা করিতেছিল।

—আট—

উরসস্‌কে কেহই বাধা দিল না, কেহ একটি প্রশ্নও তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল না। যে সকল অতিথি সুরাপানে অভিভূত হইয়া টেবলের তলদেশে গড়াগড়ি দেন নাই, তাঁহারা স্থান ত্যাগ করিয়াছিলেন। সেজন্য ভৃত্যরা, প্রকাণ্ড জোয়ান উরসস্‌কে একজন ভদ্র মহিলাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে দেখিয়া, মনে করিয়াছিল, মহিলাটি সুরাপানে অচেতন হইয়া পড়িয়াছেন, তাই ভৃত্যটি তাঁহাকে লইয়া যাইতেছে। তাহা ছাড়া [illegible] উহাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছিলেন বলিয়া তাহাদের মনে কোনও সন্দেহেরই উদ্রেক হয় নাই।

ভোজকক্ষ হইতে তিনজনে পার্শ্বস্থ একটি কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তথা হইতে গ্যালারি পথে অ্যাক্‌টী তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কক্ষের দিকে চলিলেন। লিজিয়ার দেহে তখন শক্তির বিন্দুমাত্র অবশেষ ছিল না। সে সম্পূর্ণ অসহায় ভাবে অথবা মৃতের ন্যায় উরসসের বাহুতে পড়িয়াছিল। তখন

রাত্রি প্রভাত হইয়া আসিতেছিল। উষার স্নিগ্ধ এবং মধুর পবনপ্রবাহে লিজিয়া চক্ষু মেলিয়া চাহিল। প্রতি মুহূর্তেই দিবার আলোক প্রকাশ পাইতেছিল। একটি দ্বারপথে সকলে উদ্যানে উপনীত হইলেন।

প্রাসাদের এই অংশে তখন কেহ ছিল না। উৎসবের সঙ্গীত অথবা অন্য শব্দ উদ্যানে কদাচিৎ প্রবেশ করিতেছিল। লিজিয়ার মনে হইল, সে যেন নরককুণ্ড হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ভগবানের আলোকপ্রবাহে প্রবেশ করিয়াছে। ঐ ঘৃণিত উৎসবরাজ্য অপেক্ষা নিশ্চিতই আর একটা জগৎ আছে? হ্যাঁ, স্বর্গরাজ্য আছে। সেখানে উষার মধুর আলো এবং শান্তি বিরাজিত। তাহার মনে যেন কাঁদিবার ইচ্ছা জাগিয়া উঠিল। সে উরসসের দিকে নিজেকে অগ্রসর করিয়া দিয়া রুদ্ধ উচ্ছ্বাসভরে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল, "উরসস্, আমায় বাড়ী নিয়ে চল। অউলসের বাড়ী নিয়ে চল!"

বিরাট দেহ উরসস্ বলিল, "হ্যাঁ, সেখানেই যাব।"

অল্পক্ষণেই তাহারা অ্যাক্টীর জন্য নির্দ্দিষ্ট গৃহগুলির সম্মুখে পৌঁছিল। একটা উৎসের সন্নিহিত মর্ম্মর প্রস্তর রচিত বেঞ্চের উপর উরসস্ লিজিয়াকে সন্তর্পণে শায়িত করিল। সে তাহাকে শান্ত হইবার জন্য উপদেশ দিতে লাগিল। একটু বিশ্রামের প্রয়োজন। এখানে ভয়ের কোন আশঙ্কা নাই। কারণ, সম্রাটের নিমন্ত্রিত অতিথিরা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পড়িয়া পড়িয়া ঘুমাইবে। কিন্তু আশ্বাসবাণী শুনিয়াও লিজিয়া আপনাকে শান্ত করিতে পারিল না। সে উঠিয়া বসিয়া তাহার দুই ললাট চাপিয়া ধরিয়া, শিশুর ন্যায় বারংবার বলিতে লাগিল, "ঘরে চল, ঘরে চল!"

উরসসের খুবই ইচ্ছা ছিল যে, লিজিয়াকে তখনই প্রাসাদের বাহিরে লইয়া যায়। যদিও প্রাসাদের তোরণদেশে রাজ সৈন্য পাহারা দিতেছে

সত্য, কিন্তু যাহারা প্রাসাদের বাহিরে যাইবে, তা[illegible]দিগকে এই রক্ষীরা কোনও বাধা দিবে না। তোরণের সম্মুখেই বহু শিবিকা বিদ্যমান। কিছুক্ষণ পরেই সম্রাটের অতিথিরা উহাতে আরোহণ করিয়া চলিয়া যাইবে। সুতরাং কাহারও প্রাসাদ ত্যাগে বাধা হইবে না। তারপর সেই দলের মধ্যে তাহারা মিশিয়া যাইবে। তারপর?—সেজন্য উরসস্ ভাবে না। উরসসের রাণী তাহাকে আদেশ দিয়াছে, উহাই যথেষ্ট। সে রাণীর আদেশ পালন করাই তাহার কার্য্য, সে সেই জন্যই আছে।

লিজিয়া পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল, "চল, উরসস্, এখনি যাই।"

অ্যাকটী তখন তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তাহারা যদি চলিয়া যায়, অবশ্যই এখন কেহ বাধা দিবে না। কিন্তু সিজারের প্রাসাদ হইতে পলায়ন করার অর্থ সিংহাসনের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন। উহার কঠোর শাস্তি আছে। এখন যদি তাহারা চলিয়া যায়, তাহাতে বাধা হইবে না। কিন্তু তারপর? কয়েকজন রক্ষিসৈন্যসহ একজন সেনাপতি অপরাহ্ন কালে অউলসের গৃহে উপস্থিত হইবে। তাহারা আদেশপত্র লইয়া যাইবে, তাহাতে লেখা থাকিবে, অউলস্ ও পম্পোনীয়ার প্রাণদণ্ড। সে[illegible] আরও আদেশ থাকিবে, লিজিয়াকে প্রাসাদে ফিরাইয়া আন। [illegible]র ফলে লিজিয়ার উদ্ধারের, রক্ষার আর কোনও উপায় থাকিবে না। [illegible] পরিবার লিজিয়াকে আশ্রয় দিলে, তাঁহাদের উভয়ের মৃত্যু সুনিশ্চিত। এখন লিজিয়া ভাবিয়া দেখিতে পারে, তাহার নিজের সর্ব্বনাশ ও প্লটিয়সের সর্ব্বনাশ, কোনটি বাছিয়া লইবে। উৎসব ভোজের পূর্ব্বে অ্যাকটীর মনে আশা ছিল যে, পেট্রোনিয়স ও ভিনিসিয়স্ লিজিয়ার মুক্তির জন্য চেষ্টা করিবেন এবং পম্পোনীয়ার কাছে লিজিয়াকে ফিরাইয়া দিবেন। কিন্তু এখন আর সন্দেহের অবকাশ নাই যে, উঁহাদেরই চেষ্টায় লিজিয়া প্রাসাদে নীত

হইয়াছে—অউলসের গৃহ হইতে বলপূর্ব্বক লিজিয়াকে প্রাসাদে আনাইবার মূলই উঁহারা। সুতরাং এ অবস্থা-সঙ্কট হইতে মুক্তির কোন পথ নাই। এখন যদি কোনও দৈবশক্তি লিজিয়াকে রক্ষা করে, তবেই তাহার মুক্তি। নচেৎ কোন উপায় নাই। ভগবান কি সেই অলৌকিক শক্তি প্রকাশ করিবেন?

নৈরাশ্যভরে লিজিয়া বলিল, "কিন্তু, অ্যাক্টী, আপনি ভিনিসিয়সের কথা শুনেছেন কি? তিনি বলেছিলেন, সিজার আমাকে তাঁরই হাতে দান করেছেন। আজ সন্ধ্যায় তিনি দাস-দাসী পাঠিয়ে আমাকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে যাবেন। শুনেন নি?"

অ্যাক্টী তাঁহার বাহুলতা বিশেষ ভঙ্গীতে প্রসারিত করিয়া বলিলেন, "তিনি যা বলেছেন, তা শুনেছি বৈকি।"

মুখে তিনি আর কিছু বলিলেন না। সিজারের উপপত্নী স্বরূপ দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিলেও, তাঁহার অন্তর কলুষিত হইতে পারে নাই। কিন্তু লিজিয়ার কণ্ঠস্বরে যে নৈরাশ্য ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহার সম্পূর্ণ অর্থ, [illegible]র্প সংস্রবের হীনতা ও পৈশাচিকতা, তিনি সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। অর্থাৎ, তিনি ইদানীং ক্রীতদাসী না হইলেও তাঁহার রক্তের সহিত [illegible]ত্বের ছাপ চিরমুদ্রিত হইয়াছিল। তিনি সকল সময়েই নীরোকে ভাল বাসিতেন। এখনও যদি নীরো আবার তাঁহার কাছে আসিতেন, তিনি সাগ্রহে দুইবাহু বাড়াইয়া সাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিতেন। লিজিয়ার সম্মুখে দুইটি সমস্যা। তাহার নিজের সর্ব্বনাশ, অথবা অউলস পরিবারের ধ্বংস। তিনি ভাবিয়াছিলেন, লিজিয়া অউলসের সর্ব্বনাশসাধনে সম্মত হইবে না।

অ্যাক্টী বলিলেন, "ভিনিসিয়সের বাড়ী গেলে তোমার যে বিপদের আশঙ্কা আছে, সম্রাটের প্রাসাদেও তার চেয়ে কম আশঙ্কা নেই।" অবশ্য

তিনি একথা মনে করেন নাই যে, অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া তুমি ভিনিসিয়সের উপপত্নী হও। কিন্তু লিজিয়া তখনও তাহার অধরে ভিনিসিয়সের চুম্বনজনিত বৃশ্চিকজ্বালা অনুভব করিতেছিল। সে চুম্বনে পশুর উদ্দাম লালসাই প্রকাশ পাইয়াছিল। লজ্জায় ও অপমানে লিজিয়ার আনন আরক্ত হইয়া উঠিল।

সে বলিল, "আমি ভিনিসিয়সের ওখানেও যাব না, বা এখানেও থাক্‌ব না। না, সে হবে না।"

তাহার এই বিদ্রোহভাব দেখিয়া অ্যাকৃটীর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গেল।

তিনি প্রশ্ন করিলেন, "তুমি ভিনিসিয়স্‌কে কি এতই ঘৃণা কর?"

লিজিয়া কোনও উত্তর দিল না। কারণ, তখন সে উচ্ছ্বসিতভাবে ক্রন্দন করিতেছিল। অ্যাকৃটী তাহাকে বুকের উপর টানিয়া লইলেন। তাহাকে শান্ত করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য প্রয়াস পাইলেন। উরসস্ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিল। সে তাহার রাণীর চোখের জল সহ্য করিতে পারিত না—এতই সে তাহার অনুরক্ত ছিল। তাহার অর্দ্ধ-বর্ব্বর হৃদয়ে তখন বাসনা জাগিতেছিল যে, সে উৎসবকক্ষে ফিরিয়া গিয়া ভিনিসিয়সকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলে এবং যদি প্রয়োজন হয়, তবে সিজারেরও সেই দুর্দ্দশা ঘটায়। কিন্তু সে তাহার প্রভুকন্যাকে এরূপ প্রস্তাব করিবে কিনা সে সম্বন্ধে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। কারণ, যীশুখৃষ্ট যে আদর্শ প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পন্থানুসারীদিগের পক্ষে তাহার বিপরীত আচরণ করা সঙ্গত হইবে না।

অ্যাকৃটী পুনরায় লিজিয়াকে বক্ষোদেশে চাপিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্যি তুমি ভিনিসিয়সকে এত ঘৃণা কর?"

লিজিয়া বলিল, "না, তাঁকে ঘৃণা করা আমার নিষিদ্ধ কাজ। কারণ, আমি খৃষ্টান।"

"হ্যাঁ, তা আমি জানি, লিজিয়া। আমি একথাও জানি, টারসসের পল যে উপদেশ দিয়েছেন, তাতে তুমি নিজের ইজ্জৎহানি করতেও পার না। বরং মৃত্যুকে বরণ করা শ্রেয়ঃ। কিন্তু আমাকে বল ত, তোমার ধর্ম্ম কি অন্যের মৃত্যুর কারণ হবার জন্য তোমাকে উপদেশ দেয়?"

"না।"

"তা হ'লে অউলস পরিবারের ওপর সিজারের ক্রোধ যাতে হয়, সে কাজ তুমি করবে কি করে?"

লিজিয়া নীরব হইল। তাহার সম্মুখে অতলস্পর্শ অন্ধকার গহ্বর মুখ-ব্যাদান করিয়া আবির্ভূত হইল।

অ্যাকৃটী বলিয়া চলিলেন, "যে প্রশ্ন তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, তার অর্থ আমি তোমার জন্য যেমন দুঃখিত, তেমনি পম্পোনীয়া, অউলস্ ও তাঁর ছেলের জন্যও চিন্তিত। এই প্রাসাদে আমি অনেকদিন বাস করছি, তাই আমি জানি সিজারের ক্রোধের পরিণাম কি। না, এখান থেকে তোমার পলায়ন চলবে না। তবে তুমি একটা কাজ করতে পার। তুমি ভিনিসিয়সের কাছে প্রার্থনা জানাতে পার, তিনি যেন তোমাকে পম্পোনীয়ার কাছে ফেরত পাঠান।"

কিন্তু ভিনিসিয়সের ক্ষমতার কাছে নতজানু হওয়া অপেক্ষা, লিজিয়া আর একজনের কাছে নতজানু হইয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল। পরমুহূর্ত্তে উরসসও তাহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল। উভয়ে সিজারের প্রাসাদে এই ভাবে উপাসনা চালাইল। অ্যাকৃটী লিজিয়ার দিকে চাহিয়া রহিল। সুন্দরী তরুণী তখন ঊর্দ্ধনেত্রে যুক্ত করে আকাশের দিকে চাহিয়া একান্ত মনে

মুক্তির উপায় আশা করিতে লাগিল। তাহার কালো কেশরাজির উপর উষার আলোকধারা আসিয়া পড়িয়াছিল। তাহার নয়ন-তারায় উষার দীপ্তি সমুজ্জল ভাবে দেখা গেল। তাহার বিবর্ণ আনন, ঈষদুদ্ভিন্ন ওষ্ঠাধর, ভক্তি, শ্রদ্ধার আলোকপূর্ণ নিষ্ঠাভরা নয়নের দৃষ্টি সবই যেন মূর্ত্ত হইয়া তাহার অনৈসর্গিক আত্মনিবেদনের মহিমা প্রকাশ করিতেছিল। সেই মুহূর্ত্তে অ্যাক্‌টী বুঝিতে পারিলেন, লিজিয়া কেন আত্মবিক্রয় করিয়া কাহারও অবৈধ শয্যাবিলাসিনী উপপত্নী হইতে পারে না। নীরোর ভূতপূর্ব্বা প্রণয়িনীর সম্মুখ হইতে একখানি যবনিকা সরিয়া গেল। তিনি যে জগতে বাস করিতেছেন, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত এক জগতের চিত্র যবনিকার অন্তরাল হইতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। পাপ ও অনাচার-কলুষিত এই প্রাসাদে লিজিয়ার এই প্রার্থনা যেন অ্যাক্‌টীকে বিস্ময়বিমূঢ় করিয়া তুলিল। এতক্ষণ তাঁহার মনে দুর্ভাবনা ছিল যে, এই বন্দিনীর মুক্তির কোনও সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এই একনিষ্ঠ প্রার্থনা দেখিয়া তাঁহার মনে হইল, হয়ত বা এই তরুণীর জন্ত এমন এক অভাবনীয় ঘটনার আবির্ভাব হইতে পারে, যাহাতে লিজিয়া মুক্ত হইতে পারে। এমন ঘটনা সঙ্ঘটিত হইতে পারে যে, শক্তিমান সিজারও তাহার কাছে নতশির হইতে বাধ্য হইবেন। অ্যাক্‌টী ভাবিলেন, হয়ত বা দেবদূত পক্ষে ভর করিয়া এই পৃথিবীতে আসিয়া এই কুমারীকে রক্ষা করিবে, নতুবা সূর্য্যের কিরণরশ্মি এই তন্বী সুন্দরীর উপর নিপতিত হইয়া তাহাকে নিজের সত্তায় বিলীন করিয়া দিবে। লিজিয়ার সেই উপাসনা-ভঙ্গী দেখিয়া তাঁহার মনে প্রত্যয় জন্মিল, এই কুমারীর রক্ষার জন্ত যে কোনও অসম্ভব ব্যাপার ঘটিতে পারে।

অবশেষে লিজিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার আননে নয়নে শান্তির বিমলজ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। উরসসও সোজা ভাবে উঠিয়া

দাঁড়াইল। তারপর একটি বেঞ্চের উপর বসিয়া প্রভুকন্যার আদেশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

লিজিয়ার নয়নযুগল তখন বাষ্পভাবে আচ্ছন্ন হইয়াছিল—দুইটি বড় বড় ফোঁটা নয়ন পথে গণ্ডদেশ সিক্ত করিল।

সে বলিল, "ভগবান পম্পোনীয়া ও অউলসের মঙ্গল করুন। তাঁদের সর্ব্বনাশ করবার কোন অধিকার আমার নেই। আর আমি তাঁদের কাছে যাব না, বা তাঁদের সঙ্গে দেখাও করব না।"

তারপর উরসসের দিকে ফিরিয়া লিজিয়া বলিল যে, এখন সেই তাহার একমাত্র আশ্রয়। এখন হইতে সে তাহাকে পিতার ন্যায় যেন রক্ষা করে। অউলস পরিবারে আশ্রয় লইবার যখন উপায় নাই, তখন সে সিজারের প্রাসাদেও থাকিবে না, ভিনিসিয়সের বাড়ীতেও যাইবে না। সুতরাং উরসস্ তাহাকে যে কোনও উপায়ে সহরের বাহিরে লইয়া চলুক। এমন স্থানে তাহাকে লুকাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করুক, যেখানে ভিনিসিয়স্ বা অপর কেহ তাহাকে খুঁজিয়া না পায়। উরসস্ যেখানে যাইবে, সে অসঙ্কোচে তাহার অনুবর্ত্তিনী হইবে। যদি সমুদ্র পারে যাইতে হয়, তাহাও যাইবে। যদি পাহাড় অতিক্রম করিয়া অসভ্য রাজ্যে গমন করিতে হয়, তাহাতেও সে বিরত হইবে না। এমন অনেক দেশ আছে, যেখানে রোমের নাম পর্য্যন্ত কেহ শুনে নাই। সে সেইখানেই চলিয়া যাইবে।

প্রকাণ্ডকায় লিজিয়ান্ নীরবে প্রভুকন্যার পদযুগল চুম্বন করিয়া জানাইল, সে প্রস্তুত। অ্যাক্টী এতক্ষণ একটি অলৌকিক ব্যাপার ঘটিবার প্রত্যাশা করিতেছিলেন, কিন্তু তাহা ঘটিতে না দেখিয়া তিনি নিরাশ হইয়া পড়িলেন। প্রাসাদ হইতে তাহারা পলায়ন করিলে, সম্রাট ক্রুদ্ধ হইবেন এবং প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন। যদি লিজিয়া আত্মগোপনও করিতে পারে, তাহাতে

অউলস পরিবার নিষ্কৃতি পাইবে না। সিজার তাহাদের উপর প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিবেন। যদি লিজিয়া পলায়ন করিতেই চাহে, ভিনিসিয়সের আশ্রয় লইবার পরই যেন সে কার্য্য সম্পন্ন করে। কারণ, অপরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা সিজারের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। সুতরাং লিজিয়া পলায়ন করিলে, ভিনিসিয়স যে শোরগোল তুলিবেন, সিজার তাহাতে কর্ণপাতই করিবেন না।

ভিনিসিয়সের বাড়ী হইতে পলায়ন করিবার প্রস্তাব লিজিয়ার মনঃপূত হইল না। পথিমধ্য হইতে পলায়নই সঙ্গত মনে হইল। মত্ত অবস্থায় ভিনিসিয়স বলিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, আজ সন্ধ্যার পরই ক্রীতদাস পাঠাইয়া তিনি লিজিয়াকে নিজ ভবনে লইয়া যাইবেন। পথে যাইবার সময় উরসস তাহাকে লইয়া পলায়ন করিলেই চারিদিক রক্ষা পাইবে। উরসস্‌কে বাধা দিবার শক্তি কাহারও হইবে না। এমন কি যে প্রকাণ্ড পালোয়ান উৎসব ব্যাপারে নিজের অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দিয়াছিল, সেও যদি বাধা দিতে আসে, উরসস্ অনায়াসে তাহাকে পরাভূত করিতে পারিবে। কিন্তু এমন যদি হয় যে, ভিনিসিয়স বহু-সংখ্যক লোক পাঠাইয়া লিজিয়াকে লইয়া যাইবার আয়োজন করেন? যদি এইরূপই হয়। সেরূপ ক্ষেত্রে আর্ক বিশপ লিনসের কাছে উরসসকে পাঠানই ভাল। এ ক্ষেত্রে তাঁহার সাহায্য ও উপদেশ দরকার।

আর্ক বিশপ তাঁহার খৃষ্টান শিষ্যবর্গকে তাহার উদ্ধারের জন্য পাঠাইবেন। বলপূর্ব্বক তাহার উদ্ধার সাধনে তিনি কখনই বিরত হইবেন না। অবশেষে উরসস্ এমন কোনও উপায় অবলম্বন করিবে, যাহাতে লিজিয়াকে রোমক ক্ষমতার বাহিরে লইয়া যাইতে পারে।

তারপর লিজিয়া অ্যাক্‌টীর কণ্ঠলগ্ন হইয়া হাস্যস্ফুরিতাধরে বলিল, "আপনি আমাদের এ পরামর্শ ফাঁস করে দেবেন না ত?"

"না, আমার জন্মদাত্রী মাতার শপথ করে বলছি, আমি কখনো তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা কর্‌ব না। শুধু তোমার ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা জানাও যেন উরসস্ কোন উপায়ে তোমাকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে পারে।"

উরসস্ অনেক চিন্তার পর বলিল, "আমাদের বনে তোমায় নিয়ে যাব। আমাদের দেশের বনে।"

কিন্তু তখন কল্পনায় স্বপ্ন-রচনা করিবার সময়ই ছিল না। তখনই তাহাকে আর্ক বিশপের কাছে যাইতে হইবে—সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ফিরিতে হইবে। রোমের রক্ষি-সেনাদল যাহা খুসী করুক, কিন্তু কেহ যেন তাহার মুষ্টির পাল্লার মধ্যে না আসে। যদি লৌহ-বর্ম্ম ধারণ করিয়াও কেহ তাহার কার্য্যে বাধা দিতে আসে তবে তাহারও রক্ষা নাই। তাহার প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাতে লৌহ-বর্ম্ম চূর্ণ হইবে, আর সেই ব্যক্তিরও দেহে প্রাণ থাকিবে না।

তাহার এই উক্তি শুনিয়া লিজিয়া সতর্ক অঙ্গুলি তুলিয়া বলিল, "উরসস্, তুমি কাকেও খুন করতে পারবে না।"

লিজীয় বীর তাহার শালতরুর মত দুই বিপুল বলশালী বাহু পরস্পর আবদ্ধ করিল। সে বিড়বিড় করিয়া কি যেন বলিল। লিজিয়াকে ত যে কোনও উপায়ে উদ্ধার করিতেই হইবে। যদি তাহাতে কোনও অত্যাহিত ঘটে, পরে অনুশোচনা করিলেই চলিবে। সে ত্রাণকর্ত্তাকে কোনওরূপে অসম্মান করিতে চাহে না—পারিবেও না।

অবশেষে সে তাহার রাণীকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "আচ্ছা, তাই হবে। এখন আমি আর্ক বিশপের কাছে যাচ্ছি।"

অ্যাক্‌টী তখন লিজিয়ার কণ্ঠলগ্ন হইয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিল। আবার তাঁহার মানসপটে এই কথা সমুদিত হইল যে, সিজারের প্রাসাদে

কুয়ো ভেডিস্ বা

রিপুর সুখ উপভোগের যত প্রকার উপদেশের প্রাচুর্য্যই থাকুক, যাহারা সত্যই দুঃখ নির্য্যাতন কষ্ট সহ্য করে তাহাদের আনন্দের কাছে, উহা নিষ্প্রভ এবং ক্ষণস্থায়ী। এ জগতের পরিচয় তিনি পূর্ব্বে পান নাই। তবে এই নব পরিচিত স্বর্গের আলোক-রশ্মি উপভোগের যোগ্য তিনি নহেন।

—নয়—

লিজিয়া সমগ্র অন্তর দিয়া পম্পোনীয়া গ্রেসিনাকে ভালবাসিত। তাই এখন সে পম্পোনীয়ার অভাব তীব্রভাবে অনুভব করিতে লাগিল। বাস্তবিকই অউলস পরিবারের অভাব তাহাকে পীড়িত করিয়া তুলিল। কিন্তু তাহার নৈরাশ্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। সত্যের বেদীমূলে সে আপনাকে উৎসর্গ করিতে যাইতেছে মনে করিয়া বরং সে এক প্রকার আনন্দের কোমল মাধুর্য্য অন্তরে উপলব্ধি করিতে লাগিল। অনির্দ্দিষ্ট জীবন যাত্রার পথে সে চলিয়াছে। সত্যের অনুরোধেই আজ তাহার এই অবস্থা। এই ভাবে সে আত্মোৎসর্গ করিতে চলিয়াছে বলিয়া তাহার আত্মপ্রসাদ জন্মিল—এই ব্যাপারে সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের ইঙ্গিত রহিয়াছে বলিয়া তাহার মনে দৃঢ় নিশ্চিন্ততার শান্তি ক্রমে অনুভূত হইতে লাগিল। ভগবান তাঁহার একান্ত অনুরক্ত ভক্তকে রক্ষা করিবেন, এ বিশ্বাসও তাহার অন্তরে যেন আলোকপাত করিতে লাগিল। যদি এজন্য তাহাকে নির্য্যাতন ভোগ করিতে হয়, সে ভগবানের নামেই তাহা সহ্য করিবে। যদি এজন্য অকস্মাৎ মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়, যীশুখৃষ্ট তাহাকে সর্ব্বনিয়ন্তার চরণতলে পৌঁছাইয়া দিবেন। তারপর যখন একদিন পম্পোনীয়ার মৃত্যু হইবে, তখন তাঁহার সহিত চিরতরে সে সম্মিলিত হইতে পারিবে।

দিবার আলোক উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। অ্যাক্‌টী লিজিয়াকে বিশ্রামের জন্য উপদেশ দিতে লাগিলেন। সারা রজনী সে ত অনিদ্রায় যাপন করিয়াছে। লিজিয়া এ প্রস্তাবে আপত্তি জানাইল না। লিজিয়া অ্যাক্‌টীর সহিত তাহার সুসজ্জিত শয়নকক্ষে শয়ন করিল। একই শয্যায় উভয়ে পাশাপাশি শয়ন করিল। কিন্তু ক্লান্ত হইলেও অ্যাক্‌টীর নয়নে নিদ্রা আসিল না। বিষাদভারে তাঁহার জীবন অনেকদিন হইতে অবসন্ন হইলেও অশান্তির নূতন অভিজ্ঞতা তাঁহার চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল। এতদিন এই অভ্যস্ত জীবনযাত্রাই তাঁহার কাছে চরম বলিয়া বিবেচিত হইত। কাল কি হইবে তাহা তিনি ভাবিতে জানিতেন না। কিন্তু আজ তাঁহার কাছে মনে হইল, এরূপ জীবন অতি অমর্য্যাদাকর। তাঁহার মস্তিষ্ক নানা ভাবধারার চাপে যেন কেমন হইয়া গেল। তাঁহার শাসনদৃষ্টির সম্মুখে আমোদের তোরণ উন্মুক্ত হইয়া আবার রুদ্ধ হইয়া যাইতেছিল। কিন্তু যখনই তোরণ মুক্ত হইতেছিল, উজ্জ্বল আলোকধারা তাঁহার দৃষ্টির বিভ্রম উৎপাদন করিতেছিল—তিনি যেন কিছুই দেখিতে পাইতেছিলেন না। কিন্তু সেই ক্ষণিক-দৃষ্ট আলোকপ্রবাহের প্রভাবে তাঁহার মনে হইতেছিল, যেন উহাতে এক অবর্ণনীয় আনন্দের তৃপ্তি নিহিত আছে। ঐ আলোকের কাছে আর সবই যেন নিষ্প্রভ, দ্যুতিহীন। এখন যদি এমনও ঘটিত যে, পপিয়ার সান্নিধ্য এড়াইয়া সিজার তাঁহার কক্ষে আসিয়া দাঁড়াইতেন, অ্যাক্‌টী তাহা শুভাশিস বলিয়া হয়ত গ্রহণ করিতে পারিতেন না। অকস্মাৎ তাঁহার মনে হইল, যে সিজারকে তিনি প্রাণ ভরিয়া ভালবাসেন—যাঁহাকে তিনি দেবতা ভাবিয়া পূজা করেন, তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে ক্রীতদাসের অধিক নহেন; এই প্রাসাদের মর্ম্মর অলিন্দ ও কক্ষগুলিও শুধু পাথরের নুড়ি ছাড়া আর কিছুই নহে।

লিজিয়ার কথা চিন্তা করিতে করিতে তিনি তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলেন।

তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল, "সত্যিই ত লিজিয়া ঘুমুচ্ছে! কেমন করে ঘুমুতে পারে! আহা বেচারা এখনও শিশু বললেই চলে।"

কিন্তু এই বালিকা আত্মসম্মান বিসর্জ্জন করার তুলনায় দুঃখকে শ্রেয়ঃ বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছে।

তিনি তাহার দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "এই কুমারীর সঙ্গে আমার কত তফাত!"

তথাপি এই তরুণীর জন্য তাঁহার মনে ঈর্ষা জাগিল না। তিনি সন্তর্পণে নিদ্রিতা তরুণীর কাল কেশরাজি চুম্বন করিলেন। তাহার জন্য অনুকম্পা তাঁহার হৃদয়ে অজস্রধারায় প্রবাহিত হইল। দ্বিপ্রহরের দিকে লিজিয়ার নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে চারিদিকে বিস্ময়স্তম্ভিত দৃষ্টিতে একবার চাহিল। তাহার যেন মনে হইল, অউলস পরিবারের নিরাপদ গৃহে সে নাই।

যুবতী অ্যাক্টীর দিকে চাহিয়া বলিল, "অ্যাক্টী, আপনি বুঝি ওখানে?"

"হ্যাঁ, লিজিয়া, আমি।"

"সন্ধ্যা হয়ে এসেছে নাকি?"

"না, বাছা, এখন অপরাহ্নকাল!"

"উরসস্ ফিরে এসেছে কি?"

"না। তোমার মনে নেই। সে আজ রাত্রিতে তোমার দোলা চৌকী দেবে কথা ছিল।"

"হ্যাঁ, ঠিক কথা।"

শয়ন-গৃহ ত্যাগ করিয়া উভয় নারী স্নানাগারে গমন করিল। স্নান শেষে উভয়ে আহার করিল। তারপর প্রাসাদসংলগ্ন উদ্যানে উভয়ে গমন করিল। সেখানে অপর কাহারও আগমন-আশঙ্কা তখন ছিল না। কারণ, সিজার ও তাঁহার বন্ধুবর্গ তখন গাঢ় নিদ্রায় অচেতন অবস্থায় রহিয়াছেন। উদ্যান মধ্যে শ্বেত-মর্ম্মরের মূর্ত্তিগুলি লিজিয়া দেখিল। অসংখ্য উৎস হইতে জলধারা নির্গত হইতেছিল। সরোবরের জলে রাজহংস সকল কেলি করিতেছিল।

খানিক পদচারণার পর উভয়ে এক সাইপ্রেস কুঞ্জের ছায়ায় উপবেশন করিল। উভয়ে তখন লিজিয়ার আসন্ন পলায়ন সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিল। ক্রমেই অ্যাক্‌টীর মনে পলায়নের সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই সুন্দরী তরুণীর জন্য সমবেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল, এইরূপ দুঃসাহসিক ব্যাপারে ঝাঁপ না দিয়া, ভিনিসিয়সের প্রভাবের উপর নির্ভর করা সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ ছিল।

অ্যাক্‌টী বলিলেন, "লিজিয়া, তোমার কি মনে হয় না যে, ভিনিসিয়সকে যদি আমরা অনুরোধ করি, তিনি তোমাকে পম্পোনীয়ার কাছে পাঠিয়ে দিতে পারেন?"

"না। অবশ্য অউলসের বাড়ীতে তিনি আর এক রকম মানুষ ছিলেন সত্যি; খুব ভাল লোকই বলে মনে হয়েছিল; কিন্তু এই ভোজের উৎসব থেকে তাঁকে আমার ভারী ভয়। তাঁর সাহায্য না নিয়ে বরং সোজা আমি অউলসের বাড়ী যাওয়া ঢের নিরাপদ মনে করি।"

লিজিয়ার মস্তকে চুম্বন রেখা মুদ্রিত করিয়া অ্যাক্‌টী বলিলেন, "অথচ অউলসের বাড়ীতে তুমি তাঁকে ভালবেসেছিলে ত?"

"সে কথা ঠিক্।"

অ্যাক্‌টী কয়েকমুহূর্ত্ত কি চিন্তা করিলেন। তারপর বলিলেন, "তুমি আমার মত ক্রীতদাসী নও। তুমি রাজার মেয়ে, এখানে জামীনস্বরূপ আছ। তা ছাড়া অউলস পরিবার তোমাকে নিজের মেয়ের মত ভালবাসেন। হয়ত একদিন তাঁরা তোমাকে পোষ্য-কন্যারূপে গ্রহণ করতে পারেন। সুতরাং ভিনিসিয়স তোমাকে বিয়ে করতে পারেন, লিজিয়া!"

হতাশাপূর্ণ কণ্ঠে লিজিয়া বলিল, "তবু আমি ওঁর সাহায্য না নিয়ে বরং অউলসের বাড়ী সোজা যেতে রাজি।"

"আমি কি ভিনিসিয়সের কাছে গিয়ে বলে আস্‌ব, ভিনিসিয়স, লিজিয়া রাজার মেয়ে। মহাপুরুষ অউলসের পালিতা কন্যা। তুমি যদি তাকে সত্য ভালবাস, তবে তাকে অউলসের কাছে ফিরিয়ে দেও। তারপর সেখানে গিয়ে তুমি তার পাণি প্রার্থনা কর।"

তরুণী অত্যন্ত মৃদু অস্পষ্ট স্বরে বলিল, "না। তারচেয়ে আমাকে পালিয়ে যেতে দিন।"

এই সময়ে মনুষ্য পদশব্দে তাহাদের আলোচনা ব্যাহত হইল। কাহারা আসিতেছে দেখিবার জন্য অ্যাক্‌টী মুখ বাড়াইতেই, ক্রীতদাসী পরিবৃতা পপিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। অগষ্টার শিরোপরি দুইজন ক্রীতদাসী উট পক্ষীর পালকের পাখার বাতাস করিতেছিল। আর একজন ইথিওপীয় ক্রীতদাসী রক্তবর্ণ বস্ত্রাবৃত এক শিশু ক্রোড়ে করিয়া রাখিয়াছিল। তাহার বক্ষোদেশ স্তন্যভারে বিদীর্ণ হইবার উপক্রম করিতেছিল।

পপিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন।

তিনি বলিলেন, "অ্যাক্‌টী, তুমি এই পুতুলটার জন্ত যে ঘণ্টা সেলাই করে দিয়েছিলে, খুকী তা ছিঁড়ে ফেলেছে। ঘণ্টাটা ও মুখের মধ্যে দিয়ে ফেলেছিল, ভাগ্যি ভাল যে, লিলিথ দেখে ফেলেছিল।"

বক্ষোদেশে উভয় কর স্থাপন করিয়া ঈষৎ নতশিরে অ্যাক্‌টী বলিলেন, "রাণি, আমার অপরাধ নেবেন না।"

তখন পপিয়া লিজিয়ার দিকে নেত্রপাত করিলেন।

তিনি প্রশ্ন করিলেন, "এই ক্রীতদাসীটা কে?"

"মহামান্তা অগষ্টা, ইনি ক্রীতদাসী নন। উনি পম্পোনীয়া গ্রেসিনার পালিতা কন্তা, লিজিয়ার রাজকন্তা। রোমে উনি জামীনস্বরূপ আছেন।"

"উনি কি তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন?"

"না, অগষ্টা। পরশু দিন হতে উনি এই প্রাসাদেই আছেন।"

"ভোজের উৎসবে উনি ছিলেন নাকি?"

"হ্যাঁ, ছিলেন।"

"কার আদেশে?"

"সিজারের হুকুমে।"

এই কথা শুনিবার পর পপিয়া আরও মনোযোগ সহকারে তরুণীকে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার ললাটদেশ ঈষৎ কুঞ্চিত হইল। সিজারের কাছে তাঁহার অমোঘ প্রতাপ ও প্রাধান্ত। এজন্ত সকল সময়েই তাঁহার আশঙ্কা ছিল, অপর কেহ আসিয়া তাঁহার স্থান অধিকার করিয়া না বসে। কারণ, একদিন তিনি তাঁহার রূপ ও যৌবনের প্রভাবে অক্টেভিয়াকে স্থানচ্যুত করিয়াছিলেন।

একবার দেখিয়াই তিনি লিজিয়ার অপরূপ লাবণ্য ও সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইলেন।

আপন মনেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "মেয়েটি সত্যই দেবকন্যার মত রূপসী। ভেনস ছাড়া এমন সুন্দরী মেয়ের জননী আর কেউ হতে পারে না। মেয়েটি আমার মতই সুন্দরী, তবে আমার চেয়েও তরুণী!"

নয়নে চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইলেও, পপিয়া বেশ শান্ত সংযত ভাবে লিজিয়ার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "সিজারের সঙ্গে আপনার কথাবার্ত্তা হয়েছিল?"

"না, অগষ্টা।"

"অউলসের বাড়ীতে না থেকে, এখানে আপনি এলেন কেন?"

"আমার এখানে আসবার কোন কথা ছিল না। পেট্রোনিয়সের কথামত সিজার আমাকে পম্পোনীয়ার কাছ থেকে এখানে আনিয়েছেন। স্বেচ্ছায় আমি আসিনি, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই এখানে আসতে হয়েছে।"

"তা হ'লে আপনি পম্পোনীয়ার কাছে ফিরে যেতে চান?"

এমন কোমল কণ্ঠে এই প্রশ্ন করা হইল যে, লিজিয়ার মনে আশার সঞ্চার হইল।

দুইবাহু প্রসারিত করিয়া লিজিয়া বলিল, "অগষ্টা, সিজার আমাকে ভিনিসিয়সের হাতে ক্রীতদাসীর মত অর্পণ করতে চান। আপনি কি দয়া করে আমাকে পম্পোনীয়ার কাছে ফেরত পাঠাতে পারেন না?"

"তা হ'লে পেট্রোনিয়সই সিজারকে পরামর্শ দিয়েছেন যে, আপনাকে অউলসের কাছ থেকে এনে ভিনিসিয়সের হাতে অর্পণ করা হোক?"

"হ্যাঁ, তাই। ভিনিসিয়স্ আজই লোক পাঠিয়ে সন্ধ্যার সময় আমায় নিয়ে যাবেন। কিন্তু আপনি দয়া করুন। আমার অবস্থা বুঝে আমার প্রতি সদয় হোন্।"

লিজিয়া নতদেহে পপিয়ার বসনপ্রান্ত চাপিয়া ধরিয়া, কম্পিত-হৃদয়ে তাঁহার আদেশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। পপিয়া তাহার দিকে কটাক্ষ-পাত করিলেন। তাঁহার আননে দুষ্ট হাস্যরেখা প্রতিভাত হইল।

তিনি বলিলেন, "তা হ'লে, আমি শপথ করে বল্‌ছি, আজই যাতে আপনি ভিনিসিয়সের ক্রীতদাসী হতে পারেন, সে ব্যবস্থা আমি করব।"

আর না দাঁড়াইয়া পদোচিত মর্য্যাদায় পদক্ষেপ করিয়া মূর্ত্তিমতী পাপের মত তিনি সে স্থান ত্যাগ করিলেন। শিশু তখন উচ্চরবে কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সেই শব্দ অ্যাক্‌টী ও লিজিয়ার কাণে ভাসিয়া আসিল। লিজিয়ার চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইল—সে অ্যাক্‌টীর করপল্লব চাপিয়া ধরিল।

সে বলিল, "চলুন, যেখান থেকে সকলের আশ্রয় মেলে, আমরা সেই আশ্রয়ের আশায় চেয়ে থাকি।"

উভয়ে উদ্যান ত্যাগ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। তথায় তাহারা কর্ণ উন্মুক্ত করিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে পদশব্দ শ্রবণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তখন আলোচনা স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল, সম্পূর্ণ নীরবতা বিরাজ করিতেছিল—এই নীরবতা যেমন ভীষণ, তেমনই ভয়াল। সন্ধ্যা সমাগমের সঙ্গে সঙ্গেই দরজার দোদুল্যমান যবনিকা সরিয়া গেল। সেই সঙ্গে বসন্তক্ষতচিহ্নিত মুখ এক ব্যক্তি কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিল। লিজিয়া তাহাকে চিনিত। পম্পোনীয়ার ভবনে এই ব্যক্তিকে সে পূর্ব্বে দেখিয়াছিল। এ ব্যক্তির নাম আটাসিনস্। ভিনিসিয়সের কাছে এই ব্যক্তি চাকরী করিত। এখন সে আর ক্রীতদাস ছিল না। অ্যাক্‌টী তাহাকে দেখিয়াই অস্ফুটধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

লোকটি অবনত-শিরে অভিবাদন করিয়া বলিল, "মার্কস ভিনিসিয়সের কাছ থেকে মহামান্যা দেবী লিজিয়ার কাছে আমি আসছি। তাঁর পুষ্পমাল্য শোভিত ভবনে ভোজনের টেবলে আপনাকে পাবার আশায় তিনি বসে আছেন।"

লিজিয়া বলিল, "আমি প্রস্তুত।"

কিন্তু তাহার ওষ্ঠাধর তখন রক্তহীন হইয়া গিয়াছিল। অ্যাক্‌টার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া লিজিয়া বিদায় প্রার্থনা করিল।

—দশ—

সত্যই ভিনিসিয়সের প্রাসাদোপম ভবন পত্র-পুষ্পে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। প্রাচীর-গাত্রে আইভীলতা, দরজা ও বাতায়নের চারিদিকে পুষ্পমাল্য এবং দ্রাক্ষাগুচ্ছ দুলিতেছিল। নানাবিধ বিচিত্র আধারে প্রজ্বলিত বাতি রক্ষিত হইয়াছিল। গন্ধ-পুষ্পের সুবাসে সমগ্র ভবনটি আমোদিত হইতেছিল।

ভোজনকক্ষে চারিজনের উপযুক্ত টেবলের উপর বিচিত্র বসন আচ্ছাদিত করা হইয়াছিল। ভিনিসিয়স তাঁহার মাতুল পেট্রোনিয়স এবং ক্রাইসোথেমিস্‌কে আহারে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। চারিজনে একত্র আহার করিবেন, ইহাই ছিল ব্যবস্থা।

ভিনিসিয়স সকল বিষয়েই পেট্রোনিয়সের পরামর্শানুসারে কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহারই উপদেশ মত, ভিনিসিয়স স্বয়ং লিজিয়াকে আনিবার জন্য গমন করেন নাই। দাসত্বমুক্ত আটাসিনসকেই সহচরগণসহ লিজিয়াকে আনয়নের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল।

পেট্রোনিয়স বলিতেছিলেন, "তুমি কাল রাত্রিতে মদ খেয়ে একেবারে, চুর হয়েছিলে। তোমাকে আমি মাতাল হতে দেখেছিলাম। সব বিষয়ে বাড়াবাড়ি ভাল নয়। বিশেষতঃ তেজী মদ একটু একটু করে পান করতে হয়। একবারে ঢক ঢক করে গেলাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আরও একটা কথা মনে রেখ, নিজের বাসনা সফল করতে যাওয়ার সুখ আছে বটে, কিন্তু তার চেয়েও কাম্য কি জান? যাকে পেতে চাও, তার মনেও পাবার বাসনা জাগ্রত করে তোলা।"

এ বিষয়ে ক্রাইসোথেমিস্ অন্য প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিল। তখন পেট্রোনিয়স তাহাকে যুক্তির দ্বারা বিষয়টা বিশদভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন।

তারপর ভাগিনেয়ের দিকে মুখ ফিরাইয়া তিনি বলিলেন, "তোমার প্রণয়িনীর মনে আগে বিশ্বাস উৎপাদনেরই চেষ্টা করবে। তার মনে অনুকূল সরসতা সঞ্চারের চেষ্টাই আগে করা দরকার। সেজন্য তোমার অন্তরের মহত্ত্ব তাকে বুঝতে দেওয়ার অবকাশ দেওয়া দরকার। আমি মৃত্যুর পর ভোজের সভায় যোগ দিতে চাইনে, তা বলে রাখছি। যদি দরকার বোঝ তার কাছে অঙ্গীকার করবে যে, পম্পোনীয়ার কাছে তুমি তাকে দিয়ে আসতে রাজি আছ। সে আগামী কল্য তোমার এখানে থাকতে চাইবে কিনা, সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে তোমার ব্যবহারের উপর। গত পাঁচ বছর ধরে আমি এই রকম ভাবে ঐ কপোতীটির সঙ্গে ব্যবহার করে আসছি।" তিনি এই বলিয়া ক্রাইসোথেমিসকে দেখাইলেন।

তারপর বলিলেন, "এ পর্যন্ত আমি কোন দিন ঐ নারীর আগ্রহের অভাব অনুভব করি নি।"

তরুণী তাহার হস্তধৃত ময়ূরপুচ্ছের পাখার দ্বারা পেট্রোনিয়সের স্কন্ধদেশে আঘাত করিল। তারপর বলিল, "তুমি এমন কথাও বলবে যে, আমি কোনদিন তোমায় বাধা দেইনি ?"

"সেটা শুধু আমার পূর্ব্ববর্ত্তীর জন্ম।"

"তুমি কোনদিন আমার চরণতলে পড়োনি ?"

"সে শুধু অঙ্গুরীয় পরাবার জন্ম।"

ক্রাইসোথেমিস্ অমনই তাহার চরণযুগলের দিকে চাহিল। প্রত্যেক অঙ্গুলিতে হীরকাকীর্ণ অঙ্গুরীয়গুলি ঝকমক করিতেছিল। যুবতী সেইদিকে পেট্রোনিয়সের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া উচ্চরবে হাসিয়া উঠিল।

কিন্তু ভিনিসিয়সের কর্ণে এই সকল আলোচনার একটি বর্ণও প্রবেশ করে নাই। সিরীয় পুরোহিতের পরিচ্ছদের অন্তরালস্থিত তাহার বুকের মধ্যে হৃদ্‌পিণ্ড অত্যন্ত অনিয়মিতভাবে স্পন্দিত হইতেছিল।

ভিনিসিয়স যেন আত্মগত ভাবেই বলিয়া উঠিলেন, "এতক্ষণে বোধ হয় প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পড়েছে।"

পেট্রোনিয়স মন্তব্য করিলেন, "নিশ্চয়ই। ওদের প্রতীক্ষার অ[illegible] তোমাকে টায়ানার এপলোনিয়সের ভবিষ্যদ্বাণী বা রুফিনসের ইতি[illegible]সের গল্পটা বলি। তুমি কোন্‌টা শুনতে চাও বল ত ?"

টায়ানার এপলোনিয়স্, রুফিনসের সম্বন্ধে ভিনিসিয়সের কিছুমাত্র কৌতূহল তখন ছিল না। তাঁহার চিত্ত তখন লিজিয়াময়। বাড়ীতে লিজিয়ার অভ্যর্থনা করাই সঙ্গত হইবে মনে করিয়া তিনি বাড়ীতেই তাহার প্রতীক্ষায় ছিলেন বটে ; কিন্তু তাঁহার মনে হইতে লাগিল, প্রাসাদে তিনি স্বয়ং গিয়া যদি তাহাকে আনিতেন, তাহা হইলে ভাল হইত। তাহা হইলে লিজিয়ার শিবিকার পাশে পাশে তিনি বসিয়া আসিতে পারিতেন।

এই সময় কয়েকজন ক্রীতদাস অগ্নিকুণ্ডে সুগন্ধি কাষ্ঠ ফেলিয়া দিয়া গেল।

"এতক্ষণ বোধহয় তারা কারিণীর মোড় ছাড়িয়েছে।"

ক্রাইসোথেমিস্ বলিয়া উঠিল, "ওঁর মনে শান্তি আস্‌ছে না। হয় ত উনি পথে ওদের সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে পড়তে পারেন। আর তা হলে ওদের সঙ্গে দেখা নাও হতে পারে।"

লজ্জিতভাবে ভিনিসিয়স কহিলেন, "না, না, আমি যাব না।"

পেট্রোনিয়স একবার স্কন্ধের ঝাঁকানি দিলেন।

তিনি বলিলেন, "দার্শনিক মনোবৃত্তি ওর নেই। ওকে কোন দিনই আমি মানুষ করে গড়তে পারব না।"

ভিনিসিয়স তাঁহার মাতুলের কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

তিনি বলিলেন, "এতক্ষণ মোড় পার হয়ে গেছে।"

সত্যই শোভাযাত্রা তখন মোড় ফিরিয়া কারিণীর দিকে চলিতেছিল। মশালধারীদিগের সম্মুখে দোলা তখন ছিল। আটাসিনস্ সকল দিক পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। অতি ধীরে ধীরে শোভাযাত্রা অগ্রসর হইতেছিল। কারণ, সহরের এই অংশে রাজপথে আলোক জ্বলিতেছিল না। শুধু মশালধারীদিগের ক্ষীণ আলোকে রাজপথ ভাল দেখা যাইতেছিল না। যে পথে শোভাযাত্রা আসিতেছিল, তথায় জন-মানব বড় একটা দেখা যাইতেছিল না। বড় বড় রাজপথ অবশ্য জনাকীর্ণ। কিন্তু শোভাযাত্রা গলিপথেই চলিতেছিল। এই পথের সহিত আরও অনেক সঙ্কীর্ণ গলিপথ আসিয়া পড়িতেছিল। সেই সকল পথ হইতে তিন চারিজন করিয়া লোক কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে অঙ্গ আবৃত করিয়া ক্রীতদাসদিগের সহিত মিশিয়া যাইতেছিল। তাহাদের হাতে মশাল ছিল না। বিপরীত দিক হইতেও

কয়েকটি দলের লোকজন আসিতেছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মাতালের মত টলিতে টলিতে আসিতেছিল। তাহাতে শোভাযাত্রীরা গমনে বাধা পাইতেছিল।

তখন মশালধারীরা তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিল, "পথ দাও হে! মার্কস্ ভিনিসিয়সের জন্য পথ করে দাও।"

লিজিয়া শিবিকার যবনিকার অন্তরাল দিয়া এই সকল লোককে দেখিতে পাইতেছিল। তাহার চিত্তে তখন আশা ও নিরাশার দ্বন্দ্ব চলিতেছিল।

সহসা তাহার ওষ্ঠাধর কম্পিত হইল। সে আপন মনে বলিয়া উঠিল, "ঐ যে সে! ঐ ত উরসস্। আর ওর সঙ্গে খৃষ্টান বন্ধুরাও আছেন দেখছি। ওরা এখুনি কাজ আরম্ভ করবে। যীশুর দয়ায় আমরা সবাই যেন রক্ষা পাই।"

আটাসিনস এতক্ষণ নবাগত দলকে লক্ষ্য করে নাই। কিন্তু তাহাদের সংখ্যাধিক্য দেখিয়া সে যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল। মশালধারীরা বারংবার চীৎকার করিয়া বলিতেছিল, "মাননীয় সৈনিক পুরুষের দোলা থেকে তফাত যাও।"

অবশেষে অপরিচিত লোকজন শিবিকার দিকে এমন চাপিয়া পড়িতে লাগিল যে, আটাসিনস তখন হুকুম দিল যে, লাঠির আঘাতে পথ পরিষ্কার করিয়া ফেলা হউক। অমনই শোভাযাত্রীদিগের সম্মুখভাগে একটা সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে সমস্ত আলোক নির্ব্বাপিত হইয়া গেল।

তখন আটাসিনস্ যেন অবস্থাটা বুঝিতে পারিল। এই আক্রমণ আকস্মিক নহে। পূর্ব্ব হইতেই এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল। ভয়ে সে থমকিয়া দাঁড়াইল। প্রত্যেক লোকই জানিত যে, সিজার এবং তাঁহার দলবল এইভাবে নগরোপকণ্ঠে নৈশক্রীড়া করিয়া থাকেন। এমনও অনেকবার

হইয়াছে যে, সিজার এইরূপ নৈশ-আক্রমণে নিজের দেহেও আঘাত পাইয়াছেন। এরূপ ক্ষেত্রে যে আত্মরক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকে, সে যদি সেনেটরও হয় তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য। পুলিশ থানার নিকটেও এমন ব্যাপার অনেকবার ঘটিয়া গিয়াছে। পুলিস কর্ম্মচারীরা এরূপ ব্যাপারে অন্ধ ও বধির সাজিয়া বসিয়া থাকেন।

এদিকে শিবিকার চারি পার্শ্বে হুড়াহুড়ি বাধিয়া গিয়াছিল, পরস্পরের মধ্যে ভীষণ সংঘর্ষ, প্রহার, চীৎকার প্রবলবিক্রমে চলিতেছিল! অকস্মাৎ আটাসিনসের মনে হইল, লিজিয়াকে রক্ষা করাই তাহার সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। তাহার লোকজনের অদৃষ্টে যাহা হয় ঘটুক, কিন্তু লিজিয়াকে সে সরাইয়া ফেলিবে। শিবিকার মধ্য হইতে সে লিজিয়াকে টানিয়া বাহির করিয়া তুলিয়া লইল এবং অন্ধকারে গা ঢাকিয়া সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করিল!

লিজিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "উরসস্, উরসস্!"

তাহার দেহে শ্বেত বস্ত্রাচ্ছাদন ছিল। সুতরাং অন্ধকারের মধ্যেও তাহাকে দেখিবার অসুবিধা হইল না। আটাসিনস্ তাহার অঙ্গাবরণ দ্বারা লিজিয়ার দেহ আবৃত করিবার জন্য তাহার বাহু বিস্তৃত করিল। এমন সময় পশ্চাৎ দিক হইতে কেহ ভীম বিক্রমে তাহার স্কন্ধদেশ আকর্ষণ করিল—লাঠির আঘাত তাহার মস্তকে পতিত হইল। নিস্পন্দ ভাবে তাহার দেহ ভূতলে পড়িয়া গেল।

অধিকাংশ ক্রীতদাসই ভূশয্যা গ্রহণ করিয়াছিল। বাকি যাহারা, তাহাদের কতকাংশ নানাদিকে ছুটিয়া পলাইতে লাগিল। পথের প্রাচীরে মাথা ঠুকিয়া তাহাদেরও অনেকে ভূমিতলে পড়িয়া গেল।

শিবিকা তখন চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছিল। উরসস্ তখন লিজিয়াকে লইয়া সবহ্রা অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। তাহার সঙ্গীরাও যে যেদিকে পারিল সরিয়া গেল।

বাকি ক্রীতদাসরা ক্রমে ক্রমে ভিনিসিয়সের ভবনের সম্মুখে সমবেত হইতে লাগিল। তারপর তাহাদের মধ্যে পরামর্শ আরম্ভ হইল। ভয়ে তাহারা ভবন মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিতেছিল না। কিয়ৎকাল পরামর্শের পর তাহারা পুনরায় ঘটনার স্থানে ফিরিয়া গেল। সেখানে কতিপয় মৃতদেহ তাহারা দেখিতে পাইল। আর্টাসিনসের দেহও সেখানে পড়িয়াছিল। তাহার দেহে তখনও প্রাণ ধুক্ ধুক্ করিতেছিল। অল্পক্ষণ পরেই সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

আটাসিনসের মৃতদেহ বহন করিয়া ক্রীতদাসরা পুনরায় ভিনিসিয়সের গৃহদ্বারে আসিয়া থামিল। এখন কি করিয়া তাহারা প্রভুর কাছে সংবাদ দিবে, ইহাই সমস্যা দাঁড়াইল।

অনেকে প্রস্তাব করিল, "গুলো গিয়ে খবরটা দিক। আমাদের মত ওরও দেহে রক্তের দাগ আছে। আমাদের মনিব ওকে ভালও বাসেন। মনিবের কাছে আমাদের যতটা ভয় আছে, ওর ততটা নেই।"

গুলো একজন জার্মান। ভিনিসিয়সকে সে বাল্যকাল হইতে লালন পালন করিয়াছিল। ভিনিসিয়সের মাতা তাহার পুত্রকে এই ক্রীতদাসটিকে উপহার দিয়াছিলেন। বৃদ্ধ গুলো বলিল, "হ্যাঁ, আমিই গিয়ে খবরটা দিচ্ছি। তবে তোমরাও কেউ কেউ আমার সঙ্গে চল। কারণ, সব রাগটা একা আমার ওপর তা হ'লে পড়বে না।"

এদিকে পেট্রোনিয়স এবং ক্রাইসোথেমিসের বিদ্রূপ উপহাসে ভিনিসিয়স অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি ক্রমাগত চঞ্চল চরণে এদিক ওদিক

করিতে করিতে বারংবার বলিতেছিলেন, "এতক্ষণ তাদের এখানে এসে পৌছান উচিত ছিল! এতক্ষণ নিশ্চয় আসা উচিত!"

ব্যস্তভাবে তিনি বাহিরে যাইতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু পেট্রোনিয়স বাধা দিলেন।

এমন সময় পার্শ্বস্থ কক্ষে পদশব্দ শ্রুতিগোচর হইল। প্রাচীরের পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া ক্রীতদাসগণ হাত তুলিয়া বেদনাতুরকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ওঃ! ওঃ!"

বজ্রগর্জ্জনে ভিনিসিয়স বলিলেন, "লিজিয়া কোথায়?"

গুলো সম্মুখে অগ্রসর হইয়া কাতর কণ্ঠে বলিল, "হুজুর চেয়ে দেখুন, আমাদের সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে। রক্ত ঝরছে, হুজুর! আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলুম, হুজুর তাঁকে রক্ষা করবার জন্ত যথাসাধ্য করেছি! এই দেখুন—রক্ত?"

আর কোন কথা বলিবার অবকাশ মিলিল না। ভিনিসিয়স একটা ব্রোঞ্জ নির্ম্মিত বাতির আধার তুলিয়া গুলোর মাথায় আঘাত করিলেন। তারপর দুই হাতে তাঁহার মাথা চাপিয়া ধরিয়া, অঙ্গুলি দ্বারা কেশাকর্ষণ করিতে করিতে তিনি পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন। "কি দুর্ভাগ্য, আমি! কি দুর্ভাগ্য!"

তাঁহার মুখমণ্ডল উদ্দীপ্ত, দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত, মুখবিবরে ফেনপুঞ্জ উদ্গত হইতেছিল।

পিশাচের ন্যায় ভীষণ কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "বেত নিয়ে এস।"

ক্রীতদাসরা সকরুণ আর্ত্তনাদ করিয়া বলিল, "আমাদের প্রাণে মারবেন না, হুজুর।"

পেট্রোনিয়স্ বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া আসন ত্যাগ করিলেন।

তিনি বলিলেন, "ক্রাইসোথেমিস চল। তোমার যদি মাংস খাবার লোভ থাকে, চল কশাইখানায় নিয়ে যাই।"

উভয়ে কক্ষত্যাগ করিলেন।

তাঁহাদের পশ্চাতে, পুষ্পমাল্যশোভিত ভবন ক্রীতদাসদিগের আর্ত্তনাদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। এই অবস্থা সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত চলিল।

—এগার—

ভিনিসিয়স্ সে রাত্রিতে একটুও বিশ্রাম করিতে পাইলেন না। ক্রীতদাসদিগের অঙ্গে বেত্রাঘাত করার ফলে তাহাদের আর্ত্তনাদেও তাঁহার ক্রোধ এবং দুঃখ সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিল না। তিনি তখন আর একদল ক্রীতদাসকে সঙ্গে লইয়া অনেক রাত্রিতে লিজিয়ার অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। তিনি বিভিন্ন পল্লী, বিভিন্ন পথের সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিলেন। তারপর রাজধানীর চারিদিকে অনুসন্ধান করিয়া ফাব্রিসিয়স সেতু পার হইয়া দ্বীপটা ঘুরিয়া দেখিলেন। অবশেষে টাইবার নদের অপর পারে গিয়াও অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অনুসন্ধানের ফলে তিনি লিজিয়াকে পাইবার কোনও সম্ভাবনা দেখিলেন না। পাইবার আশাও তাঁহার ছিল না। তবে রাত্রির ভীষণতা এড়াইবার জন্যই এইরূপ উদ্দেশ্য অন্বেষণ।

গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের পরই উষার উদয় হইল—সেই সময় অশ্বতর যোজিত শকটে মালীরা উদ্যানজাত দ্রব্যাদি লইয়া পথে বাহির হইয়াছিল, রুটীওয়ালারা সবে তখন দোকান খুলিতেছে। বাড়ী ফিরিয়া সর্ব্বপ্রথম

তিনি গুলোর মৃত দেহ অপসারিত করিলেন। এতক্ষণ কেহই সাহস করিয়া সে দেহ স্পর্শ করে নাই। তাহার পর যে সকল ক্রীতদাসের নিকট হইতে লিজিয়া অপহৃতা হইয়াছিল, তাহাদিগকে গ্রাম্য কারাগারে প্রেরণ করিলেন (এইরূপ দণ্ড মৃত্যুদণ্ডের মতই ভয়াবহ)। অবশেষে তিনি একখানি কৌচে দেহভার বিন্যস্ত করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি উপায়ে লিজিয়াকে আবিষ্কার করিয়া আবার বন্দিনী করিবেন।

তাহাকে ত্যাগ করা বা তাহার আশা নিশ্চিতরূপে পরিত্যাগ করা তাঁহার কাছে সম্পূর্ণ অসম্ভব! এইরূপ চিন্তা উদিত হইবামাত্রই ক্রোধ তাঁহার প্রেমকে যেন অভিভূত করিয়া ফেলিল। জীবনে সর্ব্বপ্রথম তাঁহার দুর্দ্দমনীয় বাসনার সহিত তাঁহার ক্ষমতাগর্ব্বিত প্রকৃতির সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। না, তিনি কোনও মতেই অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। লিজিয়াকে পাইবার জন্য তাঁহার আগ্রহ বর্দ্ধিত হইল—এমন আগ্রহ তিনি পূর্ব্বে কখনও অনুভব করেন নাই। তাঁহার মনে হইল, লিজিয়া বিহনে জীবন ধারণ অসম্ভব। তিনি ভাবিয়া পাইলেন না, কেমন করিয়া লিজিয়া-বিহীন জীবন তিনি দিনের পর দিন অতিবাহিত করিবেন। সময়ে সময়ে লিজিয়ার বিরুদ্ধে ক্রোধ পুঞ্জীভূত হইয়া তাঁহাকে পাগল করিয়া তুলিতেছিল। লিজিয়াকে চাই। এমন কি তাহার চুলের গুচ্ছ ধরিয়া টানিয়া আনিয়া, নিদারুণ যন্ত্রণা দিবার জন্যও তাহাকে চাই।

পরমুহূর্ত্তেই সেই তরুণীর কণ্ঠস্বর শুনিবার জন্য, তাহার অনিন্দ্যসুন্দর নয়নের দৃষ্টি দেখিবার জন্য, তাহার কমনীয় দেহলতার জন্য এমন তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল, যেন তিনি তাহার চরণ ধারণেও প্রস্তুত। তিনি তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন, মুষ্টিবদ্ধ হস্ত দন্তদ্বারা দংশন করিতে লাগিলেন। তারপর দুই হাতে ললাট টিপিয়া ধরিলেন। নানা রকম চিন্তা

তাঁহার মনে জাগিতে লাগিল। কে তাহাকে কি ভাবে হরণ করিয়া লইয়া গেল, তাহা তিনি ভাবিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কোনও নিশ্চিত মীমাংসায় আসিতে পারিলেন না। অবশেষে তাঁহার মনে হইল, নিশ্চয়ই অউলস লিজিয়াকে লইয়া গিয়াছেন। অন্ততঃ অউলস নিশ্চয়ই জানেন, তাহাকে কোথায় লুকাইয়া রাখা হইযাছে।

এই চিন্তা মনে উদিত হইবামাত্র ভিনিসিয়স্ লাফাইয়া উঠিলেন এবং তখনই অউলস ভবনে যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। অউলস যদি লিজিয়াকে তাঁহার হস্তে ফিরাইয়া না দেন, তাঁহার ভীতিপ্রদর্শনে কর্ণপাত না করেন, তাহা হইলে তিনি সোজা সিজারের কাছে যাইয়া জানাইবেন, বৃদ্ধ সেনাপতি সিজারের আদেশ অমান্য করিয়াছেন। ইহাতে অউলসের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হইবে। কিন্তু অগ্রে অউলসের নিকট হইতে লিজিয়ার আশ্রয়স্থান জানিয়া লইতে হইবে। অউলস যদি স্বেচ্ছায় তাঁহার হস্তে লিজিয়াকে অর্পণ করেন, তথাপি অউলসের উপর প্রতিশোধও লইতে হইবে। অবশ্য একথা সত্য, ভিনিসিয়সের পীড়ার সময়, অউলস তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? ভিনিসিয়স্ সেজন্য বৃদ্ধের সম্বন্ধে কোনও কৃতজ্ঞতা বা সম্ভ্রম-বুদ্ধি পোষণ করেন না। তাঁহার প্রতিশোধ-প্রবণ হিংস্র অন্তর তখন পম্পোনীয়ার নৈরাশ্য কল্পনা করিয়া যেন পরিতৃপ্ত হইতে চাহিল। অউলসের মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা সহ সম্রাটের সেনাদল যখন আসিবে, তখন পম্পোনীয়ার কি অবস্থা হইবে, তাহা ভাবিয়া তিনি মনে যেন আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। ভিনিসিয়সের মনে অণুমাত্র সন্দেহ হইল না যে, পেট্রোনিয়স প্রার্থনা জানাইলে সিজার তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন না। এমন অন্তরঙ্গ বন্ধুর প্রার্থনা কখনও বিফল হয়?

সহসা একটা ভীষণ সন্দেহ মনে আসিবামাত্র ভিনিসিয়সের হৃদ্‌যন্ত্রের স্পন্দন যেন থামিয়া গেল।

"যদি স্বয়ং সিজার লিজিয়াকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়া থাকেন?"

সকলেই একথা ভাল করিয়াই জানে, সিজার এইরূপ নৈশ আক্রমণে অভ্যস্ত। পেট্রোনিয়সও এই সব ব্যাপারে যোগ দিয়া থাকেন। সুন্দরী তরুণীদিগকে এই ভাবে অপহরণ করার রোগ সিজার ও পেট্রোনিয়সের আছে। সিজার এই ভাবে তরুণী হরণ করিয়া তাঁহার পল্লী প্রাসাদে প্রেরণ করেন, অথবা নিজের পছন্দ না হইলে, অন্তরঙ্গগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন। হয়ত লিজিয়ার অদৃষ্টেও তেমনই ব্যাপার ঘটিয়াছে। সিজার উৎসবকালে লিজিয়াকে দেখিয়াছিলেন। ভিনিসিয়সের মনে হইল, লিজিয়ার রূপে সিজার নিশ্চয়ই বিমোহিত হইয়া থাকিবেন। লিজিয়াকে হরণ করিয়া তিনি প্রাসাদে লইয়া যাইতে পারেন। তবে পেট্রোনিয়স বলিয়াছেন, নিরো পপিয়াকে অত্যন্ত ভয় করিয়া চলেন, তাহা ছাড়া এ রকম পাপকার্য্যে উপযুক্ত সাহসও তাঁহার এখন নাই।

ভিনিসিয়স চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, সিজার লিজিয়াকে যখন ভিনিসিয়সকে দান করিয়াছেন, তখন পম্পোনীয়া বা অউলস তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে কখনই সাহসী হইবেন না। সত্য কথা, এত সাহস কাহার হইবে? আচ্ছা, ঐ দীর্ঘাকার ভীষণ বলবান লিজিয়ানটা ভোজ-সভায় লিজিয়াকে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল। সে লোকটা ত লিজিয়াকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যায় নাই? না, না, সিজার ছাড়া এ দুষ্কার্য্য অপর কাহারও নহে।

যদি তাহাই হয়, তবে লিজিয়াকে তিনি চিরতরে হারাইলেন। অন্য কাহারও নিকট হইতে লিজিয়াকে বলপূর্ব্বক ছিনাইয়া লওয়া সম্ভবপর,

কিন্তু সিজারের নিকট হইতে কোনও সম্ভাবনাই নাই। অবশেষে ভিনিসিয়সের অনুভব হইল যে, লিজিয়া তাঁহার কত প্রিয়তমা। জল-নিমগ্নব্যক্তি শেষমুহূর্ত্তে যেমন তাহার অতীত কার্য্যাবলীকে স্মরণ করে, সেইরূপ ভাবে লিজিয়ার কথা ভিনিসিয়সের মনে পড়িতে লাগিল। তিনি যেন তাহাকে তাঁহার সম্মুখে দেখিতেছিলেন, তাহার প্রত্যেকটি কথা তাঁহার মনে পড়িতেছিল। তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে অউলস ভবনের উৎস সন্নিহিত দৃশ্য প্রতিভাত হইল। ভোজ-সভার কথাও মনে পড়িল। তাঁহার বোধ হইল, লিজিয়া যেন তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া রহিয়াছে। তাহার সুরভিত কেশদামের মৃদু সৌরভ যেন তাঁহার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিতে লাগিল। লিজিয়ার দেহের উত্তাপ যেন তিনি অনুভব করিলেন। ভোজ-সভায় তিনি লিজিয়ার পবিত্র ওষ্ঠাধরে যে চুম্বনরেখা মুদ্রিত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার মাধুর্য্য যেন তাঁহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। তাঁহার মনে হইল, কোনও দেবতা, কোনও নশ্বর মানবী লিজিয়ার মত নহে। আজ যেন সহস্রগুণ সৌন্দর্য্যের উৎস উৎসারিত করিয়া লিজিয়া তাঁহার কাছে প্রার্থনীয়া মনে হইল। নিরো এই তরুণীকে অধিকার করিয়াছেন, ইহা মনে হইবামাত্র ভিনিসিয়সের সর্ব্বদেহ যেন বেদনায়, যন্ত্রণায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহার ইচ্ছা করিতে লাগিল প্রাচীরগাত্রে মাথা ঠুকিয়া তিনি উহা বিদীর্ণ করিয়া ফেলেন। যদি প্রতিশোধ গ্রহণ অসম্ভব হয়, তাহা হইলে ভিনিসিয়স্‌ পাগল হইয়া যাইবেন বলিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল। পূর্ব্বে তাঁহার মনে হইয়াছিল, লিজিয়াবিহনে জীবন-ধারণ অসম্ভব। এখন মনে হইতে লাগিল, প্রতিশোধ গ্রহণ না করিয়া তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন না।

প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তাতেই তাঁহার চিত্তে কিছু সান্ত্বনা জন্মিল। তিনি বারংবার বলিতে লাগিলেন, "আমি তোমার ক্যাসিয়াস্‌ চেরিয়া হব!"

তারপর দেবমূর্ত্তির চতুষ্পার্শ্বস্থ ফুলের টব হইতে খানিক মৃত্তিকা লইয়া তিনি গৃহদেবতাদের শপথ লইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি নীরোর সর্ব্বনাশ না করিয়া নিরস্ত হইবেন না। এই কার্য্যের পর তাঁহার মনে হইল, এখন তাঁহার বাঁচিয়া থাকার একটা কারণ রহিল। অতঃপর প্যালেটাইন অভিমুখে তিনি যাত্রা করিলেন। অ্যাকৃটীর সহিত সাক্ষাৎ করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। হয়ত তাঁহার কাছ হইতে তিনি কোনও সংবাদ পাইতে পারেন।

পথে যাইতে যাইতে লিজিয়ার চিন্তা, প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তা, তাঁহার মনে একের পর আর উদিত হইতে লাগিল। তাঁহার এমনও মনে হইতে লাগিল যে, মিশরের পাষ্ট দেবীর পুরোহিতরা এমন বিদ্যা জানেন, যাহার প্রভাবে কোনও লোকের দেহে ব্যাধির উপদ্রব ঘটান সম্ভবপর। তিনি উহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া দেখিবেন। প্রাচ্যদেশে ইহুদীরা এমন যাদু-বিদ্যা জানে, যাহার প্রভাবে শত্রুর দেহে সহস্র ক্ষত উৎপাদন করা যায়। তাঁহার ক্রীতদাসদিগের মধ্যে বহুসংখ্যক ইহুদী আছে। বেতের চোটে তাহাদিগের নিকট হইতে এই গুপ্তবিদ্যা তাঁহাকে জানিয়া লইতে হইবে।

প্রাসাদ তোরণের কাছে আসিয়া তাঁহার মনে হইল যে, সামরিক রক্ষীরা যদি তাঁহাকে ভিতরে প্রবেশ করিতে বাধা প্রদান করে এবং যদি মনে করে তিনি নিরস্ত্র (তাড়াতাড়িতে তিনি সত্যই সশস্ত্র আসিতে পারেন নাই), সুতরাং তাঁহাকে বাধা দেওয়া সহজ, তাহা হইলে প্রমাণ হইয়া যাইবে যে, লিজিয়া সিজারের আদেশেই প্রাসাদে নীত হইয়াছে।

কিন্তু তোরণস্থিত প্রধান রক্ষী তাঁহাকে দেখিয়া বন্ধুত্বের অভিব্যক্তি-স্বরূপ মৃদু হাসিল। সে বলিল, "নমস্কার, মশাই। আপনি যদি সিজারের

সঙ্গে দেখা করতে এসে থাকেন তবে আপনাকে হতাশ হতে হবে। কারণ, বড় দুঃখের সময় আপনি এসেছেন।"

ভিনিসিয়স্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি ?"

"ক্ষুদে সিজার-দুহিতা হঠাৎ পীড়িত হয়েছেন। সিজার এবং অগষ্টা দুজনেই ছেলের কাছে রয়েছেন। চিকিৎসকরাও সেখানে আছেন।"

সত্যই ইহা সংঘাতিক অবস্থা। কারণ, এই দুহিতার জন্ম-গ্রহণের দিন সিজার মহানন্দে অভিভূত হইয়াছিলেন। সেনেটের সদস্যরা সেদিন প্রার্থনা করিয়াছিলেন, অগষ্টার বক্ষোদেশ যেন দেবতারা বিশেষ ভাবে রক্ষা করেন। এই জন্মোৎসব উপলক্ষে বিরাট আয়োজনও হইয়াছিল। নিরো এই সন্তানকে প্রাণ অপেক্ষাও ভালবাসিতেন। সন্তানের জন্মদান করিয়া পপিয়া নিজের আসন দৃঢ় করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার প্রভাবও অসাধারণ হইয়া উঠিয়াছিল।

এই শিশুর স্বাস্থ্যের উপর সাম্রাজ্যের ভাগ্য নির্ভর করিতেছিল। কিন্তু ভিনিসিয়স্ লিজিয়ার চিন্তায় এমনই বিভোর ছিলেন যে, সৈনিকের কথায় বিশেষ কর্ণপাত করিলেন না।

"অ্যাক্‌টীর সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন আছে" বলিয়া তিনি প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন।

অ্যাক্‌টীও তখন শিশুকে দেখিতে গিয়াছিলেন। সুতরাং ভিনিসিয়স্ তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের প্রতীক্ষায় রহিলেন। প্রায় মধ্যাহ্নের সময় তিনি ফিরিয়া আসিলেন।

অ্যাক্‌টীর হাত ধরিয়া কক্ষের মধ্যস্থলে তাঁহাকে টানিয়া আনিয়া ভিনিসিয়স্ বলিলেন, "অ্যাক্‌টী, লিজিয়া কোথায় ?"

তিরস্কারক্ষুণ্ণ কণ্ঠে অ্যাক্‌টী বলিলেন, "আপনাকে আমি ঐ প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম।"

ভিনিসিয়স্ শান্তভাবে প্রশ্ন করিবেন ভাবিয়াছিলেন। কিন্তু এই কথা শুনিবামাত্র দুঃখে ও ক্রোধে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আমি তাকে পাইনি। পথে যাবার সময় কে বা কাহারা তাকে হরণ করে নিয়ে গেছে।"

তারপর আত্মসংবরণ করিয়া তিনি অ্যাক্‌টীর কাছে মুখ সরাইয়া লইয়া নিষ্পিষ্ট দন্তের অন্তরাল হইতে বলিলেন, "অ্যাক্‌টী, যদি নিজের জীবন মূল্যবান মনে করেন, যদি কোন দুঃখ দুর্দ্দশা ডেকে আন্‌তে না চান, সত্য করে বলুন, সিজার কি তাকে হরণ করে এনেছেন?"

"সিজার গতকল্য এক মুহূর্ত্তের জন্যও প্রাসাদ ছেড়ে যান নি।"

"আপনি আপনার জননী ও দেবতাদের শপথ করে বলুন যে, লিজিয়া প্রাসাদে নেই।"

"মার্কস্, আমি আমার মার নাম করে বল্‌ছি, লিজিয়া এখানে নেই। আর সিজারও তাকে অপহরণ করেন নি। কাল থেকে শিশু অগষ্টা পীড়িত। নিরো এক মুহূর্ত্তের জন্য তার দোলা ছেড়ে যাননি।"

ভিনিসিয়স্ এক গভীর নিঃশ্বাস গ্রহণ করিলেন।

একখানা বেঞ্চের উপর বসিয়া পড়িয়া মুষ্টিবদ্ধ হস্তে ভিনিসিয়স্ বলিলেন, "তা হলে এ কাজ অউলসের—তাঁদের ঘোর দুর্ভাগ্য!"

"আজ সকালেই অউলস্ প্লটিয়স্ এখানে এসেছিলেন। আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয় নি। কারণ, আমি তখন শিশুর কাছে ছিলাম। তিনি ইফাক্রোডাইট এবং অন্যান্য দাসীর কাছে সন্ধান নিয়েছিলেন। তিনি বলে গেছেন, আবার তিনি আমার কাছে আস্‌বেন।"

"তিনি সন্দেহ এড়াবার জন্য এ রকম করছেন, বোধ হয়। লিজিয়ার কি হয়েছে তিনি যদি না জানেন, তা হলে আমার কাছে তাঁর যাওয়াই ত উচিত ছিল।"

"তিনি একখানা পত্র লিখে রেখে গেছেন। তাতে তিনি বলেছেন, আপনার ও পেট্রোনিয়সের আগ্রহবশতঃ লিজিয়াকে তাঁর কাছ থেকে এখানে আনা হয়েছিল। তিনি মনে করেছিলেন, আপনার ওখানেই লিজিয়াকে পাঠান হয়েছে। আজ সকালে তিনি আপনার ওখানে গিয়ে জান্‌তে পেরেছেন যে, তার অদৃষ্টে কি ঘটেছে। আপনারই লোকজন তাঁকে সেকথা বলেছে।"

এই কথা বলিয়া অ্যাক্‌টী নিজের উপবেশন ঘরে গিয়া সেই লিখিত পত্রখানা লইয়া আসিলেন।

ভিনিসিয়স্ উহা পাঠ করিয়া নীরব রহিলেন। অ্যাক্‌টী তখন যুবকের আননের দিকে চাহিয়া তাঁহার মনের কথা জানিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি বলিলেন, "না, মার্কস! যা ঘটেছে তা লিজিয়ার ইচ্ছাতেই হয়েছে।"

ভিনিসিয়স্ বলিলেন, "আপনি তাহ'লে জানতেন সে পালাবে?"

"আমি এইটুকু জানতাম যে, সে কোনদিনই আপনার উপপত্নীত্ব স্বীকার করবে না।"

তাঁহার দৃষ্টিতে একটা কঠোরতা ফুটিয়া উঠিল।

"কিন্তু আপনি সারাজীবন কি ছিলেন?"

"আমি? আমি ত ক্রীতদাসী মাত্র।"

ভিনিসিয়সের ক্রোধ তখনও নিঃশেষ হয় নাই। সিজার তাঁহাকে লিজিয়ারত্ন উপহার দিয়াছিলেন। সে রত্ন যদি ভূগর্ভেও লুক্কায়িত থাকে,

তিনি তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবেনই। হ্যাঁ, তাহাকে তিনি ইচ্ছামত ব্যবহার করিবেন। সে তাঁহার উপপত্নীই হইবে। যতবার প্রয়োজন বোধ করিবেন, ততবার তিনি তাহাকে প্রহার করিবেন। তারপর লিজিয়া সম্বন্ধে যখন তাঁহার ক্লান্তি জন্মিবে, তখন তিনি তাহাকে তাঁহার নিম্নশ্রেণীর কোনও ক্রীতদাসকে উপহার প্রদান করিবেন। নতুবা তাঁহার আফ্রিকাস্থিত কোনও জমিদারীতে তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিবেন।

সত্য কথা কি, তখন তাঁহার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইয়াছিল। অ্যাকৃটী তাঁহার অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, ভিনিসিয়স্ উদ্ভ্রান্তের মত কথা বলিতেছিলেন। তাঁহার কথায় সামঞ্জস্য ছিল না।

তিনি বলিলেন, "লিজিয়া সিজারের আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। আমি তাঁকে আবেদন করে জানাব যে, সমগ্র সাম্রাজ্য মধ্যে এই বিদ্রোহিনী নারীকে খুঁজে বের করা হোক্। প্রয়োজন হলে প্রত্যেক সেনাদলকে এ কার্য্যের ভার দেওয়া হবে। আমার এ দাবীতে পেট্রোনিয়স্ সাহায্য করবেন। আজ থেকেই সন্ধান আরম্ভ হবে।"

অধীরভাবে অ্যাকৃটী বলিলেন, "কিন্তু সাবধান, সিজার যেদিন তাকে খুঁজে পাবেন, সেদিন থেকে আপনি জন্মের মত লিজিয়াকে হারাবেন।"

"এ আপনি কি বলছেন ?"

"মার্কস্, তবে শুনুন। গতকল্য আমরা যখন বাগানে ছিলাম, সেই সময় পপিয়া আর তাঁর শিশু-সন্তান সেখানে আসে। লিসিথ নামে কাফ্রী দাসীর কোলে শিশুটি ছিল। কাল রাত্রিতেই শিশুর জ্বর হয়। লিসিথ বল্‌ছে যে, ঐ বিদেশী মেয়েটা নিশ্চয় শিশুটির উপর মায়া বিস্তার করেছে। মেয়েটা যদি অসুখ থেকে সেরে ওঠে, একথা কারও মনে থাক্‌বে না।

কিন্তু যদি তা না হয়, পপিয়াই সর্ব্বাগ্রে লিজিয়ার নামে যাদুবিস্তার অভিযোগ করবে। সে অবস্থায় যদি লিজিয়া ধরা পাড়ে, তখন তার জীবনের দাম এক কড়াও থাকবে না।"

একথার পর খানিক গাঢ় নীরবতা বিরাজ করিল। পরে ভিনিসিয়স বলিয়া উঠিলেন, "হয়ত লিজিয়া মেয়েটির উপর যাদুবিস্থা চালিয়েছে, আমার ওপরও সেই রকম প্রভাব বিস্তার করে থাকতে পারে।"

"লিসিথ বলছে তারা আমাদের কাছ থেকে চলে যাবার পর শিশু কাঁদতে আরম্ভ করে। সত্যিই তখন শিশু কাঁদছিল। সম্ভবতঃ তখন তার অসুস্থ অবস্থা। মার্কস্, আপনি নিজে লিজিয়ার অনুসন্ধান করুন। কিন্তু যতদিন শিশু বেঁচে না ওঠে, লিজিয়ার নাম পর্য্যন্ত করবেন না। বেচারা আপনার জন্যই বহু অশ্রুপাত করেছে। আর তাকে কাঁদাবেন না। দোষ আপনারই।"

বিষণ্ণভাবে ভিনিসিয়স্ বলিলে, "অ্যাকৃটী, আপনি তাকে ভালবাসেন ?"

"হ্যাঁ, আমি তাকে ভালবাসতে শিখেছি।"

"আপনি তাকে ভালবাসেন, অথচ সে আপনাকে ঘৃণা করে না। কিন্তু আমায় সে ঘৃণা করে।"

"অন্ধ গোঁয়ার পুরুষ! যতই হোক না কেন, সে তোমায় ভালবাসত।"

ভিনিসিয়স্ লাফাইয়া উঠিলেন।

তিনি বলিয়া উঠিলেন, "না, না আপনার কথা সত্য নয়। লিজিয়া আমায় ঘৃণা করে। আপনি কি করে জানলেন যে, সে ঘৃণা করে না ? একদিনের মেলামেশায়, লিজিয়ার মত মেয়ে কোন পুরুষকে কি ভালবাসতে পারে ? আর সে ভালবাসাই বা কি যার ফলে সে দারিদ্র্য, ভবঘুরে জীবন, অনিশ্চয়তা বরণ করে নিলে। এমন কি তাতে মৃত্যু পর্য্যন্ত হতে

পারে। অথচ অপরদিকে আরামের জীবন, অনন্দের নির্ঝর তার জন্ম অপেক্ষা করছিল! সে ভালবাসা কি রকম যাতে আনন্দকে পেতে ভয় হয়, অথচ দুঃখের জন্ম ক্ষুধার্ত্ত হয়ে থাকে? সে কথা সত্য, অউলসের বাড়ীতে থাকবার সময় আমি ভেবেছিলাম সে আমাকে ভালবাসে। কিন্তু এখন সে আমাকে ঘৃণা করছে। আর সেই ঘৃণা বুকে নিয়ে সে মারাও যাবে।”

অ্যাক্‌টী সাধারণতঃ মৃদুস্বভাবা। কিন্তু এ কথায় স্থৈর্য্য হারাইয়া বলিয়া উঠিলেন, “আপনি তাকে জয় করবার জন্ম কি উপায় অবলম্বন করেছিলেন? অউলস ও পম্পোনীয়ার কাছে সশ্রদ্ধভাবে তার পাণি প্রার্থনা করার পরিবর্ত্তে আপনি কৌশলে তাকে সেখান থেকে সরিয়ে এনেছিলেন। তা’ ছাড়া তাকে আপনি স্ত্রীর পদ দিতে চাননি, বরং তাকে উপপত্নীর পর্য্যায়ে নামিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। অথচ সে রাজকন্তা। তাছাড়া আপনি তার দৃষ্টির কাছে বীভৎস্য দৃশ্যের অবতারণা করেছিলেন। আপনি কি অউলসের বাড়ীর আচার ব্যবহারের কথা ভুলে গেছেন? অউলস্ কি প্রকৃতির লোক, লিজিয়ার পালক মাতা পম্পোনীয়া কি ধরণের নারী, তা কি আপনি জানেন না? আপনি হয়ত স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেন নি যে, পম্পোনীয়া ও লিজিয়া পপিয়া নিজিভিয়া এবং অন্যান্য নারী থেকে কত স্বতন্ত্র! আপনি ভাবতেও পারেন নি, এই বিশুদ্ধচেতা লিজিয়া বরং মৃত্যুকে বরণ করবে, তবু অসম্মান বা অপমানকে স্বীকার করবে না? সে যে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিমতী, বিশ্বাসিনী, তার কথা কিছু জানেন আপনি? ভেনস বা আইসিসকে নির্লজ্জ রোমানরা দেবীত্বে উন্নীত করেছে, তার দেবতা সে রকম নন, তা কি আপনি জানেন? না, লিজিয়া আপনাকে ভালবাসে তেমন কথা মুখ দিয়ে স্বীকার করে নি,

তবে সে বলেছিল, আপনি যখন অসুস্থ, তখন সে আপনার সেবা করেছিল। আপনার কথা বলবার সময় তার সমগ্র আনন লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠেছিল। এক সময়ে আপনার জন্য তার হৃদয় স্পন্দিত হত, কিন্তু আপনি তাকে ভয় দেখিয়ে তার স্বাধীনতার উপর আক্রমণ করে, আপনি তাকে বিরক্ত করেছিলেন।"

ভিনিসিয়স্ কাতরভাবে বলিলেন, "তবে আর কোন আশা নেই। বড় বিলম্ব হয়ে গেছে।"

ভিসিসিয়স্ কি করিবেন ভাবিয়া পাইলেন না।

অ্যাক্‌টী বলিয়া চলিলেন, "হ্যাঁ। বিলম্বই হয়ে গেছে!"

অন্যের কণ্ঠে তাঁহারই বাক্য উচ্চারিত হইতে শুনিয়া ভিনিসিয়সের মনে হইল, তাঁহার উপর যেন মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে।

তিনি কক্ষ ত্যাগে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় দ্বারবিলম্বিত যবনিকা আন্দোলিত হইল। তার পরই ভিনিসিয়স্ দেখিলেন, পম্পোনীয়া তথায় প্রবেশ করিতেছেন।

তিনিও লিজিয়ার অন্তর্দ্ধানের কথা শুনিয়াছিলেন। অউলসের অপেক্ষা তিনি সহজে অ্যাক্‌টীর দর্শন পাইবেন মনে করিয়া স্বয়ং সংবাদ জানিতে আসিয়াছিলেন। ভিনিয়সকে দেখিয়া সেই দিকে মুখ ফিরাইয়া বিবর্ণ মুখে তিনি বলিলেন, "মার্কস্, আপনি আমাদের ও লিজিয়া সম্বন্ধে যে অ[illegible] করেছেন, সে জন্য ভগবান আপনাকে ক্ষমা করুন।"

নতশিরে ভিনিসিয়স্ দাঁড়াইয়া রহিলেন। প্রতিশোধের পরিবর্ত্তে পম্পোনীয়া ভগবানের ক্ষমার কথা তাঁহাকে কেন বলিলেন, ইহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। অতঃপর তিনি শূন্য হৃদয়ে নৈরাশ্যভরে কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

সিজার-কন্যার পীড়ার সংবাদ শুনিয়া বহুলোক সংবাদ জানিবার জন্য বাহিরে সমবেত হইয়াছিল। ভিনিসিয়সকে দেখিয়া অনেকে তাঁহার কাছে সংবাদ পাইবার আশায় আসিল; কিন্তু তিনি কোন কথা না বলিয়া অগ্রসর হইলেন। সহসা পেট্রোনিয়সকে দেখিয়া তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন।

যে লোকের কৌশলে আজ এই অবস্থা উপস্থিত, তাহাকে এড়াইয়া যাইবার জন্য ভিনিসিয়স্ প্রস্তুত হইলেও পেট্রোনিয়স্ তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিলেন। তারপর বলিলেন, "শিশুর অবস্থা কেমন?"

উত্তেজিত হইয়া ভিনিসিয়স্ বলিলেন, "নরকের দেবতারা তাকে গ্রাস করে ফেলুক! হ্যাঁ, শুধু তাকে নয়, এই প্রসাদস্থ সকলকে।"

চারিদিকে চঞ্চল দৃষ্টিতে চাহিয়া পেট্রোনিয়স্ বলিলেন, "চুপ কর, নির্ব্বোধ!" তারপর তাড়াতাড়ি বলিলেন, "লিজিয়া সম্বন্ধে যদি কিছু জানতে চাও, আমার সঙ্গে এস। না—এখানে আমি কোন কথাই বলব না। আমার সঙ্গে এস, তা হলে আমার ধারণা তোমাকে জানাব।"

ভিনিসিয়সকে বাহু দ্বারা বেষ্টন করিয়া পেট্রোনিয়স তাঁহাকে টানিয়া লইয়া চলিলেন। প্রাসাদ হইতে বাহিরে লইয়া যাওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য। কারণ, সংবাদ দিবার মত তাঁহার কিছুই জানা ছিল না। ভিনিসিয়সের নিরুৎসাহ হইয়া পড়িবার ব্যাপারে তিনি নিজের দায়িত্ব অস্বীকার করিতে পারিতেছিলেন না। তিনি নিজেই অনুসন্ধানের একটা কল্পনা খাড়া করিয়া লইয়াছিলেন। শিবিকায় বসিয়া তিনি বলিলেন, "সহরের সব ফটকগুলিতে আমি আমার লোক পাহারা রেখেছি। ঐ যুবতী ও তার অনুচরটার বিবরণ তাদের জানিয়েছি। খুব সম্ভব ঐ পালোয়ানটা

লিজিয়াকে নিয়ে সরে পড়েছে। শোন। অউলসপরিবার হয়ত, তাঁদের পল্লী ভবনের কোথাও তাদের গোপন করে রাখতে পারেন। তা যদি হয়, তাহলে সেটাও আমরা জানতে পারব। তবে যদি কোন ফটক দিয়ে তারা বার না হয়, তা হলে বুঝতে হবে, তারা সহরেই লুকিয়ে আছে। সে অবস্থায় আজই আমরা সন্ধানে লেগে যেতে পারব।"

ভিনিসিয়স্ বাধা দিয়া বলিলেন, "কিন্তু অউলস-দম্পতি জানেন না, লিজিয়া কোথায়।"

"তুমি ঠিক জান ?"

"হ্যাঁ এইমাত্র পম্পোনীয়ার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। তাঁরাও আমাদের মত তার সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।"

"ভাল। কাল লিজিয়া সহর থেকে বাইরে যেতে পারে নি। কারণ, রাত্রিকালে সহরের সব ফটক বন্ধ থাকে। তা ছাড়া, আমার দুজন লোক প্রত্যেক ফটকে পাহারা দিচ্ছে। লিজিয়া এবং তার সহচর সেই পালোয়ানটাকে দেখতে পেলেই একজন তাদের অনুসরণ করবে, এই রকম আদেশ দিয়ে রেখেছি। বাকি লোকটা তখুনি এসে আমাদের খবর দেবে। যদি সহরের মধ্যে লিজিয়া থাকে, আমরা ঠিক তাকে খুঁজে বের করব। কারণ ঐ লিজীয় পালোয়ানটাকে দেখ্‌বামাত্র চিনতে পারা যাবে। সিজার নিশ্চয় লিজিয়াকে হরণ করেন নি। সে কথা আমি তোমাকে সঠিক বলে দিচ্ছি। প্রাসাদের কোন কথাই আমার অগোচর থাকে না।"

এই কথা শ্রবণ করিবার পর, ভিনিসিয়স্ সংক্ষেপে অ্যাক্‌টীর বিজ্ঞাপিত বিপদের আশঙ্কার কথা পোট্রোনিয়সকে জানাইলেন। এ কথা

বলিবার সময় ভিনিসিয়স্ অত্যন্ত আবেগচালিত হইয়া পড়িলেন। লিজিয়ার ইহাতে সমূহ বিপদের আশঙ্কা আছে। তারপর তিনি বলিলেন যে, পেট্রোনিয়স্ যদি ঐ প্রকার ব্যবস্থা না করিতেন, তাহা হইলে ভিনিসিয়স্ অউলসের গৃহে প্রত্যহই লিজিয়ার দেখা পাইতেন। তাহাতেই তিনি সিজারের অপেক্ষাও সুখী হইতে পারিতেন। বলিতে বলিতে তিনি এত উত্তেজিত হইয়া পড়িলেন যে, ক্রোধ এবং নৈরাশ্যজনিত অশ্রু তাঁহার নয়নে উদ্গত হইল।

পেট্রোনিয়স্ বাস্তবিক কল্পনা করিতেও পারেন নাই যে, ভিনিসিয়স্ সত্যই এমনই প্রগাঢ় প্রেমে পড়িতে পারেন।

তিনি আত্মগত ভাবেই বলিয়া ফেলিলেন, "হে সর্ব্বশক্তিময়ী সাইপ্রস দেবি! তুমিই দেবতা ও মানুষের হৃদয়ে একা রাজত্ব করে থাক"।

—বার—

উভয়ে শিবিকা হইতে পেট্রোনিয়সের ভবনে অবতরণ করিয়া রক্ষকের নিকট হইতে জানিতে পারিলেন, ফটক হইতে কেহ এখনও ফিরিয়া আসে নাই।

পেট্রোনিয়স্ বলিলেন, "তাহলে আমার অনুমানই ঠিক। তারা এখন নিশ্চয়ই সহরের মধ্যে আছে। আমরা তাদের ঠিক খুঁজে বার করব। তুমিও তোমার ক্রীতদাসদের ফটকের কাছে পাঠিয়ে দেও। বিশেষতঃ যাদের তুমি প্রাসাদে লিজিয়াকে আনতে পাঠিয়েছিলে, তাদের ভেতর থেকেই পাঠিয়ে দেও। কারণ, তারা চট্ করে লিজিয়াকে চিনতে পারবে।"

"আমি তাদের পল্লীর জেলে পাঠিয়ে দিয়েছি। যাক্‌ এখন তাদের ফিরিয়ে এনে এবার ফটক চৌকী দিতে পাঠাব।"

প্রয়োজনীয় উপদেশ দিবার পর উভয়ে ভিতরে প্রবেশ করিলেন। একখানি মর্ম্মর আসনের উপর উভয়ে উপবেশন করিলেন। স্বর্ণাভকেশা ইউনিস্‌ ও আইবাস্‌ তাড়াতাড়ি ব্রোঞ্জনির্ম্মিত পাদপীঠ আনিয়া উভয়ের সম্মুখে রক্ষা করিল। তারপর ভলাটেরা ও মেসিনা হইতে আনীত সুরা পাত্রে ভরিয়া দিল।

পেট্রোনিয়স্‌ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ক্রীতদাসদের মধ্যে কেউ কি ঐ লিজীয় দৈত্যটাকে দেখ্‌লে চিনতে পারবে ?"

"আটাসিনস্‌ ও গুলো দুজনেই তাকে চিন্‌ত। কিন্তু আটাসিনস্‌ কাল মারা গেছে, আর গুলোকে আমি নিজের হাতে মেরে ফেলেছি।"

পেট্রোনিয়স্‌ বলিলেন, "বড়ই দুঃখের কথা। কারণ, গুলো তোমাকে ও আমাকে ছেলেবেলা থেকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছিল।"

"হ্যাঁ, সে কথা ঠিক! আমি তাকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেব ভেবেছিলাম। যাক। এখন লিজিয়ার কথা বলুন। রোম সমুদ্র বিশেষ—"

"হ্যাঁ, এই সমুদ্রে মানুষ মুক্তা আহরণ করে থাকে। সম্ভবতঃ আজ কিংবা কালকের মধ্যে তাকে পাওয়া যাবে না, কিন্তু শেষকালে তাকে খুঁজে পাবই। আমি যে প্রস্তাব করে লিজিয়াকে প্রাসাদে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেছিলাম, দুর্ভাগ্যবশতঃ তুমি সেজন্য আমায় অপরাধী করছ। কিন্তু সে পথটাই ভাল ছিল। শুধু ঘটনাক্রমে খারাপ ফল ঘটে গেছে। অউলস নিজেই তোমার কাছে বলেছিলেন যে, তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে ইটালীতে পাঠিয়ে দেবেন। তা যদি হত ত, লিজিয়া তোমার কাছ থেকে বহুদূরে চলে যেত।"

ভিনিসিয়স্ বলিলেন, "সে ক্ষেত্রে আমি তার পেছনে ছুটতাম। অন্ততঃ সে ত নিরাপদ এবং সুস্থ অবস্থায় থকত। কিন্তু এখন একবার অবস্থাটা ভাল্ করে ভেবে দেখুন। রাজকন্যাটি যদি এখন মারা যায়, পপিয়ার মনে হবে যে, লিজিয়ার দোষেই তা ঘটেছে। সিজারও তা বিশ্বাস করবেন।"

"দেবতারা করুন যেন, শিশুটা বেঁচে ওঠে। যদি তা নাও ঘটে, আমরা ভেবে চিন্তে একটা কৈফিয়ৎ তৈরী করে ফেল্‌ব।"

পেট্রোনিয়স্ মুহূর্ত্ত সময় কি চিন্তা করিয়া লইলেন।

তারপর বলিলেন, "পপিয়াই ইহুদীদের ধর্ম্ম পালন করে থাকেন। তাই তিনি মনে ভূত প্রেত বিশ্বাস করেন। সিজারেরও কুসংস্কার আছে। আমরা যদি গল্প বানিয়ে রটনা করি যে, ভূত লিজিয়াকে নিয়ে চলে গেছে, সে গল্প সহজে বিশ্বাসযোগ্য হবে। বিশেষতঃ তার অন্তর্দ্ধানের ব্যাপারটাও রহস্যাবৃত। যাই হোক্ এ ব্যাপারে সিজার কিংবা অউলসের কোন যোগাযোগ নেই। কিন্তু লিজিয়ানটা একলা যে এমন ব্যাপার করতে পেরেছে তাও সম্ভবপর নয়। আর কেউ কি তাকে সাহায্য করেছিল? একজন ক্রীতদাস একদিনের মধ্যে অতগুলো লোক কি যোগাড় করতে পারে?"

"সহরের মধ্যে ক্রীতদাসরা ক্রীতদাসের সাহায্য করে থাকে।"

"তা হলে, তারা একদিন এর সমুচিত দণ্ড পাবে। তবে তোমার কথাটা ঠিক। ক্রীতদাসরা পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করে থাকে, কিন্তু এ ব্যাপারে ক্রীতদাসরা ক্রীতদাসদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করেছে। সেটা সম্ভবপর কি করে হয়? তারা ভাল করেই জানত যে, লিজিয়াকে অপহরণ করার ফলে, অন্য ক্রীতদাসের উপর শাস্তি হবেই, সুতরাং কি করে সেটা সম্ভব-

পর মনে করা যায়? বরং তুমি যদি ক্রীতদাসদের জিজ্ঞাসা কর, তারা বলবে যে, একদল ভূত লিজিয়াকে নিয়েই পালিয়েছে।"

ভিনিসিয়স্ কুসংস্কার-বর্জ্জিত ছিলেন না। তিনি চঞ্চল ভাবেই পেট্রোনিয়সের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "উরসস্ যদি আর কারও সাহায্য না নিয়ে লিজিয়াকে নিয়ে গিয়ে থাকে, এজন্য যদি সে অপর দলের সাহায্য না নিয়ে থাকে, তা হলে কে লিজিয়াকে নিয়ে গেছে বলে আপনি মনে করেন?"

পেট্রোনিয়স্ উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন।

তিনি বলিলেন, "দেখ মজা! দেবতাদের নিয়ে জগতের লোক খেলা করে থাকে, অথচ তাদের সম্বন্ধে যা বলা যাবে অমনি বিশ্বাস করবে। এই দেখ না তুমি অনেকটা সেই রকম বিশ্বাস করে থাক। আমরা যা বলব জগতের লোক তাই বিশ্বাস করবে এবং লিজিয়ার খোঁজ করার দরকার হবে না। ইতিমধ্যে তোমাতে আমাতে দূরে চলে যাব—আমাদের কোন পল্লীনিবাসে গেলেই হবে।"

"তা' হ'লে কে তার সাহায্য করেছে বলুন না?"

"তার নিজের স্বধর্ম্মীরা।"

"স্বধর্ম্মীরা? সে কোন্ দেবতার উপাসনা করে? আপনার চাইতে আমারই তা বেশী করে জানবার দরকার। অথচ আমি ও বিষয়ে কিছুই জানিনে।"

"এই রোম সহরে এমন কোন নারী নেই, যার নিজের কোন উপাস্য দেবতা না আছে। সম্ভবতঃ পম্পোনীয়া তাঁর নিজের উপাস্য দেবতাকে পূজা করবার শিক্ষা লিজিয়াকে দিয়ে থাক্‌বেন। তুমি জিজ্ঞাসা করছ, সে কোন্ ধর্ম্মমত? না, তা আমি জানিনে। তবে এটা নিশ্চিত

যে, আমরা যে সকল দেবতার অর্চ্চনা করে থাকি, সে রকম দেবতার কাছে পম্পোনীয়া কোন দিন কোন পূজা উৎসর্গ করেন নি। তিনি খৃষ্টান, এমন দোষও তাঁর উপর আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু তা সম্ভবপর নয়। বিশেষতঃ তাঁর পরিবারবর্গের লোকজন মিলে তাঁর বিচার করেছিলেন। তাঁরা পম্পোনীয়াকে নিরপরাধ বলে সাব্যস্ত করেন। লোকে বলে খৃষ্টানরা গাধার মাথা পূজো ক'রে থাকে। তারা মনুষ্য জাতির শত্রু। আর তারা এমন পাপ কাজ নেই যা করে না। সুতরাং পম্পোনীয়া খৃষ্টান হতে পারেন না। তা ছাড়া, তাঁর ধর্ম্মজ্ঞান বিশ্ববিখ্যাত। যারা মানবশত্রু তারা কি ক্রীতদাসদের এত ভালবাসে? পম্পোনীয়া তাঁর ক্রীতদাসদাসীদের সম্বন্ধে যে রকম ভাল ব্যবহার করেন, তা সবাই জানে।"

"সে ঠিক কথা। এমন সহৃদয় ব্যবহার ক্রীতদাসরা আর কোথাও পায় না।"

"যাই হোক, আমি শুনেছি, পম্পোনীয়া এমন দেবতার কথা বলেন, যিনি সর্ব্বশক্তিমান, অতি করুণাময় এবং তিনি ছাড়া আর কোন দেবতাই নেই। আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় যে, তিনি আমাদের অন্যান্য সব দেবতার সমাধি দিয়েছেন। কিন্তু সেটা তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। শুধু এই দেখতে হবে যে, তাঁর ঈশ্বর অতি দুর্ব্বল, যদি শুধু পম্পোনীয়া আর লিজিয়া ছাড়া আর কোন উপাসিকা তাঁর না থাকে। আর উরসস্ হয়ত এখন শিক্ষা করছে মাত্র। কিন্তু ব্যাপার থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ভক্তদের সংখ্যা অল্প নয়। তারাই লিজিয়াকে সাহায্য করে থাক্‌বে।"

ভিনিসিয়স বলিলেন, "ওঁদের ধর্ম্ম মানুষকে ক্ষমা করবার নির্দ্দেশ দেয়। অ্যাক্‌টীর ঘরে, খানিক আগে আমার সঙ্গে পম্পোনীয়ার দেখা হয়েছিল।

ভিনিসিয়স্ দ্রুতবেগে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

পেট্রোনিয়স্ তাঁহাকে বাধা দিবার চেষ্টা করিলেন না। তিনি ভাবিলেন মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় ভিনিসিয়স ইউনিস্‌কে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। সুতরাং ইউনিসের দিকে মুখ ফিরাইয়া তিনি দৃঢ়ভাবে বলিলেন, "ইউনিস্, স্নান করে নেও। সর্ব্বাঙ্গে গন্ধ দ্রব্য মেখে ভিনিসিয়সের বাড়ী যাও।"

একথা শুনিবামাত্র ক্রীতদাসী নতজানু হইয়া পেট্রোনিয়সের কাছে আবেদন জানাইল যে, এ গৃহ হইতে তাহাকে যেন বিদায় করিয়া দেওয়া না হয়। সে ভিনিসিয়সের কাছে যাইবে না। বরং সে পেট্রোনিয়সের কাষ্ঠবাহিকা হইয়া থাকিবে, তথাপি ভিনিসিয়সের গৃহে সকলের প্রধানা হইতে চাহে না। না, সে যাইতে পারে না, কিছুতেই তাহা সম্ভবপর নহে। পুনঃ পুনঃ সে মনিবের কাছে এই ভিক্ষা প্রার্থনা করিল। সে তাঁহার করুণার ভিখারিণী। তিনি প্রতিদিন তাঁহাকে প্রহার করুন, কিন্তু এখান হইতে যেন তাহাকে বিদায় করিয়া না দেন।

সবিস্ময়ে পেট্রোনিয়স ক্রীতদাসীর এই অস্বীকৃতি শ্রবণ করিলেন। রোমে এরূপ ঘটনা কখনও হয় নাই। প্রভুর আদেশ ক্রীতদাসী প্রত্যাখ্যান করিবে ইহা অভূতপূর্ব্ব ঘটনা। প্রথমে তিনি নিজের শ্রবণশক্তি সম্বন্ধে সন্দিহান হইলেন। তারপর তাঁহার ললাট ভ্রুকুটিকুঞ্চিত হইয়া উঠিল। নিষ্ঠুরতা তাঁহার চরিত্রে ছিল না। তাঁহার গৃহে ক্রীতদাসদাসীরা অপেক্ষাকৃত স্বাধীন ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, স্ব স্ব কার্য্য যথাযথ ভাবে নিষ্পন্ন করিলে, তাহারা স্বাধীনভাবে থাকিতে পাইবে। তাঁহার আদেশ ভ্রমেও অমান্য করা চলিবে না। যদি তাহা হয় তবে পেট্রোনিয়স তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি দিবেন। তাহা ছাড়া প্রতিবাদ তিনি সহ্য করিতে অভ্যস্ত ছিলেন না।

কয়েক মুহূর্ত তিনি নতজানু ইউনিসের অশ্রুসিক্ত মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "যাও, টেরিসিয়াসকে ডেকে দেও।"

সে অপরা ক্রীতদাসীর সহিত দাস-পরিচালকের সন্ধানে গেল।

সে আসিলে পেট্রোনিয়স তাহাকে বলিলেন, "ইউনিস্‌কে নিয়ে গিয়ে তার অঙ্গে ২০ বার বেত মারবে। তবে তার গাত্রচর্ম্ম যেন সে প্রহারে কোন রকম ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।"

অতঃপর তিনি পাঠাগারে গিয়া একটি লোহিত মর্ম্মর প্রস্তর রচিত টেবলের ধারে উপবেশন করিলেন। "ব্যাঙ্কোয়েট অব ট্রিকানসিও" নামক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি লইয়া তিনি লিখিতে আরম্ভ করিলেন।

কিন্তু দীর্ঘকাল তিনি রচনায় অতিবাহিত থাকিতে পারিলেন না। কারণ, লিজিয়ার পলায়ন এবং সম্রাট দুহিতার পীড়ার চিন্তা তাঁহার মনকে পীড়িত করিতেছিল। বিশেষতঃ রাজকন্যার পীড়ার ব্যাপারটাই তাঁহাকে বিশেষ চিন্তিত করিয়া ফেলিয়াছিল। যদি একবার সিজারকে কেহ বুঝাইয়া দিতে পারে যে, লিজিয়াই যাদুবিদ্যার দ্বারা রাজকন্যার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহা হইলে পেট্রোনিয়সের অবস্থাটা বড় সুবিধার দাঁড়াইবে না। কারণ, তাঁহারই অনুরোধক্রমে সিজার লিজিয়াকে প্রাসাদে আনাইয়াছিলেন। যাহা হউক, তিনি প্রথম সুযোগ পাইবামাত্র সিজারকে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিবেন যে, এরূপ একটা ধারণা নিতান্তই অর্থহীন এবং অবিশ্বাস্য। তিনি আহার সারিয়া লইয়া প্রথমেই প্রাসাদে যাইবেন স্থির করিলেন। সর্ব্বশেষে ক্রাইসোথিমিসের বাসায় গেলেই চলিবে।

তিনি পাঠাগার হইতে বাহির হইয়া কক্ষান্তরে যাইতেছেন, এমন সময় দেখিলেন যে, ক্রীতদাসদাসীদিগের মধ্যে তন্বী ইউনিসও দাঁড়াইয়া আছে। তাঁহার মনে পড়িল যে, টেরিসিয়াসকে তিনি হুকুম দিয়াছিলেন, ইউনিসকে

স্থতরাং এখন থেকে ইউনিস এখানেই থাক্‌বে। আচ্ছা, তুমি এখন চলে যেত পার।”

“হুজুর, ইউনিস সংক্রান্ত আর একটা কথা আপনাকে জানাতে পারি কি?”

“আমি ত তোমাকে বলেছি যে, ওর সম্বন্ধে তুমি যা কিছু জান সব বলবে।”

“তা হ’লে হুজুর, এ খবরটা শুনুন। সব চাকরবাকর ঐ তরুণী কুমারীর পলায়ন ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করছে। মহনীয় ভিনিসিয়সের কাছেই তার যাবার কথা ছিল। আপনি বাইরে চলে যাবার পর ইউনিস আমার কাছে এসে বলেছিল যে, সে একজন লোককে জানে, সেই ঐ কুমারীকে খুঁজে বার করতে পারবে।”

“বটে! সে লোকটা কে?”

“তা আমি জানিনে, হুজুর।”

“আচ্ছা। কাল সকালে সে লোকটা যেন আমাদের সঙ্গে দেখা করে। তুমি ভিনিসিয়সকে আমার নাম করে বলে এস, যেন তিনি কাল খুব সকালে আমার সঙ্গে দেখা করেন।”

সম্পূর্ণ নির্জ্জনে পেট্রোনিয়স ইউনিসের কথাই ভাবিতে লাগিলেন। লিজিয়াকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য এই তরুণী ক্রীতদাসীর আগ্রহের মূলতত্ত্ব তিনি বুঝিতে পারিলেন। কারণ, সে ভিনিসিয়সের বাড়ী যাইতে চাহে না। স্থতরাং তাহার এরূপ আগ্রহ খুব স্বাভাবিকই মনে হইল। সহসা তাঁহার মনে হইল, ইউনিস যে লোকটার কথা বলিয়াছে, সে ইউনিসের প্রণয়ী হইতে পারে। এ চিন্তাটা যেন তাঁহার কাছে হৃদ্য বলিয়া মনে হইল না। সত্য নির্দ্ধারণের সহজ পথই ত পড়িয়া রহিয়াছে। ইউনিসকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেই ত সব বুঝা যাইবে।

তখন অনেক রাত্রি হইয়াছিল। ক্রাইসোথিমিসের গৃহেও তিনি বহুক্ষণ যাপন করিয়া আসিয়াছেন। এখন তিনি নিদ্রার জন্য প্রস্তুত। তিনি শয়ন কক্ষের দিকে গমন করিতে করিতে ক্রাইসোথিমিসের কথা স্মরণ করিলেন। তাহার চমৎকার আননে আজ যেন তিনি কপটাচরণের চিহ্ন দেখিয়াছিলেন। তিনি মনে মনে বলিলেন, ক্রাইসোথিমিসের সৌন্দর্য্য বিখ্যাত বটে, কিন্তু আদর্শের নজীর নহে।

—তের—

পেট্রোনিয়স্ প্রসাধানাগারে সবে তাঁহার প্রসাধন শেষ করিয়া বসনভূষণে সজ্জিত হইয়াছেন, এমন সময় টেরিসিয়াসের প্রদত্ত সংবাদ পাইয়াই ভিনিসিয়স্ তথায় উপস্থিত হইলেন। যুবক তাঁহার ভৃত্যগণকে যাবতীয় পথে পাঠাইয়াছিলেন। প্রত্যেক ফাঁড়িতেও লোক গিয়াছিল। সকলের নিকটই উরসস্ এবং লিজিয়ার চেহারার বর্ণনা ছিল। তাহাদিগকে ধরিতে পারিলে পুরস্কার মিলিবে, ইহাও তিনি জানাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মনে সন্দেহ ছিল যে, এই ভাবে অনুসন্ধান করিলে তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইবে কি না। তাহা ছাড়া তাঁহার মনে এমন আশঙ্কাও ছিল যে, পল্লীর কর্ত্তৃপক্ষ শুধু ভিনিসিয়সের বে-সরকারী আদেশে পলাতকদিগকে ধরিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ নাও করিতে পারেন। উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ সংগ্রহে বিলম্ব হইতে পারে ভাবিয়া তিনি সে বিষয়ে চেষ্টাও করেন নাই। এতদ্ব্যতীত ভিনিসিয়স স্বয়ং ক্রীতদাসের পরিচ্ছদে অঙ্গ আবৃত করিয়া পূর্ব্বদিবস লিজিয়ার

সন্ধানে ফিরিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি লিজিয়ার কোনও সন্ধানই পান নাই। অথবা সন্ধান পাইবার সামান্য সূত্রও আবিষ্কার করিতে পারেন নাই।

অউলসের কতিপয় ভৃত্য একই উদ্দেশ্যে পথে বাহির হইয়াছিল। ভিনিসিয়স্ তাহাদের সহিতও দেখা করিয়াছিলেন। এই ঘটনায় তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি হইয়াছিল যে, অউলস্ পরিবার সত্যই লিজিয়ার বাসস্থানের কথা জানিতেন না।

টেরিসিয়াস যখন আসিয়া তাঁহাকে জানাইয়াছিল যে, একজন অপরিচিত লোক পলাতকদিগের সন্ধান করিয়া দিতে পারিবে বলিয়াছে, তখনই তিনি সর্ব্বকার্য্য ফেলিয়া পেট্রোনিয়সের ভবনে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। দুই চারিটি কুশল প্রশ্নের আদান-প্রদানের পরই ভিনিসিয়সের প্রশ্নের উত্তরে পেট্রোনিয়স বলিলেন, "টেরিসিয়াস্ শুধু এই কথা বলেছে যে, একজন লোক অনুসন্ধান কার্য্যে সুফল লাভ করতে পারে। ইউনিস্ এই অজানা লোকটার সম্বন্ধে কিছু কিছু জানে। ইউনিস এখনই আমার টোগা ভাঁজ করে দেবার জন্য এখানে আস্‌বে। তার কাছ থেকে আরও বেশী কথা জেনে নেওয়া যাবে।"

"ইউনিস্? যে মেয়েটিকে কাল আপনি আমাকে দিতে চেয়েছিলেন, সেই কি?"

"হ্যাঁ; তাকে তুমি প্রত্যাখ্যান করেছিলে—সেজন্য তোমাকে ধন্যবাদ। আমি দেখছি, সারা রোমে ওর মত টোগা ভাঁজ করতে আর কেউ পারে না।"

টোগা-ভাঁজকারিণী তরুণী সেই মুহূর্ত্তেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। সে আসিয়াই পেট্রোনিয়সের পরিচ্ছদ সুবিন্যস্ত করিতে আরম্ভ করিল। সেই সময়ে তাহার আনন প্রফুল্ল রাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল—তাহার নয়নে যেন

হাস্যধারা উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল। পেট্রোনিয়স একবার অপাঙ্গে তাহার দিকে চাহিলেন। বাস্তবিকই এই তরুণী প্রিয়দর্শনা। টোগা ভাঁজ করিবার সময় পেট্রোনিয়স দেখিলেন, যুবতীর বাহু সুডৌল এবং তাহার বর্ণও সুন্দর; তাহার কণ্ঠদেশ শুক্তিশুভ্র।

তিনি বলিলেন, "ইউনিস, কাল তুমি টেরিসিয়াসের কাছে যে লোকটার কথা বলেছিলে, সে কি আজ এসেছে?"

"হ্যাঁ, প্রভু।"

"তার নাম?"

"চিলো চিলোনিডেস, হুজুর।"

"সে কি কাজ করে?"

"তিনি একজন চিকিৎসক। তাঁকে জ্ঞানী গল্পকথক বলা যেতে পারে। মানুষের অদৃষ্টের কথাও তিনি বলে দিতে পারেন।"

"সে কি তোমার অদৃষ্টের কথা বলে দিয়েছে?"

এ কথায় ইউনিসের কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত লজ্জার অরুণ-রাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল।

সে বলিল, "হ্যাঁ হুজুর।"

"সে কি বলেছে তোমাকে?"

"তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছেন যে, আমার অনেক দুঃখ ভোগ আছে, সুখও হবে।"

"টেরিসিয়াসের হাতে তোমাকে দুঃখ ভোগ করতে হয়েছে, এখন সুখ ভোগের সময় আসবে।"

"হুজুর, সে শুভ সময় এসে গেছে।"

"কি করে তা হ'ল?"

মৃদুগুঞ্জনে ইউনিস বলিল, "আমি এখানে থাকতে পেরেছি তাতেই।"

পেট্রোনিয়স্ তাঁহার হস্ত ইউনিসের কেশাবৃত মস্তকে রক্ষা করিলেন।

তিনি বলিলেন, "তুমি আমার টোগা চমৎকার ভাঁজ করেছ। তাতে আমি তোমার উপর খুসী হয়েছি।"

তাঁহার হস্তস্পর্শে ইউনিসের নয়নযুগলের দৃষ্টি যেন ঝাপসা হইয়া আসিল। তাহার কণ্ঠদেশ স্পন্দিত হইতে লাগিল।

দরবার কক্ষে পেট্রোনিয়স ও ভিনিসিয়স্ প্রবেশ করিয়া চিলোনিডেসের দেখা পাইলেন। সে তাঁহাদিগকে সভয়ে শ্রদ্ধাভরে অভিবাদন করিল। তাহাকে দেখিয়াই পেট্রোনিয়সের মুখে হাস্য রেখা ফুটিয়া উঠিল। ইহাকেই তিনি ইউনিসের প্রণয় পাত্র বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। এই লোকটা কোনও নারীর প্রণয়পাত্র বলিয়া বিবেচিত হইতেই পারে না। এমন বিশ্রীদর্শন কদাকার কোনও সুন্দরীর প্রণয়পাত্র হইবার যোগ্য নহে। লোকটা খুব বুড়া নহে। তবে তাহার শ্মশ্রু ও কেশরাজি অত্যন্ত অবিন্যস্ত এবং দুই একটা পক্ককেশও উঁকি মারিতেছিল। তাহার গাল তুবড়াইয়া গিয়াছে, স্কন্ধদেশ এমন ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে যে প্রথম দর্শনেই মনে হইবে, লোকটা বোধ হয় কুব্জপৃষ্ঠ। তাহার মাথাটা প্রকাণ্ড। তাহার আননে ও নয়নের দৃষ্টিতে শৃগাল ও বানরের ধূর্ত্ততা প্রকাশ পাইতেছিল। তাহার অঙ্গে মলিন পরিচ্ছদ—ছাগচর্ম্মনির্ম্মিত অঙ্গরাখা। তাহাকে দেখিবামাত্র হোমর বর্ণিত আর্সিটেকস মনে পড়িয়া যায়।

তাহার অভিবাদনের উত্তরে গৃহস্বামী বলিলেন, বন্দে, "আর্সিটেস্। ট্রয়ের প্রাচীরের পাশে ইউলিসিস্ তোমাকে যে কুঞ্জ দান করেছিলেন, তা কোথায় রেখেছেন? ইলিসীয় ক্ষেত্রে ইউলিসিস্ কতদূর এগোলেন।"

চিলো চিলোনিডেস বলিল, "মহামান্য হুজুর, আমি এইটুকু বল্‌তে পারি যে, মৃত ব্যক্তিগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিচক্ষণ ও বিজ্ঞ ইউলিসিস্ পেট্রোনিয়সের কাছে জীবিত ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রাজ্ঞতম লোককে পাঠিয়েছেন, আপনাকে অভিনন্দন জানাতে। সেই সঙ্গে আমার কুব্জ ঢাকবার জন্য একটা নতুন আচ্ছাদন দেবার অনুরোধও জানিয়েছেন।"

পেট্রোনিয়স বলিয়া উঠিলেন, 'তোমার ঐ উত্তরই আচ্ছাদনের যোগ্য মূল্য বল্‌তে হবে।"

উভয়ের এই প্রকার আলোচনায় বাধা দিয়া ভিনিসিয়স্ সোজা প্রশ্ন করিলেন, "তুমি যে কাজের ভার নিতে এসেছ, তার মর্ম্ম বুঝে দেখেছ?"

চিলো বলিল, "দুটো বড় বড় বাড়ীর মালিক যখন একই বিষয়ের আলোচনা ছাড়া অন্য কথা বল্‌ছেন না, এবং রোমের অর্দ্ধেক লোক যার প্রতিধ্বনি করছে, তখন এটা বোঝা শক্ত নয় যে, কি কাজ কর্‌তে হবে। গত পরশু রাত্রিকালে লিজিয়া নামে এক যুবতী অপহৃতা হয়েছেন—তাঁর আর একটা নাম কালিনা। তিনি অউলস্ প্লটিয়সের পালিতা কন্যা। সিজারের প্রাসাদ থেকে, আপনার ভৃত্যরা, হে শক্তিমান ভিনিসিয়স, তাঁকে আপনার ভবনে আন্‌তে গিয়েছিল। আমার কাজ হচ্ছে, এই সহরের মধ্যে যদি তিনি থাকেন, তাঁকে খুঁজে বের করতে হবে। আর যদি তিনি সহর ছেড়ে চলে গিয়ে থাকেন, তা হ'লে তাঁর আশ্রয়স্থান কোথায় তা আপনাকে দেখিয়ে দিতে হবে।"

ভিনিসিয়স এই উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "বেশ। এখন কি উপায়ে তুমি তা সমাধা করবে ঠিক করেছ?"

চিলো হাসিয়া বলিল, "উপায় আপনার হাতে, হুজুর। আমার পুঁজি শুধু মানসিক শক্তি।"

পেট্রোনিয়স আগন্তুকের উত্তর শুনিয়া খুসী হইলেন। হাসিয়া তিনি বলিলেন, "লোকটা তাকে খুঁজে বের করতে পারবে।"

কিন্তু ভিনিসিয়সের ললাটে ভ্রুকুটি ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "শোন হতভাগা, যদি আমার কাছ থেকে টাকা বার করবার মতলবে তুমি আমায় ঠকাতে চাও, আমি লাঠি মেরে তোমার মাথার খুলী ভেঙ্গে দেব।"

চিলো বলিল, "হুজুর আমি দার্শনিক। কোন দার্শনিক লাভের আশায় লোভ করে না। বিশেষতঃ আপনি যে ভাবে পুরস্কারের বর্ণনা করলেন, তাতে ত মোটেই লোভ থাকতে পারে না।"

পেট্রোনিয়স বলিলেন, "তুমি কি দার্শনিক নাকি? ইউনিস্ আমাকে বলেছিল তুমি একজন চিকিৎসক এবং ভবিষ্যদ্দর্শী। ইউনিস্‌কে তুমি চিনলে কি করে?"

"আমার খ্যাতির কথা শুনে সে আমার সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য গিয়েছিল।"

"তোমার সঙ্গে তার আবার কিসের পরামর্শ?"

"হুজুর, প্রেমের ব্যাপারে সে আমার পরামর্শ চেয়েছিল। যে প্রেমে প্রতিদান নেই, সেই প্রেমের ব্যাধি থেকে সে রোগ-মুক্তি চেয়েছিল।"

"তার রোগ তুমি আরাম করে দিয়েছ?"

"হুজুর, তার বেশী আমি করেছি। আমি তাকে এমন একটা কবচ দিয়েছি, যার ফলে সে তার প্রেমের প্রতিদান পাবে। সাইপ্রস দ্বীপে প্যাক্স্ মন্দিরে ভেনসের চুলের গোছা আছে। আমি তা থেকে কয়েকটা চুল নিয়ে বাদামের খোলায় ভরে ইউনিসকে দিয়েছি।"

"তার বদলে সে তোমাকে অনেক টাকা নিশ্চয় দিয়েছে।"

"প্রেমের প্রতিদান ব্যাপারে বেশী টাকা রোজগার হয় না। আমার ডান হাতের দুটো আঙ্গুল নেই। সেজন্য একজন লোককে দিয়ে আমার মতবাদ লিখিয়ে নেই। সেজন্য তাকে দাম দিতে হয়। এই ভাবে আমার মতবাদ ভবিষ্যতের জন্য রেখে যাচ্ছি।"

"হে জ্ঞানিবর, তুমি দর্শনের কোন্ দলের লোক?"

"আমি সব দলেরই বলতে পারেন।"

"চিলো চিলোনিডেস্, তুমি কোন দেশের লোক?"

"আমি মেসেমব্রিয়া থেকে আস্‌ছি।

"চিলো, তুমি তাহলে মস্ত লোক।"

ভিনিসিয়স এই প্রকার আলাপে অধীর হইয়া উঠিতেছিলেন। চিলো অনতিবিলম্বে কাজ আরম্ভ করিয়া দেয় ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত। বাজে কথায় পেট্রোনিয়স বিলম্ব করিতেছেন দেখিয়া তিনি ক্রমেই চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

গ্রীক চিলোকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন, "তুমি কখন সন্ধানে বেরোবে তাই বল।"

"হুজুর, কাজ আমার আরম্ভ হয়ে গেছে। আপনাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছি। এর মধ্যেই আমার কাজ চলছে। দয়া করে আমার উপর আস্থা রাখুন, হুজুর। যদি একটা জুতোর ফিতেও আপনার হারিয়ে যায়, জানবেন আমি তা খুঁজে বের করতে পারব। অন্ততঃ যে লোকটা তা কুড়িয়ে পেয়েছে, তাকে খুঁজে বার করতে পারি।"

পেট্রোনিয়স বলিলেন, "আগে বোধ হয় এরকম কাজ তুমি অনেক করেছ?"

গ্রীক চক্ষু তুলিয়া চাহিল। তারপর বলিল, "দিনকাল যা পড়েছে, তাতেও দার্শনিককেও জীবিকা নির্ব্বাহের জন্ম অন্ম উপায় অবলম্বন করতে হয়।"

"কি উপায় তুমি অবলম্বন কর বল ত?"

"যা কিছু ঘটে, তার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা। আমি সেই জ্ঞানের সাহায্যে যে আমার কাছে আসে, তাকে সাহায্য করি।"

"এতে পয়সা পাও?"

"হুজুর আমি ভাড়াটে লোক। না হলে আমার সঙ্গে সঙ্গেই আমার জ্ঞান লুপ্ত হয়ে যাবে।"

চিলো তারপর আপনার বিজ্ঞতার এক ফিরিস্তি দাখিল করিল। তাহার সহিত আলোচনায় পেট্রোনিয়স ও ভিনিসিয়স সন্তুষ্ট হইলেন।

ভিনিসিয়স বলিলেন, "বেশ, এখন তুমি কি চাও বল?"

"অস্ত্র চাই হুজুর।"

ভিনিসিয়স সবিস্ময়ে বলিলেন, "কি অস্ত্র চাও?"

গ্রীক নিজের করতল প্রসারিত করিয়া দেখাইল, সে অর্থ চাহে। তারপর বলিল, "সময় বড় খারাপ চলেছে, হুজুর।"

ভিনিসিয়স একটা মুদ্রাধার তাহার দিকে নিক্ষেপ করিলেন। লোকটা তাহার ত্রি-অঙ্গুলবিশিষ্ট দক্ষিণ হস্তে তাহা তুলিয়া লইল। তারপর সে বলিল, "হুজুর, আমি অনেক কিছু জানি। খালি হাতে আমি এখানে আসিনি। এই ধরুন, আমি জানি অউলস পরিবার এই কুমারীর অন্তর্দ্ধানের কথা জানেন না। তাঁরা তাঁর খোঁজ পাননি। সেখানকার চাকরদের কাছ থেকে একথা আমি আগেই জেনে নিয়েছি। এও আমি জানি যে, প্যালেটাইনে কুমারী নেই। সেখানে সকলেই রাজকন্মাকে নিয়ে

ব্যস্ত। কুমারী যে দেশের মেয়ে, সে দেশেরই একজন পুরাণো চাকর কুমারীকে নিয়ে পালিয়েছে। যারা আপনার ক্রীতদাসদের সঙ্গে লড়াই করেছিল, তারা ঐ মেয়েটিরই সমধর্ম্মাবলম্বী।

পেট্রোনিয়স বাধা দিয়া বলিলেন, "শুনছ, ভিনিসিয়স্? আমি আগেই একথা বলেছি।"

চিলো বলিল, "এতে আমারই মান বাড়লো, হুজুর।"

তারপর ভিনিসিয়স্‌কে লক্ষ্য করিয়া সে বলিল, "রোমের সর্ব্বাপেক্ষা ধার্ম্মিকা নারী পম্পোনীয়া যে দেবতার পূজা করেন, এই কুমারী তাঁরই উপাসিকা। আমি একথাও শুনেছি যে, পম্পোনীয়া যাঁকে পূজা করেন, তাঁকে উপাসনা করার জন্য সকলে পম্পোনীয়াকে অপরাধিনী করে থাকে। কিন্তু সে কোন্ দেবতা, এবং কারা তাঁর উপাসক তা আমি এখনো জান্‌তে পারি নি। সে কাজ করতে হলে, সেই দলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হবে। এজন্য, হুজুর, আপনাকে কিছু সাহায্য করতে হবে। আপনি দিন পনের অসুস্থ হয়ে অউলস্ পরিবারে ছিলেন। আপনি কিছু বলতে পারবেন কি?"

ভিনিসিয়স বলিলেন, "না।"

"হুজুর, আমাকে অনেক প্রশ্ন করেছেন। এখন আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন কর্‌তে চাই। ঐ বাড়ীতে কি আপনি উপাসনার কোন বস্তু দেখেন নি? এমন কোন সঙ্কেত কাকেও করতে দেখেন নি কি?"

"সঙ্কেত? চিহ্ন? দাঁড়াও বলছি। হ্যাঁ, এক দিন আমি দেখেছিলাম লিজিয়া বালির উপর একটা মাছ এঁকেছিলেন।"

"মাছ? তিনি একবার, না অনেকবার মাছ এঁকেছিলেন?"

"মাত্র একবার।"

"আপনি ঠিক বল্‌ছেন, তিনি মাছ এঁকেছিলেন ?"

কৌতুহলাক্রান্ত ভাবে ভিনিসিয়স বলিলেন, "নিশ্চয়। সেটার অর্থ কি, তুমি বলতে পার ?"

চিলো বলিল, "আমি অনুমান করতে পারি কি না জিজ্ঞাসা করছেন ? আপনাদের মত মহতের উপর ভাগ্যলক্ষ্মী কত আশীর্ব্বাদই বর্ষণ করে থাকেন !"

এই কথার পর সে কক্ষ ত্যাগ করিল।

পেট্রোনিয়স বলিলেন, "এই জ্ঞানী লোকটা সম্বন্ধে তোমার ধারণাটা কি ?"

প্রফুল্ল ভাবে ভিনিসিয়স বলিলেন, "আমার ধারণা, লোকটা লিজিয়াকে খুঁজে বের কর্‌তে পারবে। তবে এটাও আমার বিশ্বাস যে, বদমাস লোকের জন্য যদি কোনও স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকে, তা হ'লে এ লোকটা সেখানকার রাজা হ'বার উপযুক্ত।"

"খুব সত্য। এই লোকটার সঙ্গে আমাকে অন্তরঙ্গতা করতে হবে। কিন্তু আপাততঃ ঘরটাকে শোধন করে নিতে হবে।"

এদিকে চিলো চিলোনিডস্ পথ চলিতে চলিতে মুদ্রাধারটি হাতে ওজন করিতেছিল। উহার অভ্যন্তরে যে স্বর্ণ মুদ্রা প্রচুর পরিমাণে আছে তাহা ভাবিয়া সে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তথাপি সে খুব ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। প্রতি মোড়ে সে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিতে লাগিল যে, পেট্রোনিয়সের বাড়ী হইতে কেহ তাহাকে লক্ষ্য করিতে করিতে আসিতেছে কিনা। সে অতঃপর সুবুরার দিকে চলিতে লাগিল।

সে মনে মনে বলিল, "এখন আমি স্পোরসের কাছে যাব। লক্ষ্মী দেবীর উদ্দেশে কয়েক ফোঁটা সুরা উৎসর্গ কর্‌তে হবে। যা আমি চেয়েছি, এত

দিন পরে তা পেয়েছি। এই লর্ডটি যুবক, গোঁয়ার এবং খুব সদাশয়। বাস্তবিক এই তরুণী লিজিয়ার জন্য উনি ওঁর সম্পত্তির অর্দ্ধেক ব্যয় করতে পারেন্। হ্যাঁ, এখন ওঁকে হাতে পেয়েছি। এই রকমই আমি চেয়েছিলাম। তবে খুব সাবধানে থাক্তে হবে। যে রকম করে ভুরু উনি বাঁকিয়েছিলেন তার ফল বড় সোজা নয়। পেট্রোনিয়সের কাছ থেকে ভয়ের কোন কারণ নেই। হ্যাঁ, কুমারী তাহলে মাছ এঁকেছিলেন। জানতে হবে, এটার অর্থ কি। মাছ সমুদ্রে থাকে। সুতরাং ব্যয় পড়বে অনেক। আরও এমনি একটা মুদ্রাধার চাই। তাহলে আর ভিক্ষাবৃত্তি কর্তে হবে না। একজন ক্রীতদাস নিজে রাখতে পার্ব। মেয়ে দাসীই রাখা ভাল। ওগো তোমাদের চিনি আমি। ঘৃণা তোমরা আমাকে কর্তে পার্বে না। বেশ সুন্দরী দেখে রাখতে হবে। তারপর তুমিই আমাকে আবার যৌবনের বল জোগাবে। এই ইউনিস মেয়েটি চমৎকার। পেট্রোনিয়স যদি ওকে আমায় দেন, তাহলে নিশ্চয় আমি তাকে নেব। যা দরকার হবে ভিনিসিয়সের কাছ থেকেই সব পাব। যাক্ দস্যুরাজ স্পোরসের আস্তানায় এসে পড়েছি। খবর এখানেই মিল্বে।"

পানালয়ে প্রবেশ করিয়া সে এক পাত্র সুরার জন্য ফরমাস করিল। দোকানদার তাহার চেহারা দেখিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না যে, সে দাম দিতে পারিবে কি না। চিলো একটা স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিয়া টেবলের উপর রাখিল। তারপর বলিল, "স্পোরস্, এটার মানে কিছু বোঝ?" বলিয়া সে একটা মাছ আঁকিল।

"মাছ?—মাছ মানে মাছ।"

"তাত জানি, কিন্তু এটা একটা সাঙ্কেতিক চিহ্ন। এর অর্থ যদি বুঝতে পার্তে, তাহলে তোমার ভাগ্য ফিরে যেত।"

—চৌদ্দ—

পরবর্ত্তী কয়েক দিবস চিলো অদৃশ্যভাবে যাপন করিল। কিন্তু যেদিন হইতে লিজিয়ার অন্তরের কথা ভিনিসিয়স্ জানিতে পারিয়াছিলেন, তখন হইতে তিনি লিজিয়াকে ফিরিয়া পাইবার বাসনায় অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং তিনিও স্বয়ং তাহার সন্ধানে বিরত হইলেন না। সিজারের সহায়তা লাভ বাঞ্ছনীয় নহে মনে করিয়া তিনি সেদিকে অবহিত হইলেন না। বিশেষতঃ সিজার তখন নিজ কন্যা অগষ্টার জন্য উৎকণ্ঠিত। তাঁহার কাছে সাহায্য প্রাপ্তির আশাও তিনি করেন নাই।

এদিকে দেবদেবীর উদ্দেশ্যে পশু বলি, প্রার্থনা ব্যর্থ হইল। চিকিৎসকগণের সর্ব্বপ্রকার প্রচেষ্টা এবং তন্ত্র-মন্ত্র কিছুতেই শিশুর জীবন রক্ষা হইল না। এক সপ্তাহের মধ্যে শিশুর মৃত্যু ঘটিল। ইহাতে রাজসভা এবং নীরো শোকাচ্ছন্ন হইলেন। শিশুর জন্মে সিজার যেমন হর্ষে আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন, তাহার মৃত্যুতেও তিনি শোকে উন্মত্তবৎ হইয়া পড়িলেন। প্রথম দুইদিন তিনি কোন প্রকার খাদ্য গ্রহণ করিলেন না। প্রাসাদে সেনেটরগণ ভিড় জমাইয়া তুলিলেন। সকলেই এই গভীর শোকে সমবেদনা জ্ঞাপনের জন্য আসিতে লাগিলেন। কিন্তু সম্রাট কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। সেনেটের অতিরিক্ত অধিবেশন হইল। মন্দিরে মন্দিরে যাহাতে মৃত শিশুর উদ্দেশে পূজার্চ্চনা হয় তাহার ব্যবস্থা হইল। দেব-দেবীর মন্দিরে পূজার বলিসমূহ উৎসৃষ্ট হইতে লাগিল। অবশেষে শিশুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উপলক্ষে নাগরিকগণ শোক-বিমূঢ় সিজারকে দেখিতে পাইল। তাঁহার ক্রন্দনে জনসাধারণ শোকাশ্রুপাত করিয়া একটু সান্ত্বনা লাভ করিল।

পপিয়া শিশুর মৃত্যুর হেতু নির্দ্দেশে বলিয়াছিলেন, যাদুমন্ত্রের ফলে শিশুর মৃত্যু হইয়াছে। সেকথা জনসাধারণও শুনিয়াছিল। পেট্রোনিয়স ইহা জানিয়া অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। চিকিৎসকগণও তাহাতে সায় দিলেন। তাঁহাদের চিকিৎসা-নৈপুণ্য মন্ত্র বা যাদুবিদ্যাবলেই ব্যর্থ হইয়াছে, এই কথা বলিয়া তাঁহাদের অসামর্থ্যের কৈফিয়ৎ দিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পুরোহিতরাও তাঁহাদের সহিত একমত হইলেন। কারণ, তাহা না হইলে দেব-দেবীর পূজায় তাঁহাদের কৃতিত্ব হ্রাস পায়। এই সকল ব্যাপার শুনিয়া পেট্রোনিয়স লিজিয়ার অন্তর্দ্ধানে বিন্দুমাত্র দুঃখিত হইলেন না। কিন্তু অউলস পরিবারের উপর তাঁহার কোন আক্রোশ ছিল না। বরং নিজের ও অউলস পরিবারের মঙ্গলই তিনি কামনা করিতে লাগিলেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হইবামাত্র তিনি তাড়াতাড়ি প্রাসাদে গমন করিলেন। সেনেটরগণ একসভায় সম্মিলিত হইবেন ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই সভায় যাদুবিদ্যা সম্বন্ধে কাহার কিরূপ বিশ্বাস হইয়াছে, তাহা অবগত হওয়াই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। নীরো এ বিষয়ে কি ধারণা করিয়াছেন তাহা জানা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন।

সভাগৃহে নীরো প্রস্তরের মূর্ত্তির মত সমাসীন ছিলেন। শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া তিনি সমবেত সভাসদবর্গের সমবেদনাসূচক মন্তব্য শ্রবণ করিতে-ছিলেন। তাঁহার আচরণ দেখিয়া স্পষ্টই অনুমিত হইবে, শোক তাঁহার যতই তীব্র হউক, তাঁহার দুঃখানুভূতি সভাসদবর্গের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিতেছে, সে সম্বন্ধেও যেন তিনি মনে মনে চিন্তা করিতেছিলেন। কোনও প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে কোনও নিপুণ অভিনেতা, নীরোর মত শোকবিমূঢ় অবস্থা প্রকাশ করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। কখনও তিনি যেন নিজের মস্তকে ধূলি নিক্ষেপের ভঙ্গী করিতেছিলেন, কখনও বা গভীর শোকসূচক

ধ্বনি করিতেছিলেন। পেট্রোনিয়সকে দেখিবামাত্র সিজার আসন হইতে লম্ফ দিয়া উঠিয়া শোক-গম্ভীর কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—।

"হায়! তুমিও শেষে এখানে এলে—ওই শি[illegible]ত্যুর জন্য তুমিই দায়ী! তুমিই এই প্রাসাদে যে দুষ্ট আত্মাকে [illegible] দিয়েছিলে, সেই শিশুর প্রাণ হরণ করেছে। কি হতভাগ্য আমি! [illegible]! যদি সেইদিন সেই নরকের দূতের দেখা না পেতাম! কি [illegible]ীন আমি! হায়! হায়!"

কণ্ঠস্বর উচ্চে তুলিয়া তিনি হৃদয়বিদারক স্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। তখনই পেট্রোনিয়সের মস্তিষ্কে বুদ্ধি যোগাইল। তিনি সাহসে ভর করিয়া এক চাল চালিলেন। বাহু বিস্তৃত করিয়া নীরোর গললগ্ন বস্ত্রখণ্ডের দ্বারা তাঁহার মুখমণ্ডল চাপিয়া ধরিলেন।

গভীর অনুকম্পা পূর্ণ কণ্ঠে তিনি বলিলেন "প্রভু, রোমনগরে আগুন জ্বালিয়ে দিন, কিন্তু এমনভাবে আপনার কণ্ঠস্বরকে ক্ষতিগ্রস্ত করবেন না।"

যাহারা সন্নিকটে দাঁড়াইয়াছিল, এই কথায় সকলে বিস্ময়-বিমূঢ় হইল। নীরো স্বয়ং ইহাতে বিচলিত হইলেন। কিন্তু পেট্রোনিয়স অবিচলিত রহিলেন। তিনি জানিতেন, তিনি কি করিতেছেন।

বিষাদ সমাচ্ছন্ন মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া পেট্রোনিয়স বলিয়া উঠিলেন, "[illegible]ার, আমাদের এই বিরাট দুঃখের অন্ত নেই—এ ক্ষতি পূরণ হবার [illegible] কিন্তু যে মহামূল্য সম্পদ আমাদের আছে, সেটা যাতে নষ্ট না হয় তাই করুন।"

নীরোর মুখমণ্ডল কম্পিত হইল। পর মুহূর্ত্তে তাঁহার নেত্রপথে অশ্রুধারা নামিয়া আসিল। পেট্রোনিয়সের বাহুমূল আকর্ষণ করিয়া, তিনি বন্ধুর বক্ষোদেশে মস্তক রাখিয়া বাষ্পগদগদকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন "এ সময়ে এক তুমিই এ বিষয়ে অবহিত হয়েছ।"

টিগেলিনস্ একবারে বিবর্ণমুখ হইলেন। পেট্রোনিয়স বলিয়া চলিলেন, "সিজার, আপনি এন্টিয়মে যাত্রা করুন। সেখানেই আপনার শিশু প্রথম সূর্য্যালোক দেখেছিল, সেখানেই আপনি সুখী ছিলেন। সেখানে গেলেই আপনি সান্ত্বনা পাবেন, সমুদ্রবায়ুর প্রভাবে আপনার স্বর্গদত্ত কণ্ঠস্বরের উন্নতি হবে। ভাল করে আপনি শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে পারবেন। আমরা আপনার বিশ্বাসভাজন—আমরা সকলেই আপনার সঙ্গে যাব। সেখানে আমাদের ভক্তিতে আপনি শোকাপনোদন করতে পারবেন। আর আপনার স্বর্গীয় সঙ্গীতে আমরাও সান্ত্বনা লাভ করব।"

নীরো শোকোদ্বেল কণ্ঠে বলিলেন, "হ্যাঁ, আমি শিশুর সম্মানের জন্য একটা গান রচনা করব আর সুর সংযোগও করব।"

"তাহ'লে বেয়ী গিয়ে আপনি সূর্য্যালোক উপভোগ করবেন?"

"আমি গ্রীসে গিয়ে সব ভুলবার চেষ্টা করব।"

"ঠিক। কবিতা ও সঙ্গীতের রাজ্যে এটা সম্ভব।"

তাহার পর ভাবী ভ্রমণের আলোচনা চলিল। আর্ম্মেনিয়ার রাজা টিরিডেউসের সম্ভাবিত আগমন উপলক্ষে অভিনন্দনের কথাও আলোচিত হইল। উহা সমাপ্ত হইলে টিগেলিনস্ পুনরায় যাদুমন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনার সূত্রপাত করিলেন। পেট্রোনিয়স বুঝিয়াছিলেন, এবার তাঁহারই জয়লাভ সুনিশ্চিত। তাই তিনি বলিলেন, "টিগেলিনস্, আপনার মনে কি এমন বিশ্বাস আছে যে, দেবতাদের অপেক্ষা যাদুমন্ত্রের প্রভাব বেশী?"

সভাসদ বলিলেন, "সিজার নিজেই একথা বলেছেন।"

"শোকের অবস্থায় বটে, কিন্তু সিজাররূপে তিনি বলেন নি। এ বিষয়ে আপনার অভিমত কি?"

"যাদুমন্ত্রের দ্বারা দেবতাদিগকে অভিভূত করা যায় না।"

"যদি তাই হয়, তা'হলে সিজারের ঐশ্বরিক ক্ষমতা ... র পরিবারবর্গের ঐশ্বরিক ক্ষমতা, আপনি অস্বীকার করেছেন।"

টিগেলিনস্ ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইলেন। তাঁহার ও পেট্রোনিয়সের মধ্যে প্রতিযোগিতার ভাব বহুদিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছিল। পেট্রোনিয়স তাঁহার বিশেষ চাতুর্য্য ও বুদ্ধিমত্তার দ্বারা প্রতি ব্যাপারেই টিগেলিনসকে পরাজিত করিয়া আসিয়াছেন।

টিগেলিনস্ আর বাঙ্ নিষ্পত্তি করিলেন না। তিনি বুঝিলেন, সভাসদগণের অধিকাংশই পেট্রোনিয়সের দলে।

প্রাসাদ হইতে নির্গত হইয়া পেট্রোনিয়স্ ভিনিসিয়সের ...ন গমন করিলেন। তাহার পর সকল ঘটনা বিবৃত করিলেন।

তিনি বলিলেন, "প্লটিয়সের বিপদ এ ব্যাপারে এড়ান গেল। শুধু তাই নয়। আমাদের মাথাও বাঁচিয়েছি। লিজিয়ার সম্বন্ধে—যে হৈ চৈ আরম্ভ হ'ত তাতেও বাধা দিয়েছি। তাছাড়া পীতশ্মশ্রু এই বানরকে আমি দেশভ্রমণের পরামর্শ দিয়েছি। সিজার সোজা ভ্রমণে চলে যাবেন সেটা ঠিক। গ্রীসে গিয়ে নিজের কণ্ঠস্বরের উন্নতির চেষ্টাও তিনি করবেন। এদিকে আমরা লিজিয়ার সন্ধান করতে থাক্‌ব, তাকে পেলে নিরাপদ আশ্রয়ে রক্ষা করা যাবে। আমাদের সেই মা...ীয় দার্শনিকটি কি আর এসেছিলেন?"

"আপনার ঐ দার্শনিকটি বদমাস্। সে আর আসে নি—আস্‌বেওনা।"

"আমি কিন্তু তার বুদ্ধির তারিফ করি। সে তোমার কাছ থেকে টাকা পেয়েছে। সেই লোভে আবার তোমাকে শোষণ করবার জন্য আস্‌বে।"

"তাকে আমি শোষণ না করে ফেলি, সে যেন সে সম্বন্ধে সতর্ক থাকে।"

"না, না, ওসব করো'না। যতক্ষণ তার বদমায়েসীর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাও, সে পর্য্যন্ত কিছু করে বসো না। তাকে আর টাকাকড়ি দিও না, তবে এই কথা তাকে জানিয়ে দিও যে লিজিয়াকে খুঁজে বার কর্‌তে পারলে, প্রচুর পরিমাণে পুরস্কার দেবে। তুমি নিজে কোন সন্ধানের সূত্র পেয়েছ কি ?"

"আমার দুজন মুক্ত ভৃত্য নিম্‌ফিডিয়স্‌ ও ডেমান ৬০ জন ক্রীতদাস নিয়ে লিজিয়াকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। যে খুঁজে বার করতে পারবে তাকে আমি দাসত্ব থেকে মুক্তি দেবো বলেছি। এ ছাড়া পথে পথে লোক পাঠিয়েছি। সেখানে পান্থশালাগুলি তাঁরা খুঁজে দেখবে। সহরের ভার আমি নিজে নিয়েছি। দিনরাত অনুসন্ধান চল্‌ছে।"

"বেশ। তোমার অনুসন্ধান ফল আমাকে তখুনি জানাতে ভুলো না। কারণ আমি এনটিয়মে শীঘ্র চলে যাব।"

"তা জানাব।"

"আরও বলে রাখি। যদি কোন দিন তোমার মনে হয় যে, কোন নারীর জন্য এত পরিশ্রম স্বীকারের দরকার নেই, তাহলে তখনি তুমি এনটিয়মে চলে যাবে। সেখানে মেয়েমানুষের অভাব নেই, অন্যান্য আমোদ প্রমোদেরও অভাব ঘটবে না।"

ভিনিসিয়স্‌ কক্ষ মধ্যে পদচারণা করিতে লাগিলেন। কয়েকমুহূর্ত্ত তাঁহাকে লক্ষ্য করিবার পর পেট্রোনিয়স বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি যথার্থ বলত লিজিয়ার প্রতি তোমার এ আকর্ষণ চিরদিন থাকবে ? বিশেষ চিন্তা করে উত্তর দিও। বন্ধুর কাছে বন্ধু স্থির ধীর ভাবে যেমন জবাব দেয় তেমনি ভাবে বল্‌বে।"

ভিনিসিয়স সহসা থমকিয়া দাঁড়াইলেন। পেট্রোনিয়সের উপস্থিতি যেন এইমাত্র লক্ষ্য করিয়াছেন। তাহার পর আবার তিনি পদচারণা করিতে

লাগিলেন। তিনি যেন আপনাকে সংযত করিবার জন্যই ঐরূপ চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু লিজিয়াকে পাইবার ব্যগ্র কামনা, নিজের অসামর্থ্য, মানসিক দুশ্চিন্তা প্রভৃতি একত্র হইয়া এমন অবস্থা সৃষ্টি করিল যে, ভিনিসিয়স্ আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার নয়ন পথে অশ্রুর বন্যা বহিতে লাগিল। ইহাতে পেট্রোনিয়স সমস্তই বুঝিতে পারিলেন।

কিছুক্ষণ চিন্তার পর বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি বলিলেন, "আটলাস্ পর্ব্বত বিশ্বকে ধারণ করে রাখেনি—নারীই সে ভার বহন করছে। সম্ভবতঃ বল নিয়ে যেমন খেলা করা হয়, নারী সেই বোঝা নিয়ে তেমনি ক্রীড়া করছে।"

ভিনিসিয়স্ সংক্ষেপে মন্তব্য করিলেন, "তাই ঠিক।"

অতঃপর উভয়ে বিদায় লইবার আয়োজন করিতেছেন, এমন সময় একজন ক্রীতদাস আসিয়া সংবাদ দিল, চিলো চিলোনিডস্ দেখা করিতে আসিয়াছে। সে পার্শ্বস্থ কক্ষে অবস্থান করিতেছে।

—পনর—

ভিনিসিয়স্ তাহাকে আনিবার আদেশ প্রদান করিলেন। পেট্রোনিয়স্ বলিলেন, "আমি আগে তোমাকে এই কথাই বলেছি কি না? কিন্তু হার্কুলিসের দোহাই, তুমি অধীরতা প্রকাশ করো না। তাহলে লোকটা তোমাকে পেয়ে বসবে।"

চিলো কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, 'আপনাদের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল হোক্।'

পেট্রোনিয়স্ বলিলেন, "এস, ধার্ম্মিকবর!"

ভিনিসিয়স্ বলিলেন, "সংবাদ কি ?"

চিলো বলিল, "হুজুর, আমি প্রথমে আশার সংবাদ এনেছিলাম। এবার জানাচ্ছি, কুমারীকে পাওয়া যাবে।"

"তাহ'লে তুমি এখনো তার দেখা পাও নি ?"

"তার অর্থ এখনো তাঁকে আবিষ্কার করতে পারিনি। তবে আমি জান্‌তে পেরেছি, তিনি আপনাকে যে সঙ্কেত চিহ্ন এঁকে দেখিয়েছিলেন ; তার অর্থ আবিষ্কার করেছি। অর্থাৎ কারা তাঁকে হরণ করবার পর গোপন করে রেখেছে, এবং তিনি কোন্ দেবতার উপাসিকা তা জান্‌তে পারা গেছে।"

ভিনিসিয়স্ লম্ফ দিয়া আসন ত্যাগে উদ্যত হইলে, পেট্রোনিয়স্ একখানি হাত ভিনিসিয়সের স্কন্ধদেশে আরোপ করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, বলে যাও।"

"হুজুর, আপনার কাছে প্রশ্ন এই—আপনি কি তাঁকে বালির উপর সত্যসত্যই মাছ আঁকতে দেখেছিলেন ?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে তিনি খৃষ্টান। খৃষ্টানরাই তাঁকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছে।"

মুহূর্ত্তকাল কেহ কোন শব্দ পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিলেন না।

অবশেষে পেট্রোনিয়স্ বলিলেন, "দেখ, চিলো, আমার ভাগনে তোমাকে প্রচুর মুদ্রা দেবেন বলেছেন, অবশ্য যদি মেয়েটিকে তুমি খুঁজে বার করতে পার। কিন্তু তুমি যদি প্রতারণা কর, তবে সেই পরিমাণ বেত্রদণ্ডের প্রহারও তোমার অদৃষ্টে আছে। যদি খুঁজে বার করতে পার, তা হ'লে পুরস্কারের সাহায্যে তুমি একজন নয় তিনজন লোককে কিনতে পারবে। তা যদি না পার, তা হলে সপ্তঋষির দর্শন শাস্ত্রের সঙ্গে তোমার দর্শনশাস্ত্র

তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না। তখন পৃষ্ঠক্ষত সারাবার জন্য মালিসের ঔষধ তোমাকে সংগ্রহ করতে হবে।"

চিলো বলিল, "যুবতীটি খৃষ্টান, হুজুর।"

"শোন, চিলো। তুমি নির্ব্বোধ নও। যদিও আমরা জানি যে, জুলিয়া সিমোনা এবং কালভিয়া ক্রিস্‌পিসিলা, পম্পোনীয়া গ্রেসিনার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেছিলেন যে, তিনি খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষা নিয়েছেন। কিন্তু এও জানি যে, সে অভিযোগ থেকে তিনি মুক্তিলাভ করেছিলেন। তুমি সেই অভিযোগ নতুন করে উত্থাপন করছ। তুমি কি এখন আমাদের এই কথা বোঝাতে চাও যে, পম্পোনীয়া ও লিজিয়া এক সম্প্রদায় ভুক্ত—মানব জাতির যারা শত্রু, যারা জলের উৎসস্রোতে বিষ ঢেলে দিয়ে থাকে, গর্দ্দভের মুণ্ডের যারা ভক্ত, যারা শিশুদের বলি দেয়, ব্যভিচারে লিপ্ত থাকে, সেই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত? ভাল করে ভেবে দেখ, চিলো! তোমার এই অভিযোগ পরিণামে তোমার বিরুদ্ধে উত্থাপিত হয়ে তোমার পৃষ্ঠদেশে প্রতিষেধক হিসাবে না প্রয়োগ করতে হয়।"

চিলো উভয়বাহু প্রসারিত করিয়া বলিল, "আচ্ছা হুজুর, এই শব্দটাকে গ্রীক ভাষায় উচ্চারণ করুন ত—'যীশুখৃষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র এবং ত্রাণ কর্ত্তা'।"

পেট্রোনিয়স্ গ্রীক শব্দটি উচ্চারণ করিলেন।

"এখন প্রত্যেক শব্দের প্রথম বর্ণ গ্রহণ করলে কি দাঁড়ায় বলুন ত?"

পেট্রোনিয়স সবিস্ময়ে বলিলেন, "ইক্‌থস।"

এই গ্রীক শব্দের অর্থ মৎস্য।

সগর্ব্বে চিলো বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর। তাই মাছ খৃষ্টান ধর্ম্মের চিহ্নস্বরূপ ব্যবহৃত হয়।"

কিছুক্ষণ কক্ষ মধ্যে গভীর নীরবতা বিরাজিত হইল। এই গ্রীকটির যুক্তি খণ্ডনের অতীত। উভয়ের বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

পেট্রোনিয়স বলিলেন, "ভিনিসিয়স, তুমি কি ঠিক জান যে, লিজিয়া মাছ এঁকেছিল?"

যুবক উত্তেজিত ভাবে বলিলেন, "নিশ্চয়। যদি পাখী আঁকতেন, তবে আমি তাই বলতাম।"

চিলো আবার বলিল, "তাহ'লে তিনি নিশ্চয় খৃষ্টান।"

পেট্রোনিয়স বলিলেন, "তা হ'লে বল্‌তে হবে, পম্পোনীয়া, লিজিয়া জলের উৎস বা কূপ বিষাক্ত করতেন, ছেলে বলি দিতেন, আর ব্যভিচার করে বেড়াতেন। লোকটা পাগল। কিন্তু ভিনিসিয়স্, তুমি ত পম্পোনীয়ার বাড়ীতে কিছুদিন ছিলে, এ সব কুৎসা তাঁদের সম্বন্ধে সাজে কি? যদি মাছই খৃষ্টানদের একটা চিহ্ন হয়—অবশ্য সে কথা আর অস্বীকার করা চল্‌বে না—তাহলে খৃষ্টানদের সম্বন্ধে আমরা এতদিন যা কল্পনা করে এসেছি, তা তারা নয়।"

চিলো বলিল, "আপনি সক্রেটিসের মতই বল্‌ছেন। কোন খৃষ্টানকে আজ পর্য্যন্ত কে পরীক্ষা করে দেখেছে? তাদের ধর্ম্মমত কে পড়েছে? তিন বছর আগে আমি যখন নিওপলিস থেকে রোমে আসছিলাম তখন গ্লৌকস নামে একজন চিকিৎসক আমাদের সঙ্গে আস্‌ছিলেন। তাঁকে সবাই কৃপণ বলত। কিন্তু আমি দেখেছি তিনি বড় ভাল লোক এবং ধার্ম্মিক ছিলেন।"

"তাঁর কাছ থেকেই কি তুমি মাছ শব্দের অর্থ জানতে পেরেছিলে?"

"না, হুজুর। এক পান্থশালায় সেই সদাশয় বৃদ্ধকে একজন ছোরার আঘাত করে। তাঁর স্ত্রী ও শিশু পুত্রদের ক্রীতদাস করবার জন্য জন কয়েক

সদাগর তাদের বন্দী করে। ডাক্তারকে রক্ষা করার জন্য আমি লড়াই করতে গিয়ে ডান হাতের তিনটি আঙ্গুল হারাই। খৃষ্টানরা বলেন যে, দৈবলীলায় তাঁরা বিশ্বাস করেন। তাই আমার আশা আছে যে, আবার আমার আঙ্গুল গজাবে।"

"তা কি করে হবে? তুমি কি খৃষ্টান ধর্ম্ম নিয়েছ?"

"হ্যাঁ, হুজুর। কাল আমি খৃষ্টান হয়েছি। মাছের ব্যাপার নিয়ে আমাকে খৃষ্টান হতে হয়েছে। এই ধর্ম্মের কি শক্তি আছে তা পরীক্ষা করতে হবে! আর দিন কয়েক পরে আমি খৃষ্টানধর্ম্মের রহস্যগুলি জানবার অধিকার পাব। একবার সে দলে ঢুকতে পারলেই, জানতে পারব মেয়েটি কোথায় আছে। এ ব্যাপারে আমার দর্শনশাস্ত্রের চেয়ে আমার অবলম্বিত খৃষ্টান ধর্ম্ম আমাকে বেশী সাহায্য করবে। আমি মার্কারি দেবতাকে এক জোড়া বাছুর বলি দেব মানত করে রেখেছি। অবশ্য মেয়েটিকে যদি খুঁজে বার করতে পারি। বাছুরের শিং আমি সোনায় বাঁধিয়ে বলি দেব।"

"তাহলে দেখছি তোমার কালকের খৃষ্টানধর্ম্ম তোমাকে মার্কারি দেবতার উপাসনায় বাধা দেবে না?"

"হুজুর, আমার এই বিশ্বাস আছে, যাতে কাজ হবে, তাই ভাল। সুতরাং মার্কারি দেবতা আমার এই দার্শনিকতত্ত্ব গ্রহণ করবেন। তবে হুজুর, দেবতারা ভবিষ্যতের ওপর নির্ভর করতে চান না। আগেই তাঁরা বলির পশু পেতে চান। তাহলে হুজুর, একটা বিরাট খরচ আছে। ভিনিসিয়স যদি আমাকে প্রতিশ্রুত পুরস্কার থেকে কিছু অগ্রিম দেন—"

পেট্রোনিয়স বলিলেন, "এক কপর্দ্দকও নয়, চিলো। লিজিয়াকে খুঁজে পাবার পর তোমাকে উনি তোমার কল্পনাতীত পুরস্কার দেবেন। অর্থাৎ লিজিয়াকে কোথায় রাখা হয়েছে, সে জায়গা দেখিয়ে দিলেই পুরস্কার পাবে।"

"হুজুর, তা হলে আমার কথা শুনুন। সত্য বটে যুবতীকে কোথায় রাখা হয়েছে, তা এখনো জানতে পারি নি, কিন্তু কি করলে তাঁর সন্ধান পাওয়া যাবে তা আমি জানি। আপনারা ত অনেক লোক লাগিয়েছেন তারা কি আপনাদের কাছে একবিন্দু সন্ধান দিতে পেরেছে? আমিই শুধু কিছু সংবাদ আপনাদের দিতে পেরেছি। আমার এখানে আগমন আপনারা অনুগ্রহ করে কাউকে জানতে দেবেন না। ইউনিস যাতে মুখ বন্ধ করে থাকে সে চেষ্টা করবেন। আমার অনুসন্ধানকালে একজন বুড়া খৃষ্টানের দেখা পেয়েছি। তাকে আমি মাছের ছবি এঁকে দেখাবামাত্র সে আমার সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলে। আমি নিওপলিস থেকে আসছি শুনে, সে সবিস্ময়ে বলে যে, সেখানকার খৃষ্টানরা আমাকে পরিচয় পত্র দেননি কেন? এখানকার খৃষ্টানরা তা হলে আমাকে আশ্রয় দিতেন। আমি বলি যে পরিচয় পত্র আমি হারিয়ে ফেলেছি। বুড়োকে আমি টাকা দিয়েছি। জেনেছি, সদাশয় ভিনিসিয়স আমাকে তার বদলে অনেক টাকা দেবেন—"

পেট্রোনিয়স তাহার বক্তৃতায় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "চিলো, তোমার কথার মধ্যে মিথ্যার প্রলেপ রয়েছে। মিথ্যে কথা বলে আমাদের ভোলাতে পারবে না। যে বুড়োর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল, তার নাম কি?"

"হুজুর, তার নাম ইউরিসিয়স্।"

"বেশ। বুড়োর সঙ্গে পরিচয় করে ভাল কাজই করেছ। কিন্তু তাকে তুমি টাকা দিয়েছ একথা ঠিক নয়। তাকে তুমি এক কপর্দ্দকও দেও নি।"

"হুজুর, আপনি সবজান্তা। তাকে টাকা আমি দেই নি, তবে দেবার ইচ্ছে ছিল, হুজুর। তাতে লাভ আছে। সে আমাকে তার সমধর্ম্মীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে।"

পেট্রোনিয়স বলিলেন, "ঠিক কথা। তুমি ভালই [illegible]।"

চিলো বলিল, "টাকা সংগ্রহের চেষ্টায় আমি সোজা [illegible]ন চলে এসেছি, হুজুর।"

ভিনিসিয়স্ বলিলেন, "তাই দেব।"

তারপর চিলোকে তিনি বলিলেন, "আমি আমার একজন লোক তোমার সঙ্গে দেব। সে টাকা কড়ি সঙ্গে রাখবে। এই লোকটাকে তুমি ইউরিসিয়সের কাছে তোমার ক্রীতদাস বলে পরিচয় করিয়ে দেবে। আমার চাকরের সামনে তুমি বুড়োকে কিছু টাকা দিও। তুমি এই দরকারী খবর এনে দিয়েছ বলে, তোমাকেও আমি কিছু টাকা বকসিস দিচ্ছি। আজ রাত্রিতে তুমি আমার কাছে এস। আমার চাকর ও টাকা তোমাকে দেব।"

চিলো বলিল, "আজ্ঞে, আপনি, হুজুর, খাঁটি সিজার। আমার দর্শনশাস্ত্রের নূতন গ্রন্থ, আমি আপনার নামেই উৎসর্গ করে দেব। 'ভগবান আপনার মঙ্গল করুন' খৃষ্টানরা বিদায়কালে এই রকম কথা বলে থাকে। এখন আমি একজন ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসী রাখ্‌তে পারব দেখছি। বড়শী-ছিপে মাছ গাঁথা যায়। আর মাছের সাহায্যে খৃষ্টানকে গেঁথে তুলতে পারব।"

ভিনিসিয়সের প্রতি পেট্রোনিয়স:

"বিশ্বস্ত ক্রীতদাসের মারফৎ আন্টিয়ম হইতে তোমাকে এই পত্র পাঠাইলাম। আশা করি এই ব্যক্তির হাতে তুমি সত্বর উত্তর পাঠাইবে। অবশ্য জানি, লেখনী অপেক্ষা বর্শা ও তরবারি সঞ্চালনেই তোমার দক্ষতা অধিক। অনুসন্ধান ব্যাপারে তোমাকে বিশেষ তৎপর এবং পরিণাম ফলে বিশেষ বিশ্বাসী দেখিয়া আসিয়াছিলাম। সুতরাং আশা করিতেছি, ইতিমধ্যেই লিজিয়ার বাহু-বল্লরীর আশ্রয়ে তোমার কামনা পরিতৃপ্ত হইয়াছে। অথবা শীতের নিশ্বাস কম্পোনার উপর আবির্ভূত হইবার পূর্ব্বেই পরিতৃপ্তি লাভ করিবে।

প্রিয় ভিনিসিয়স, প্রার্থনা করি অতসীবর্ণ কেশমণ্ডিতা সাইপ্রস দেবী তোমায় পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবেন। তুমিও যেন লিজীর উষার প্রভু এবং উপদেষ্টা হইতে পার। প্রেমের উজ্জ্বল মধ্যাহ্ন-দীপ্তি শীঘ্রই উষার আলোকে রূপান্তরিত হইবে! এই কথাটা সকল সময় মনে রাখিবে যে, মর্ম্মর প্রস্তর মূল্যবান হইলেও প্রস্তর ব্যতীত আর কিছুই নহে: তবে যখন শিল্পীর নিপুণ হস্ত, সেই মর্ম্মর প্রস্তরকে অপূর্ব্ব প্রতিমায় রূপান্তরিত করে, তখনই তাহার মূল্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। তোমাকে সেই শিল্পী হইতে হইবে। শুধু প্রেমই পর্য্যাপ্ত নহে। কেমন করিয়া ভালবাসিতে হয় তাহা জানা দরকার। সেই সঙ্গে প্রেমকে কেমন করিয়া প্রকাশ-ভঙ্গী দিতে হয় তাহাও অবগত হওয়া প্রয়োজনীয়। সাধারণ পশুও সুখ অনুভব করিতে জানে। কিন্তু প্রকৃত মানুষের সহিত এ বিষয়ে পার্থক্য আছে। কারণ,

তাহার যোগ্যতা, মহত্ত্ব সেই সুখকে রসে রূপায়িত করিতে জানে। দেবতার আশীর্ব্বাদ স্বরূপ সেই রসানুভূতিলাভে যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে হয়। তাহার ফলে শুধু দেহ পরিতৃপ্ত হয় না, আত্মাও ধন্য হইয়া থাকে। মানুষের অহমিকা, অনিশ্চয়তা এবং জীবনের বিরক্তিকর অবস্থার কথা চিন্তা করিবার সময় প্রায়ই আমার মনে হয়, তুমি জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশকে বরণ করিয়া লইয়াছ কি না—অর্থাৎ জীবন লাভ করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যুদ্ধ ও প্রেম এই দুইটিই সর্ব্বপ্রধান কাম্য কি না।

যুদ্ধে তুমি সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছ। প্রেমেও তুমি সেইরূপ সৌভাগ্য লাভ কর। নীরোর সভায় কি হইতেছে, তাহা জানিবার আগ্রহ যদি তোমার থাকে, আমি সে সম্বন্ধে তোমাকে মাঝে মাঝে সংবাদ জানাইতে পারি। আমরা এখন আন্টিয়মে প্রতিষ্ঠিত আছি। সর্ব্বদাই স্বর্গীয় কণ্ঠের জন্য যথাযোগ্য সতর্কতা করা হইতেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে রোমের উপর একটা বিতৃষ্ণা সকল সময়েই জাগিয়া উঠিতেছে। সেজন্য বেইয়ীতে শীতকাল যাপন করিবার একটা খসড়া রচনায় অবহিত আছি। তারপর নিয়াপলিসে প্রকাশ্য ভাবে দেখা দিবার জল্পনা চলিতেছে। উক্ত স্থানের অধিবাসীরা গ্রীক। উহারা টাইবার তীরস্থ নেকড়ে শাবকদিগের অপেক্ষা আমাদিগের কদর বুঝিবার সামর্থ্য রাখে। বেইয়ী, পম্পিয়া, পুটেওয়ালা, কিউমী এবং ষ্টাবিয়া হইতে দলে দলে জনসাধারণ আমাদের সম্বর্দ্ধনার জন্য ছুটিয়া আসিবে। সুতরাং পুষ্পমাল্য এবং জয়ধ্বনির অভাব হইবে না। তখন সকলের উৎসাহ হইবে।

ক্ষুদ্র শিশু অগষ্টার স্মৃতি সম্বন্ধে কি হইয়াছে জানিতে চাহিতেছ? হ্যাঁ, এখনও আমরা তাহার জন্য শোক করিতেছি। আমরা স্ব স্ব রচিত স্তোত্র এমন চমৎকার কায়দায় গান করি যে, কোকিল কণ্ঠা কুহকিনীরা আম্ফিট্রা-

ইটের গুহার অন্ধকারে লজ্জায় আত্মগোপন করিয়াছে। সত্যই সামুদ্রিক জীবরা পর্য্যন্ত আগ্রহভরে আমাদের গান শুনিত, যদি না সমুদ্রে তরঙ্গের গর্জ্জন এবিষয় প্রতিবন্ধকতা করিত। আমাদের সে দুঃখ এখনও দূর হয় নাই। সেজন্য ভাস্কর শিল্পীরা যথাসাধ্য আমাদের গানের ভঙ্গিমা মূর্ত্তিতে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। হায় বন্ধু, আমরা ভাঁড় এবং চাটুকারের অভিনয় করিতে করিতেই জীবন ত্যাগ করিব।

অগষ্টানরা সকলেই এখানে আছেন। মায় নারী আগষ্টনরা পর্য্যন্ত। সেই সঙ্গে পাঁচশত গর্দ্ধভীও আসিয়াছে। তাহাদের দুগ্ধে পপিয়া প্রত্যহ স্নানক্রিয়া সমাপন করেন। দশহাজার পরিচারক পরিচারিকাও আসিয়াছে। মাঝে মাঝে বৈচিত্র্যও আমরা অনুভব করিয়া থাকি। ক্যালভিয়া ক্রিস্পিনিলা ক্রমেই বার্দ্ধক্যের দিকে ঢলিয়া পড়িতেছেন। শুনিতে পাওয়া যাইতেছে যে, বহু সাধ্য-সাধনা, অনুনয় বিনয়ের পর তিনি অগষ্টার পরই দুগ্ধ স্নানে পপিয়ার অনুমোদন লাভ করিয়াছেন। লুকাস নিজিডিয়াকে প্রহার করিয়াছে। ইহার কারণ সে সন্দেহ করিয়াছিল যে, একজন গ্লাডিয়েটরের সঙ্গে নিজিডিয়া গোপন আলাপ চালাইতেছে। পাশাখেলায় স্কোরস তাহার স্ত্রীকে বাজি ধরিয়াছিল। তাহার ফলে মেনেসিও সেই নারীরত্ন জিতিয়া লইয়াছে। টর্কেয়াটস বলিয়াছিল, ইউনিসের পরিবর্ত্তে সে আমাকে চারিটি বেগবান অশ্ব প্রদান করিবে। এ বৎসর ঘোড়দৌড়ে তাহাদেরই জিতিবার কথা। আমি তাহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। তুমিও ঐ নারীকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলে, আজ সেজন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিতেছি। টার্কোয়াটস্ এমনই জীবন্মৃত অবস্থায় আছে। কারণ তাহার মৃত্যু হইবে, এ বিষয় ব্যবস্থা হইতেছে। তুমি জিজ্ঞাসা করিবে, বেচারা কি দোষ করিয়াছে? মহামান্য অগষ্টনের সেই প্রপৌত্র, ইহাই তাহার অপরাধ।

পৃথিবীতে তাহার মুক্তিলাভের কোনও পথ নাই। আমাদের জগৎ এমনই।

তুমি হয়ত জান যে, এখানে টাইরাইডেটস্‌কে আমরা দেখিতে পাইব প্রত্যাশা করিয়াছিলাম। কিন্তু ভলোজেসেস একখানা চিঠি লিখিয়াছে, তাহাতে সে বলিয়াছে যে, আর্ম্মেনিয়া সেই জয় করিয়াছে। সুতরাং ঐ দেশটি টাইরাইডেটস্‌কে দিতে হইবে—না দিলে সে উহা প্রত্যর্পণ করিবে না। অবশ্য তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য, সকলকে বোকা বানান। আমরা সকলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, আবার যুদ্ধ করিতে হইবে। বীর পম্পিয়সকে জলদস্যুদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য যেমন ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছিল, সেইরূপ ক্ষমতা করবিউনোকে প্রদান করা হইবে। নীরো একবার এ কার্য্য করিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। কারণ, তাঁহার আশঙ্কা হইয়াছিল যে, এরূপ ক্ষমতা প্রদান করিলে করবিউনোর বিশেষ যশঃ হইবে। এক একবার প্রস্তাব হইয়াছিল যে, প্রধান সেনানায়কত্ব অউলসকেই প্রদত্ত হউক। কিন্তু পপিয়া এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। সম্ভবতঃ পম্পোনীয়ার গুণাবলী পরিপাক করিতে তিনি অসমর্থ।

গত রাত্রিতে অভিনেতা ইহুদী আলিটিউরস্ অভিনয় করিয়াছিল। আমি তাহাকে সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, ইহুদী ও খৃষ্টান এক অর্থবাচক সম্প্রদায় কিনা। উত্তরে সে বলিয়াছিল, ইহুদীদিগের ধর্ম্ম শাশ্বত। জুডিয়ার খৃষ্টানরা ইহুদীদিগের একটি শাখা হইতে উদ্ভূত। সে আমাকে আরও বলিয়াছে যে, টাইবিরিয়াসের রাজত্বকালে এক ব্যক্তিকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হইয়াছিল। তাঁহারই অনুবর্ত্তিগণ এখনও সংখ্যায় বাড়িতেছে। তাঁহারা ক্রুশবিদ্ধ মানবকে তাহাদের দেবতা বলিয়া মনে করে। তাহারা অন্য কোন দেবতাকে আমল দিতে চায় না। বিশেষতঃ আমাদের দেবদেবীগণকে

আদৌ স্বীকার করে না। কিন্তু আমি বুঝিনা আমাদের দেবদেবীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশে তাহারা এমন বেদনা বোধ করে কেন?

টিগেলিনস এখন প্রকাশ্যভাবেই আমার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে। এখন পর্য্যন্ত সে আমাকে কায়দা করিতে পারে নাই, কিন্তু আহেনোবার্ব্বসের সঙ্গে সে মিতালী করিতেছে। উভয়ের মধ্যে একটা বুঝাপড়া হইয়া গেলেই আমার দফা রফা হইবে। কিন্তু কবে সেদিন আসিবে? আমি জানি না। তবে একদিন উহা ঘটিবে। সুতরাং দিন ক্ষণ লইয়া মারামারির প্রয়োজন নাই। এরূপ ভাবের জীবন আমার কাছে অপ্রীতিকর হইত না, কিন্তু ব্রোঞ্জদাড়িকে লইয়াই বিপদ ঘটিয়াছে। তাঁহার সাহচর্য্যে জীবন অতিষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। সময় সময় আমার মনে হয়, আমি যেন চিলোর মত হইয়া পড়িতেছি। ও লোকটাকে যখন তোমার আর প্রয়োজন হইবে না, তখন তাহাকে আমার কাছে পাঠাইও। উহার অর্থদ্যোতক কথাবার্ত্তা আমার ভাল লাগে। আমার শ্রদ্ধা তোমার খৃষ্টান কুমারীকে জ্ঞাপন করিও। অথবা আমার নাম করিয়া তাহাকে বলিও, সে যেন তোমার কাছে মাছ হইয়া না থাকে। তোমার স্বাস্থ্য ও প্রেমের সংবাদ আমাকে অবশ্য অবশ্য জানাইবে। নিজে প্রেম করিতে শিখিও এবং পরে তাহাকেও শিক্ষা দিও। বিদায়!”

পেট্রোনিয়সের প্রতি ভিনিসিয়স্!

“লিজিয়া এখানে নাই; কিন্তু যদি তাহাকে ফিরিয়া পাইবার কোন প্রত্যাশা না থাকিত, তাহা হইলে আপনি এই উত্তর পাইতেন না। জীবনে যে বীতশ্রদ্ধ হয়, সে পত্র লিখিতে পারে না।

চিলো আমাকে প্রতারণা করিতেছে কি না জানিবার উদ্দেশ্যে, যেদিন আমি তাহাকে ইউরিসিয়সের জন্য অর্থ প্রদান করি, সেই রাত্রিতে সামরিক

অঙ্গাবরণে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া আমি তাহার তাহাকে যে যুবক ভৃত্য প্রদান করিয়াছিলাম, তাহাদের অনুসরণ করি। তাহারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলে, আমি দূর হইতে গোপনস্থানে দাঁড়াইয়া তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে থাকি। তাহাতে জানিতে পারি, ইউরিসিয়স্ উপকথার লোক নহে। নিম্নে, নদীতীরে, মশাল জ্বালিয়া ৫০ জন লোক একখানা বড় নৌকা হইতে পাথর নামাইতেছিল। দেখিলাম, চিলো তাহাদের দিকে অগ্রসর হইয়া এক বৃদ্ধের সহিত কথোপকথন করিতে লাগিল। বৃদ্ধ চিলোর পদতলে জানুপাতিয়া বসিয়া পড়িল, আর সকলে বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিল।

আমার ভৃত্য পর মুহূর্ত্তে বৃদ্ধের হস্তে মুদ্রাধার অর্পণ কা বৃদ্ধ হস্ত ঊর্দ্ধে তুলিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল। তাহার পার্শ্বে আর এক ন যুবক জানু পাতিয়া বসিল। সম্ভবতঃ সে ঐ বৃদ্ধের পুত্র। চিলো তাহার পর কি যেন বলিল—দূর হইতে আমি তাহার কথা শুনিতে পাইলাম না। তারপর চিলো বৃদ্ধ ও যুবককে আশীর্ব্বাদ করিল। সমাগত লোকজনকেও আশীর্ব্বাদ করিল। বায়ুস্তরে ক্রুশের আকারে চিহ্ন আঁকিয়া সে যেন কি দেখাইল। সেই চিহ্ন দেখিয়া সমবেত সকলেই নতজানু হইয়া সিয়া পড়িল। তখন আমার মনের এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, তাহাদে মুখে গিয়া আরোও তিনটি মুদ্রাধার তাহাদিগকে অর্পণ করি। ন জয়াকে আনিয়া দিতে পারিলেই সেই মুদ্রাধারগুলি তাহাদের হইবে। কিন্তু বুঝিলাম যে, এরূপ করিলে, চিলোর কৌশল ব্যর্থ হইতে পারে। সুতরাং আমি কালব্যয় না করিয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিলাম।

আপনার এখান হইতে চলিয়া যাইবার ১২ দিন পরে ঐ ঘটনা ঘটিয়াছিল। ইহার মধ্যে চিলো একাধিকবার আমার কাছে আসিয়া

জানাইয়া গিয়াছে যে, খৃষ্টানদিগের মধ্যে সে বেশ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। সে অবশ্য বলিয়াছে যে, লিজিয়াকে সে খুঁজিয়া পায় নাই। কারণ, রোমে খৃষ্টানদের বড় দল আছে। সকলের সহিত সকলের জানাশুনা নাই। দলের মধ্যে কোথায় কি ঘটিতেছে তাহাও সকলে জানে না। তাহা ছাড়া, অধিকাংশই ভারী হুঁসিয়ার এবং স্বল্পভাষী। চিলো আমাকে আশ্বাস দিতেছে যে, দলের প্রবীণদিগের অর্থাৎ পুরোহিতদিগের সহিত পরিচিত হইতে পারিলেই, তাহাদের গোপন কথা জানিয়া লইতে পারিবে। ইতি-মধ্যেই সে নাকি অনেকগুলি পুরোহিতের সহিত বন্ধুত্ব জমাইয়া লইয়াছে। তাহাদের সন্দেহের উদ্রেক না হয়, এমনভাবে তাহাদিগকে প্রশ্নও করিয়াছে। অতি সতর্কভাবে তাহাকে কাজ করিতে হইতেছে। এই প্রতীক্ষা আমার কাছে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিতেছি না। তথাপি চিলো যে ঠিক পথে চলিয়াছে, তাহা বলিব। উহাতেই আমি অপেক্ষাকৃত সন্তুষ্ট রহিয়াছি।

চিলো একথাও জানিয়াছে যে, সহরের তোরণের বাহিরে জনসমাগম-বর্জ্জিত স্থানে বা বালিয়াড়ির উপর খৃষ্টানদের সমবেত প্রার্থনা হইয়া থাকে। সেইখানে যাবতীয় খৃষ্টান সম্মিলিত হইয়া থাকে। সেখানে খৃষ্টের উপাসনা ও পান ভোজনের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। চিলোর ধারণা পম্পোনীয়া যে সকল প্রার্থনাক্ষেত্রে গমন করেন, লিজিয়া সেখানে উপস্থিত থাকে না— অন্যত্র যোগদান করে। ইহার এই অর্থ যে, যদি পম্পোনীয়া ধরা পড়েন ত বলিতে পারিবেন যে, যুবতী কোথায় লুকাইয়া আছে তাহা তিনি জানেন না। সম্ভবতঃ পুরোহিতরা তাঁহাকে এইরূপ সঙ্গত উপদেশ দিয়া থাকিবেন। চিলো সম্মিলনের কোন্ কোন্ স্থান কোথায় তাহা জানিতে পারিলে, আমি তাহার সঙ্গে সেখানে যাইব ভাবিতেছি। দেবতাদের আশীর্ব্বাদে আমি

একবার লিজিয়াকে দেখিতে পাইলে, আমি জুপিটারের শপথ করিয়া বলিতে পারি, কথনই তাহাকে হাত ছাড়া হইতে দিব না।

এই সকল সম্মিলন ক্ষেত্রের কথা দিনরাত আমার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। চিলো আমাকে তাহার সঙ্গে লইতে চাহে না। সে ভয় পাইতেছে। কিন্তু আমি আর গৃহে বিশ্রাম করিতে পারিতেছি না। লিজিয়া যদি ছদ্মবেশে অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়াও থাকে, আমি রাত্রিকালেও তাহাকে নিশ্চয় চিনিতে পারিব। রাত্রিতেই এইরূপ সম্মিলন হইয়া থাকে। সে যেখানেই থাকুক, তাহার কণ্ঠস্বর বা অঙ্গ ভঙ্গিতেই আমি লিজিয়াকে চিনিতে পারিব। আমি ছদ্মবেশে সেথানে যাইব। যাহারা সম্মিলনে আসিবে, সকলের উপরেই দৃষ্টি রাখিব। ঐ কুমারীর চিন্তা অনুক্ষণ আমার মনে জাগ্রত রহিয়াছে। সুতরাং তাহাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিব।

আগামী কল্য চিলো আসিবে। আমরা আবার সন্ধানে বাহির হইব। কতকগুলি অস্ত্র আমার কাছে থাকিবে। যে সকল ক্রীতদাসকে গ্রামে গ্রামে সন্ধানে পাঠাইয়াছিলাম, তাহাদের অনেকে ফিরিয়া আসিয়াছে। কোন ফল হয় নাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, লিজিয়া এই সহরের মধ্যেই আছে। হয়ত আমাদের খুব নিকটেই আছে। অনেকগুলি বাড়ীতে আমি গিয়াছিলাম। ভাড়া লইবার অভিপ্রায়ে গিয়াছিলাম। আমার বাড়ীতে থাকি ল সে খুব ভালই থাকিত। সে সকল বাড়ীতে যাহারা থাকে, অতি দুর্দ পূর্ণ তাহাদের জীবনযাত্রা।

আপনি লিখিয়াছেন যে, আমি ভাল দিকটাই বাছিয়া লইয়াছি। ঠিক কথা। আমার নির্ব্বাচিত পন্থায় কেবল উদ্বেগ ও নৈরাশ্য। সহরের ভাড়াটিয়া বাড়ীগুলি সবই আমরা দেখিয়া লইব। তারপর নগর প্রাকারের বাহিরের বাড়ীগুলিও পর্য্যবেক্ষণ করিব। প্রতিদিনই মনে হয়, আগামী

কল্য আশা সফল হইবে। এ আশা না থাকিলে জীবন ধারণ বিড়ম্বনার বিষয় হইত। আপনি লিখিয়াছেন, কেমন করিয়া ভাল বাসিতে হয়, তাহা জানা দরকার। লিজিয়াকে আমি কত ভালবাসি, তাহা জানাইবার জন্য কোন বাক্যের প্রয়োজন হয় না। তাহাকে দেখিবার জন্য আমার প্রাণ যায় যায় হইয়া উঠিয়াছে। আমি শুধু চিলোর আগমন প্রতীক্ষায় রহিয়াছি। আমার বাড়ী আমার কাছে অসহ্য। বিদায়!'

—সতের—

চিলো দীর্ঘকাল দেখা না করায় ভিনিসিয়সের চিন্তার অবধি রহিল না। তিনি আপনাকে বুঝাইতে চাহিলেন যে, অনুকূল ও নিশ্চিত অবস্থার জন্য অনুসন্ধান দ্রুত হইতে পারে না। কিন্তু মন বুঝিতে চাহিল না।

যুক্তির বিরুদ্ধে তাঁহার স্বৈর মনোবৃত্তি এবং উষ্ণ রক্তস্রোত বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। কোন কাজ না করিয়া, যুক্তপাণি হইয়া নীরবে বসিয়া থাকা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। ক্রীতদাসের পরিচ্ছদে দেহ আবৃত করিয়া তিনি রাজপথে ছুটিয়া বাহির হইতেন, কিন্তু সবই ব্যর্থ হইত। বুদ্ধিমান ভৃত্যগণ সন্ধানে বাহির হইয়া ব্যর্থমনোরথে ফিরিয়া আসিত। লিজিয়াকে লাভ করিবার জন্য তিনি সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিতেও প্রস্তুত হইলেন।

বাল্যকাল হইতেই তিনি ভাবপ্রবণ এবং বাসনার দ্বারা চালিত হইতেন। তবে সামরিক শিক্ষায় কিছু সংযম শিক্ষা হইয়াছিল। অধীন ব্যক্তিগণকে কোন আদেশ করিলে তাহা প্রতিপালিত হইবে, ইহাই ছিল তাঁহার

শিক্ষা। এজন্য আদেশ প্রতিপালিত না হইলে তাঁহার ক্রোধের সীমা থাকিত না।

লিজিয়াকে না পাইয়া তাঁহার আত্মসম্মান আহত হইয়াছিল। অ্যাকৃটীর কথা সকল সময়ে তাঁহার মনে পড়িত! অ্যাকৃটী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, লিজিয়ার প্রতি তিনি কোনদিনই উদাসীন থাকিতে পারিবেন না। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে কুমারী লিজিয়া, তাঁহার প্রেমের বিনিময়ে ভবঘুরে জীবন বরণ করিল কেন? সকল সময়ে লিজিয়ার মূর্তি তাঁহার মানসদৃষ্টির সম্মুখে ভাসিয়া উঠিত। তিনি যুবতীকে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যেকটি শব্দ তাঁহার মনে পড়িত। যুবতীর দেহের স্পর্শে তাঁহার মন অগ্নিশিখার ন্যায় জ্বলিয়া উঠিত। ভিনিসিয়স তাহাকে পাইবার আগ্রহে অধীর হইয়া উঠিতেন। সময়ে সময়ে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতেন। যখনই তাঁহার মনে হইত, লিজিয়াও তাঁহাকে ভালবাসার প্রতিদান দিতে পারিত, তিনি তাহার কাছে আগ্রহভরে যাহা প্রার্থনা করিতেন, স্বেচ্ছায় যুবতী তাহা তাঁহাকে দিতে পারিত, অমনই গভীর নৈরাশ্যভাবে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইত। অতি কোমল ভাবাবেগে তাঁহার চিত্ত লিজিয়ার জন্য উদ্বেল হইয়া উঠিত। আবার এক এক সময় ক্রোধে তাঁহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া পড়িত। তখন মনে হইত, একবার তাহাকে হস্তগত করিতে পারিলে নানারকমে তাহার লাঞ্ছনা ও শাস্তি বিধান করিবেন।

শুধু তাঁহার ভবনে লিজিয়াকে ফিরিয়া পাইলে চলিবে না। তাহাকে চরম ক্রীতদাসী করিয়া রাখিবেন। মানস দৃষ্টিতে তিনি কল্পনা করিতেন, লিজিয়ার বরবপু তিনি বেত্রাঘাতে ছিন্ন দীর্ণ করিতেছেন। আবার চুম্বন ধারায় অভিষিক্ত করিয়া দিতেছেন।

এই প্রকার বিভিন্ন ভাবধারার সংঘর্ষে তাঁহার স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হইল, দৃষ্টিতে বিবর্ণতা ফুটিয়া উঠিল। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার ভৃত্যগণ সভয়ে তাঁহার কাছে আসিত। তিনি নিষ্ফল আক্রোশে তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি প্রদান করিতেন। শুধু চিলোর সম্বন্ধে তিনি সতর্ক থাকিতেন—আপনাকে সংযত রাখিতেন। পাছে সে লিজিয়ার সন্ধান ত্যাগ করে।

একদিন বিষণ্ণ নতমুখে চিলো তাঁহার কাছে আসিল। তাহাকে তদবস্থায় দেখিয়া বিবর্ণমুখে তিনি তাহার কাছে ছুটিয়া গেলেন। সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "খৃষ্টানদের কাছে লিজিয়া তবে নেই না কি?"

চিলো বলিল, "হাঁ হুজুর, আছে, কিন্তু দলের মধ্যে আমি ডাক্তার গ্লৌকস্‌কে দেখেছি।

"কি বলছ তুমি? কে সে?"

"হুজুর, বোধ হয় এই বুড়োর কাহিনীটা ভুলে গেছেন। এর সঙ্গেই আমি নিওপোলিস থেকে রোমে আসি। তাকে রক্ষা করতে গিয়ে আমার হাতের তিনটে আঙ্গুল আমি হারিয়েছি। ডাকাতরা তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের কেড়ে নেবার সময় গ্লৌকসকে ছোরা দিয়ে আঘাত করে। আমি ভেবেছিলাম, মিন্‌টুরনার পান্থনিবাসে লোকটা বুঝি মারাই গেছে। কিন্তু তা হয়নি। সে রোমে এসে খৃষ্টানদের দলে যোগ দিয়েছে।"

"তুমি ত তাকে রক্ষা করতে গিয়েছিলে। সেজন্য সে ত তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। বদলে তোমাকে সাহায্য করতেও পারে।"

"হুজুর, দেবতারাও কৃতজ্ঞতা ভুলে যান। মানুষ কি কৃতজ্ঞতার কথা মনে করে থাকে? অবশ্য আমার সাহায্যের কথা তার মনে থাকা উচিত। কিন্তু লোকটা বুড়ো, স্মরণশক্তি কমে গেছে। আমার উপর কৃতজ্ঞ থাকা

দূরের কথা আমি শুনেছি যে, সে আমাদেরই অপরাধী করেছে। তার ধারণা ডাকাতদের সঙ্গে আমার যোগ ছিল। আমিই তার দুর্দ্দশার মূল কারণ। তার সমধর্ম্মাবলম্বীদের কাছে, এই রকম কথাই সে বলেছে। আমি তার জন্য হাতের আঙ্গুল হারালাম, আর সে এইরকমে তার প্রতিদান দিচ্ছে।"

ভিনিসিয়স বলিলেন, "হয়ত সে যা বল্‌ছে, তা ঠিক।"

চিলো সম্ভ্রমপূর্ণ বিদ্রূপ ভঙ্গীতে বলিল, "তা হ'লে হুজুর, তার চেয়েও ঘটনার কথাটা ভাল জানেন দেখছি। কারণ, সে শুধু অনুমান করছে যে, এই রকম ঘটে থাক্‌তে পারে। অবশ্য তার জন্য সে তার সমধর্ম্মীদের কাছে আমার উপর নিষ্ঠুর প্রতিশোধ নেবার প্রার্থনা জানাতে ভোলেনি। হ্যাঁ, সে তা ক'রবে, আর তার দলের লোকজনও এ বিষয়ে তাকে সাহায্য করবে। তবে সৌভাগ্যক্রমে, সে আমার নাম জানে না। সেদিন প্রার্থনা-ক্ষেত্রে আমি ছিলাম। কিন্তু সে আমাকে দেখতে পায় নি। আমার প্রথমে মনে হয়েছিল যে, আমি তাকে আলিঙ্গন করব। কিন্তু দেখ্‌লাম, সেটা করা ঠিক হবে না। তারপর যখন জানতে পারলাম, তার দুর্দ্দশা আমিই ঘটিয়েছি বলে তার ধারণা, তখন চেপে গেলাম।"

"কিন্তু এ ব্যাপারে আমার সংস্রব কি? সেখানে তুমি আর কি দেখলে তাই বল।"

"না, হুজুরের সঙ্গে এ ব্যাপারের কোন সংস্রবই থাক্‌তে পারে না। তবে যখন দেখা যাচ্ছে লোকটা আমার রক্ত পান করবার জন্য ব্যস্ত, আর আমিও বেঁচে থাক্‌তে চাই, তখন আপনার পুরস্কারের লোভ ছেড়ে দিতে হবে। ও সব পুরস্কার না পেলেও আমার দিন এক রকমে চলে যাবে, হুজুর।"

ভিনিসিয়স ভ্রূকুটিপূর্ণ ভ্রূভঙ্গী করিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইলেন। চাপা কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "কে তোমাকে বলেছে যে, গ্লৌকসের হাতেই তুমি মরবে, আমার হাতে তোমার মৃত্যু নেই? ওরে কুকুর, তুমি কি জাননা, আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই তোমাকে আমার বাগানে গোর দেব?"

চিলো স্বভাবতই কাপুরুষ। সে ভিনিসিয়সের ক্রুদ্ধ মূর্ত্তির দিকে চাহিয়াই বুঝিল যে, আর একটা বেফাঁস কথা বলিলেই, তাহার জীবন যাইবে।

তাড়াতাড়ি সে বলিল, "আমি, হুজুরের জন্য মেয়েটি সন্ধান করব বৈকি। তাঁকে নিশ্চয় খুঁজে বের করব।"

গভীর নীরবতার মধ্যে ভিনিসিয়সের গভীর শ্বাসক্ষেপের শব্দ শ্রুত হইল। সে যখন দেখিল যুবক অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়াছেন, তখন বলিল, "আগেও মৃত্যু আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু সক্রেটিসের মত আমি বিকারহীন ভাবে সব সহ্য করেছি। হুজুর, আমি একথা কখনো বলিনি যে, যুবতীর সন্ধান আমি করব না। আমি শুধু বলেছি এ ব্যাপারে কি রকম বিপদ এসে জুটেছে। এক সময়ে আপনার মনে এমন সন্দেহ জন্মেছিল যে, ইউরিসিস্ বলে জগতে কেউ নেই। কিন্তু আপনি নিজের চোখে তাকে দেখেছেন। সুতরাং আমার বাবার পুত্র আপনাকে সত্য কথাই বলেছিল। এখন আপনি মনে করেছেন, গ্লৌকস্ আমার কল্পিত একটা লোক। হায়, যদি সে উপকথার মতই অলীক হত! গ্লৌকস্ যদি আমায় দেখতে পায়, আপনি আর আমার দেখা পাবেন না। তখন কে আপনার নারীরত্নের সন্ধান করবে?"

ভিনিসিয়স বলিলেন, "তাহলে এখন কি করা যাবে? প্রতিকারের উপায় তুমি কি ভেবে দেখেছ? আমাকে তুমি কি করতে বল?"

"এরিষ্টটল বলেছেন, বৃহতের জন্য ক্ষুদ্রকে উৎসর্গ করতে হবে। রাজা প্রায়াম্ বল্‌তেন, বার্দ্ধক্য বোঝা বিশেষ। গ্নৌকস্ বুড়ো হয়েছে, অনেক দুঃখও পেয়েছে। এখন মৃত্যুই তার পক্ষে আশীর্ব্বাদ স্বরূপ। সেনেকা বলেছেন, 'মৃত্যুই মুক্তি'।"

"দেখ, ওসব ভাঁড়ামি পেট্রোনিয়সের কাছে করো। আমার কাছে ও সব চলবে না। তুমি কি করতে চাও সোজা কথা বল।"

"সত্য কথা বললে যদি ভাঁড়ামি হয়, তাহলে সারা জীবন ধরে আমি এমন ভাঁড়ামি করতে রাজী। হুজুর, আমার প্রস্তাব যে, গ্নৌকস্‌কে সরাতে হবে।"

"যদি গুণ্ডার দরকার হয়, আমি টাকা দিয়ে গুণ্ডা রেখে দিতে পারি।"

"কিন্তু, হুজুর, তাতে তারা আপনাকে শোষণ করবে, এমন কি আপনার গুপ্ত কথা জেনে নিয়ে বাণিজ্য চালাবে। না, হুজুর, তা করবেন না। রাতের বেলা প্রহরীরা থাকে। তারা গুণ্ডাদের ধরে ফেলতে পারে। তখন হতভাগারা বল্‌বে, আপনিই এ কাজে তাদের নিযুক্ত করেছেন। তাতে আপনি জড়িত হয়ে অপ্রীতিকর অবস্থায় পড়তে পারেন। আমার নাম তারা জানে না। সুতরাং ধরা পড়লেও আমাকে ধরিয়ে দিতে তারা পারবে না। আমার উপর বিশ্বাস না করা আপনার পক্ষে সঙ্গত নয়।"

"তা'হলে তুমি কি চাও?"

"আমি হাজার মুদ্রা চাই। হুজুর এটা মনে রাখবেন, এমন গুণ্ডা আমি নিযুক্ত করব, যারা টাকা হস্তগত করে, খবর না দিয়ে পালাতে পারবে না। ভাল কাজ পেতে গেলেই, টাকা খরচ করতে হয়। তাছাড়া গ্নৌকসের মৃত্যুর জন্য আমাকে অশ্রুপাত করতে হবে। সেজন্য আমারও নিজের কিছু পাওয়া চাই। আপনি আমাকে হাজার মুদ্রা

দিলে, দুদিনের মধ্যেই জানতে পারবেন, গ্লৌকসের আত্মা নরকে গিয়ে পৌঁছেছে। হ্যাঁ, আজই আমি লোক ঠিক করে ফেলব। তাদের বলে দেব কালই যেন তারা কাজে লেগে যেতে পারে। তাদের বলে দেব, যতদিন গ্লৌকস্ বেঁচে থাকবে, প্রতিদিন তাদের পাওনা থেকে একশ টাকা বাদ পড়বে। তা'ছাড়া আর একটা মতলবও আমার মাথায় এসেছে। সেটা একেবারে অব্যর্থ হবে।"

ভিনিয়স তাহাকে উক্ত অর্থ দানে প্রতিশ্রুত হইলেন, কিন্তু গ্লৌকসের নাম তাঁহার সম্মুখে উচ্চারণ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। তারপর চিলোকে তিনি প্রশ্ন করিলেন, সে কি সংবাদ আনিয়াছে, সম্প্রতি কি কি কাজ সে করিয়াছে। আর কি কি বিষয় জানিতে পারিয়াছে। চিলোর বিশেষ কিছু বলিবার ছিল না। সে প্রার্থনারত দুইটি পরিবারে গিয়াছিল বটে, কিন্তু লিজিয়ার মত কোন সুন্দরীকে দেখিতে পায় নাই। খৃষ্টানরা তাহাকে তাহাদেরই একজন বলিয়া মনে করিয়াছে, সে আরও জানিতে পারিয়াছে যে, যীশুখৃষ্টের একজন শিষ্য শীঘ্রই এখানে আসিবেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য সে সময় যাবতীয় খৃষ্টান সমবেত হইবে। বৃহৎ জনসমুদ্রের মধ্যে গুপ্ত ভাবে থাকিয়া সে ভিনিসিয়সকে সব দেখাইবে। গ্লৌকসের মৃত্যু ঘটিলে চিলোকে আর কেহ চিনিতে পারিবে, সে সম্ভাবনা থাকিবে না।

বর্ণনা প্রসঙ্গে সে আরও জানাইল যে, খৃষ্টানদিগের মধ্যে ব্যভিচার একেবারেই নাই। তাহারা কূপ ও উৎসের জলে বিষ মিশ্রিত করে না। গর্দ্দভের মুণ্ডকে তাহারা পূজা করে বলিয়া যে অভিযোগ শুনা যায়, তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। শিশুদের মাংস ভোজন পদ্ধতিও তাহাদের মধ্যে নাই। মোট কথা মানব জাতির শত্রুতার কোন লক্ষণই তাহাদের মধ্যে নাই। খৃষ্টান ধর্ম্মশাস্ত্রে হত্যা নিষিদ্ধ, বরং অন্যায়কারীকে ক্ষমা করিবার

ব্যবস্থাই আছে। তথাপি চিলো তাহাদের মধ্য হইতে এমন লোক বাছিয়া লইতে পারিবে, যে ব্যক্তি অনায়াসে গ্লৌকসকে ইহজগৎ হইতে সরাইয়া দিবে।

উক্ত বর্ণনা শুনিয়া পম্পোনীয়ার কথা ভিনিসিয়সের মনে পড়িল। অ্যাক্টীর গৃহে পম্পোনীয়া তাঁহাকে ক্ষমা সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া ভিনিসিয়সের অন্তর প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। লিজিয়ার উপর তাঁহার যে ঘৃণার ভাব অঙ্কুরিত হইয়াছিল, তাহা উন্মূলিত হইল। লিজিয়া যে ধর্ম্মের অনুরাগিণী তাহাতে নিন্দনীয় কিছুই নাই জানিয়া তিনি সুখী হইলেন। লিজিয়ার অবলম্বিত ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার মনের মধ্যে যে বিরুদ্ধ ভাব জাগ্রত হইয়া উঠিতেছিল, তাহা প্রশমিত হইল। খৃষ্টকে উপাসনা করায় উভয়ের মধ্যে মিলনের অন্তরায় উপস্থিত হইবার আশঙ্কা নাই।

গ্লৌকসকে সরাইয়া ফেলিবার জন্য চিলো ব্যস্ত হইয়াছিল। এই বৃদ্ধ চিকিৎসক এক সময়ে চিলোর বন্ধু ছিলেন। কিন্তু গ্রীক চিলো পরে তাঁহার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল। সেই তাঁহাকে দস্যুদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিল। তাঁহার পরিবারবর্গের নিকট হইতে তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল। গ্লৌকসের যথাসর্ব্বস্ব লুঠ করিয়া, তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টাও হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল কর্ম্মে তাহার যোগাযোগ থাকিলেও সে একবারও সেজন্য অনুশোচনা করে নাই। তাহার জন্য অসুবিধা ভোগও করিতে হয় নাই। কারণ, ব্যাপারটা ঘটিয়াছিল মুক্ত-প্রান্তরে। মিনটুরনার কাছে চিলো তাঁহাকে আহত ও আর্ত্ত অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া পলায়ন করিয়াছিল। একটা কথা সে ভাবিয়া দেখে নাই। গ্লৌকস্ যে আবার সুস্থ হইয়া উঠিতে পারেন, তাহা তাহার কল্পনার অতীত ছিল। বিশেষতঃ তিনি রোমে আসিবেন, ইহাও সে মনে করিতে পারে নাই।

এখন চিলোর একমাত্র চিন্তা হইল, কিরূপে সে গ্লৌকস্‌কে গোপনে হত্যা করিয়া ফেলিতে পারে। এজন্য সে গুণ্ডা নিয়োগের চেষ্টা করিতে লাগিল। চিলো শৌণ্ডিকালয়ে প্রতি সন্ধ্যা যাপন করিত। সেখানে এমন লোক আসিত, যাহারা জীবনের মায়া করে না। অর্থ পাইলেই বেপরোয়া ভাবে মানুষকে খুন করিতে পারে। সুতরাং গুপ্ত-ঘাতকের সাহায্য প্রাপ্তি তাহার পক্ষে কঠিন ছিল না। তবে তাহার মনে আর একটা আশঙ্কা ছিল। এই গুণ্ডার দল যদি জানিতে পারে তাহার কাছে প্রচুর অর্থ আছে, তাহা হইলে, তাহারা বলপূর্ব্বক তাহার নিকট হইতে উহা কাড়িয়া লইতে পারে। তাহা ছাড়া দুষ্কর্ম্মের সন্ধান পাইলে, উহারা আরও অধিক আদায়ের জন্য তাহার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না কে বলিল? বিশেষতঃ এই সকল ইতর শ্রেণীর লোকের সাহায্য গ্রহণ তাহার নিকট অবাঞ্ছনীয় বলিয়াই মনে হইত। খৃষ্টানদিগের সহিত সাহায্য করিয়া সে বুঝিয়াছিল যে, তাহাদিগের মধ্য হইতে এই কার্য্যের উপযুক্ত ব্যক্তি বাছিয়া লইতে পারা যাইবে। একবার যদি তাহাদিগের মনে ধর্ম্ম বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারা যায়, তাহা হইলে খৃষ্টান ধর্ম্মের বিরোধী বলিয়া যাহার প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহাকে হত্যা করা কঠিন নহে। এই সকল খৃষ্টান প্রকৃতই ধর্ম্মভীরু এবং অসচ্চরিত্রের নহে। সুতরাং অন্য সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে লোক বাছাই করিবার জন্য সে সংকল্প করিল।

সেইদিন অপরাহ্ণকালে চিলো ইউরিসিয়সের বাসায় গমন করিল। সে জানিত যে, বৃদ্ধ তাহার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত। তাহার উপকারের জন্য এই লোকটা প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারে। কিন্তু সে মনোগত অভিপ্রায় তাহার কাছে প্রকাশ করিল না। সতর্কতার সহিত তাহার সাহায্য গ্রহণ

করিতে হইবে এবং ভবিষ্যতে স্বার্থের খাতিরেও সে ব্যাপারটা প্রকাশ করিবে না।

চিলো বৃদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করিল। তাহার পুত্র কোয়ার্টস্‌ও সেখানে ছিল। সে প্রস্তাব করিল যে, খৃষ্টানদিগের জন্য সে অনেক কিছু করিয়াছে। এখন সে প্রতিদান চাহে। সে তিন চারিজন, বলিষ্ঠ ও সাহসী লোক চাহে। তাহাদিগের সাহায্যে সে বিপদ হইতে নিজের এবং খৃষ্টানদিগের উদ্ধারসাধন করিতে চাহে। সে দরিদ্র বটে, কিন্তু তথাপি এই মহৎ কার্য্যের জন্য সে অর্থ ব্যয় করিতেও পশ্চাৎপদ নহে।

ইউরিসিয়স এবং তাহার পুত্র প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিল যে, তাহারা চিলোকে প্রাণ দিয়া সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছে। শুধু খৃষ্টান ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরোধী কোন কার্য্য তাহাদিগকে করিতে না হইলেই হইল। এই কার্য্যের জন্য তাহারা কপর্দ্দক মাত্রেরও প্রত্যাশী নহে।

চিলো তাহাদিগকে সে সম্বন্ধে আশ্বাস দান করিল। সে আকাশের দিকে দৃষ্টি তুলিয়া প্রার্থনার অভিনয় করিতে লাগিল। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সে তদবস্থায় ভাবিতেছিল যে, পিতাপুত্রের এই প্রস্তাবে সে সম্মত হইবে কি না। অবশ্য তাহাদিগের দ্বারা এ কার্য্য সাধিত হইলে, তাহার হাজার মুদ্রা বাঁচিয়া যাইবে। কিন্তু মুহূর্ত্ত চিন্তার পর সে তাহাদিগের প্রস্তাবে অসম্মত হইল। সে বুঝাইয়া দিল যে, ইউরিসিয়স বার্দ্ধক্যে পঙ্গু না হইলেও জরাজীর্ণ। কোয়ার্টসও মাত্র ষোড়শ বর্ষের কিশোর। তাহাদিগের দ্বারা সে কার্য্য সাধিত হইবে না। চিলো চাহে কর্ম্মতৎপর এবং বলবান লোক।

কোয়ার্টস তখন বলিল, "মশাই, ডেমাস নামে একজন রুটীওয়ালা আছে। তার কলে অনেক লোক কাজ কর্‌তে আসে। সে তাদের মাইনে দেয়। তাদের মধ্যে একজন ভারী বলবান লোক আছে। সে চার

জনের মোওড়া নিতে পারে এমন শক্তিধর। আমি নিজে তার কাজ দেখেছি। চারজন লোকে যে বোঝা তুলতে পারে না, সে অনায়াসে তা সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে।"

চিলো বলিল, "এ লোকটা যদি সত্যি ভগবানকে বিশ্বাস করে থাকে এবং তাহার ভ্রাতা-ভগিনীদের জন্য নিজকে উৎসর্গ করতে রাজি হয়, তা হলে তার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেও।"

কোয়ার্টস বলিল, "হুজুর, সে একজন খৃষ্টান। ডেমাসের কারখানায় যারা খৃষ্টান নয়, তেমন লোক বড় একটা কাজ পায় না। এই লোকটা রাতের বেলা সেখানে কাজ করে। দু'রকমই কাজের লোক সেখানে যায়। কেউ দিনের বেলা কেউ বা রাতের বেলা কাজ করে। এখন গেলে আমরা তাদের দেখতে পাব। এ সময় তাদের আহারের পালা। নির্জ্জনে কথাবার্ত্তাও হতে পারবে। বেশী দূরে সে কারখানা নয়।"

চিলো সানন্দে সম্মত হইল। সার্কাস হইতে সেই স্থানটি বেশী দূরে নহে। চিলো বলিল, "আমি বুড়ো হয়েছি। সব সময় সব কথা মনেও থাকে না। আমরা যাঁর পূজা করি সেই যীশুখৃষ্টকে তাঁর একজন শিষ্য বিশ্বাসঘাতকতা করে ধরিয়ে দিয়েছিল। সে লোকটার নাম এখন আমার মনে পড়ছে না।"

"তার নাম জুডাস। সে তারপর গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল।" সে এমন একজন লোকের নাম ভুলিয়া গিয়াছে শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইল।

চিলো বলিল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে, জুডাস্ই বটে। তোমায় ধন্যবাদ।"

পথ চলিতে চলিতে অবশেষে তাহারা নির্দ্দিষ্ট ভবনের সন্নিহিত হইল। কোয়ার্টস্ ভিতরে প্রবেশ করিল। চতুর চিলো বাহিরেই রহিল।

সে আপন মনে বলিল, "এই প্রকাণ্ড জোয়ানটাকে দেখবার ভারী ইচ্ছে হয়েছে। লোকটা যদি বদমাস ও ধূর্ত্ত হয়, তা হলে তাকে বাগে আনতে কষ্ট পেতে হবে। কিন্তু সে যদি ধর্ম্মভীরু খৃষ্টান হয়, তা হলে তাকে যা বলব, সে তাই করবে।"

তাহার চিন্তাধারায় বাধা পড়িল। কোয়ার্টস একজন শ্রমিকের সহিত তথায় আসিল। তাহার বক্ষের একাংশ ও দুই বাহু অনাবৃত ছিল। তাহাকে দেখিয়া চিলো স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। এমন বিশাল বক্ষ এবং এমন বলময় বাহু সে কখনও দেখে নাই।

কোয়ার্টস বলিল, "এই যে, এঁকে এনেছি। ইনি সেই ধর্ম্মভ্রাতা যাঁর সঙ্গে আপনি দেখা করতে চেয়েছেন।"

চিলো বলিল, "খৃষ্ট তোমাদের শান্তি দান করুন। কোয়ার্টস, তুমি আগে আমার সত্য পরিচয় এঁকে দিয়ে দেও। তারপর তুমি বাড়ী চলে যাও। তোমার বৃদ্ধ বাবাকে একা ফেলে বেশীক্ষণ থাকা তোমার উচিত হবে না।"

নবাগতকে উদ্দেশ করিয়া কোয়র্টস্ বলিল, "এই ভদ্রলোক ভারী দয়ালু। ইনি যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে আমাকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছেন। অথচ আগে ওঁকে আমি জানতামও না। ভগবান ওঁকে তার উপযুক্ত পুরস্কার দে[illegible]।"

এই কথা শুনিবার পর সেই বিরাটাকার মানুষটি নতশিরে [illegible]লোকে অভিবাদন করিয়া তাহার করচুম্বন করিল।

গ্রীক জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি, ভাই ?"

"ফাদার, দীক্ষা নেবার সময় আমার নাম উরবান দেওয়া হয়েছিল।"

"আচ্ছা উরবান, তুমি মিনিট দুই আমার সঙ্গে সরলভাবে আলাপ করবে কি ?"

"হ্যাঁ, কারণ, আমাদের কাজ এখনও আরম্ভ হয় নি। এখন আমরা সান্ধ্যভোজের খাবার তৈরী করছিলাম।"

"বেশ। তাহলে অনেক সময় পাওয়া যাবে। চল নদীর ধারে যাওয়া যাক্। সেখানে গিয়ে আমার বক্তব্য তোমাকে বল্‌ব।"

নদীর ধারে উভয়ে একস্থানে উপবেশন করিল। চারিদিকে প্রগাঢ় নীরবতা বিরাজ করিতেছিল। চিলো আগন্তুকের আপাদমস্তক একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। লোকটার বাহ্য আকার কর্কশ হইলেও, তাহার আননে সাধুতা ও আন্তরিকতার ছাপ ছিল।

চিলো মনে মনে বলিল, "এই লোকটা যে রকম নির্ব্বোধ সরল বিশ্বাসী, তাতে গ্লৌকস্‌কে হত্যা করবার জন্য এর পেছনে টাকা ব্যয় করতে হবে না।"

তারপর প্রকাশ্যে বলিল, "উরবান, তুমি খৃষ্টকে ভালবাস?"

"আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁকে ভালবাসি।"

"তোমার ধর্ম্মমতের ভাই-ভগিনীদিগকেও তুমি ভালবাস ত?"

"হ্যাঁ, ফাদার, আমি তাঁদেরও ভালবাসি।"

"ভগবান তোমাকে শান্তি দান করুন।"

"ফাদার, আপনিও শান্তি লাভ করুন।"

ইহার পর চিলো চন্দ্রের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া যীশুখৃষ্টের মৃত্যুর কথা অতি নিম্নস্বরে বলিয়া যাইতে লাগিল। সে এমনভাবে বলিতেছিল যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন নারীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে, উরবানকে নহে। তাহার বচনভঙ্গীতে এই শ্রমিক বিচলিত হইয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিল। ক্রমে সে যখন যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করার বিষয় বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিল, তখন এই শ্রমিকের বিরাট বাহু মুষ্টিবদ্ধ হইল। সে যেন ক্রোধ আর সংবরণ করিতে পারিতেছিল না।

সহসা চিলো বলিল, "উরবান, জুডাস কে ছিল, তুমি জান?"

"হ্যাঁ, খুব ভাল করেই জানি। কিন্তু সে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল।"

চিলো বলিল, "ধর সে যদি আত্মহত্যা করে না মরত, আর যদি কোন খৃষ্টানের সঙ্গে তার দেখা হত, তা হলে খৃষ্টানের কি এই কর্ত্তব্য হত না যে, ত্রাণকর্ত্তার বিনিময়ে তারও রক্তদর্শন সে করে?"

"কে এমন আছে যে, আমাদের প্রভুর হত্যাকারীর প্রতিশোধ নেবে না?"

"হে বিশ্বস্ত মেষশাবক, ভগবান তোমার মনে শান্তি দান করুন। হ্যাঁ, একথা ঠিক যে, কারও নিজের ওপর কেউ অনাচার করলে, তা ক্ষমা করা যেতে পারে। কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের বিরুদ্ধে অনাচার করলে, তা কি ক্ষমা করা চলে? সাপ থেকে যেমন সাপ জন্মায়, বজ্জাত থেকে বজ্জাতের উদ্ভব, বিশ্বাসঘাতক হ'তে বিশ্বাসঘাতকেরই জন্ম হয়ে থাকে। তেম্‌নি জুডাসের কৃত বিষবৎ কাজের ফলে আর একজন বিশ্বাস-ঘাতকের উদ্ভব হয়েছে। একজন যেমন আমাদের ত্রাণকর্ত্তাকে ইহুদী ও রোমক সৈনিকদের হাতে সমর্পণ করেছিল, আর একজনও সেই রকম ত্রাণকর্ত্তার মেষশাবকগণকে নেকড়ে বাঘের হাতে সমর্পণ করার জন্য আমাদের মধ্যে জীবিত অবস্থায় বিচরণ করছে। সুতরাং সময় থাকতে কেউ যদি তার বিশ্বাসঘাতকতা বন্ধ করতে না পারে—এবং বিষধর সর্পের মাথা চূর্ণ করে দিতে না পারে, আমরা সবাই মারা পড়্‌ব। আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই মেষদিগের যশের দীপ্তি নিভে যাবে।"

গ্রীক লোকটা কি বলিতেছে, তাহা সম্যক উপলব্ধি করিতে না পারিয়া উক্ত শ্রমিক অত্যন্ত প্রশান্তভাবে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। বক্তা

তখন তাহার অঙ্গাবরণ মাথার উপরে তুলিয়া ধরিয়া অত্যন্ত আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলিল,—

"একমাত্র সত্যস্বরূপ ভগবানের সেবকগণ, তোমাদের মহা দুর্ভাগ্য! হে খৃষ্টানগণ! খৃষ্টান নারীগণ! তোমাদের মহৎ দুঃখ উপস্থিত!"

আবার নীরবতা বিরাজ করিতে লাগিল। দূরে কর্ম্মরত শ্রমিকদিগের কর্ম্মজাত শব্দে শুধু সেই নীরবতা ভঙ্গ হইতে লাগিল। নদীর কল কল ধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল।

অবশেষে শ্রমিক বলিল, "হে পিতঃ! কে সেই বিশ্বাসঘাতক?"

চিলো মাথা নত করিল। কে সেই বিশ্বাসঘাতক? সে জুডাসেরই একজন পুত্র—পিতার বিষে তাহার জন্ম। সে খৃষ্টান বলিয়া পরিচয় দিয়া প্রার্থনার স্থানে উপস্থিত হইয়া থাকে। ভ্রাতৃবৃন্দকে সিজারের হাতে সমর্পণ করিবার অভিপ্রায়েই সে গতায়াত করিতেছে—সিজারকে দেবতা বলিয়া মানিতে চাহে না এই অভিযোগ দিয়া সে সকলকে ধরাইয়া দিতে চাহে। আরও বলিয়াছে খৃষ্টানরা উৎসের জলধারা বিষাক্ত করিয়াছে, শিশুদিগকে বলি দিতেছে, নগরের একজন শিশুও যাহাতে বিদ্যমান না থাকে, এইভাবে চক্রান্ত করিতেছে। আর কয়েকদিনের মধ্যে প্রিটোরিয়ান রক্ষিসেনাদল যাবতীয় বৃদ্ধকে শৃঙ্খলিত করিয়া ফেলিবে, নারী ও শিশুদিগকে বন্দী করিয়া হত্যা করিবে। দ্বিতীয় জুডাসের ইহাই কার্য্য। কিন্তু প্রথম জুডাসকে কেহ যখন শাস্তি প্রদান করে নাই, খৃষ্টকে রক্ষা করিবার জন্য যখন কেহই চেষ্টা করে নাই, দ্বিতীয় জুডাস্‌কে, দ্বিতীয় বিশ্বাসঘাতককে শাস্তি দিতে কেই বা অগ্রসর হইবে? সিজারের সঙ্গে এই বিশ্বাসঘাতক সকল কথা বলিবার পূর্ব্বে কে এই সর্পের মস্তক চূর্ণ করিবে?

সহসা উরবান্ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আমিই সে কাজ করব, পিতা!"

"তাহ'লে খৃষ্টানদের কাছে চলে যাও। আমাদের প্রার্থনা স্থানে যাও। সেখানে গিয়ে খোঁজ কর গ্লোকস্ নামে চিকিৎসকটিকে। যখন সকলে তাকে দেখিয়ে দেবে, তখন খৃষ্টের নামে তাকে হত্যা করবে।"

নামটি স্মৃতিপথে রাখিবার জন্য শ্রমিক বলিল, "গ্লোকস ?"

"তাকে তুমি চেন ?"

"না, আমি চিনিনে তাকে। রোমে হাজার হাজার খৃষ্টান আছে। কেউ সকলকে চেনে না। কিন্তু আগামী কাল রাত্রি বেলা অষ্ট্রিয়ানমে সব পুরুষ ও মেয়ে যোগ দেবে। প্রধান ধর্ম্মবেত্তা রোমে এসেছেন। তিনি বক্তৃতা করবেন। তাঁর কথা শুনবার জন্য সব খৃষ্টান আসছেন। তাঁরাই আমাকে দেখিয়ে দেবেন, কার নাম গ্লোকস।"

চিলো বলিল, "অষ্ট্রিয়ানম্ ? কিন্তু সেটা ত নগরের বহেরে। সব ভাইবোন সেখানে আসবেন ? কাল রাত্রিকালে সভা হবে ?"

"হ্যাঁ, পিতঃ। আমাদের ধর্ম্মমন্দির সেখানে। কিন্তু আপনি জানেন না যে, মহাপুরুষ সেখানে বক্তৃতা করবেন ?"

"আমি মাত্র দু'দিন হ'ল দেশ থেকে এসেছি। সেজন্য মহাপুরুষের চিঠি আমি পাইনি। তা' ছাড়া কোরিন্থএ খৃষ্টান দলের আমি প্রধান ছিলাম। সবে সেখান থেকে এসেছি বলে অষ্ট্রিয়ানম্ কোথায় তাও আমি জানিনে। যাক্, এখন সব ঠিক হয়ে যাবে। খৃষ্ট এ ভার তোমার ওপর দিয়েছেন। হে পুত্র, তুমি অষ্ট্রিয়ানম্এ গিয়ে গ্লোকস্‌কে খুঁজে বের করো। সে যখন সহরে ফিরবে, সেই সময় তাকে মেরে ফেলো। পুরস্কারস্বরূপ তোমার সব পাপ ধুয়ে মুছে যাবে। তুমি ক্ষমা পাবে। আপাততঃ ভগবানের আশীর্ব্বাদে তুমি শান্তিলাভ কর।

"পিতঃ—"

"হে মেষশাবক পুত্র, আমি তোমার কথা শুন্‌ছি।"

শ্রমিকের আননে যেন ইতস্ততঃ ভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে সে একজনকে হত্যা করিয়াছিল—হয়ত দুইজনকেই সে হত্যা করিয়া থাকিবে। কিন্তু খৃষ্টান ধর্ম্মশাস্ত্রে এইরূপ হত্যা নিষিদ্ধ। অবশ্য ইহা খুবই সত্য যে, সে আত্মরক্ষার জন্য কাহাকেও হত্যা করে নাই; লাভের জন্যও কাহারও প্রাণ গ্রহণ করে নাই। বিশপ এমন নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, স্বধর্ম্মাশ্রিত লোকের সাহায্যে সে শক্তিপ্রয়োগ করিতে পারে, কিন্তু সেই সঙ্গে উপদেশও দিয়াছেন যে, কাহারও জীবন সে গ্রহণ করিবে না। অথচ উরসসকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও মানুষের প্রাণ গ্রহণ করিতে হইয়াছে। সেজন্য তাহাকে যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছে। সে দুঃখে-অনুশোচনায় যাপন করিতেছে। সকল সময়েই তাহার মনে অনুতাপের আগুন জ্বলিতেছে।

এজন্য সে কত প্রার্থনা নিবেদন করিয়াছে, কত অশ্রুপাত করিয়াছে। অজস্রবার সে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছে। তথাপি তাহার মনে হয় যে, তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই। এখন আর একজন বিশ্বাসঘাতকের প্রাণসংহার করিবার জন্য সে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইল। তবে কথা এই হইতেছে যে, স্বার্থসিদ্ধির জন্য সে কাহাকেও হত্যা করিতেছে না। সুতরাং দরকার হইলে এই লোকটাকে সে সকলের সম্মুখেই মারিয়া ফেলিতে পারে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে খৃষ্টানদিগের ধর্ম্ম-গুরুগণের নিকট হইতে তাহার অপরাধজনিত দুষ্কর্ম্মের নিন্দা হওয়া কি উচিত নহে? একজনকে হত্যা করা এমন বিশেষ কোন ব্যাপার নহে—বিশেষতঃ বিশ্বাসঘাতকের প্রাণসংহারে আনন্দ আছে। কিন্তু এমন যদি হয় যে, গ্লোকস সত্যই অপরাধী নহে? সেরূপ অবস্থায়

উরসস্ আর একজনের হত্যার দায়িত্ব গ্রহণ করিবে? ইহাতে পাপ হইবে যে।

চিলো বলিল, "পুত্র! বিশ্বাসঘাতকের অপরাধের প্রমাণ দেবার সময় নেই। কারণ, অষ্ট্রিয়ানম্ হতে সে সোজাসুজি এন্টিয়ামে সিজারের সঙ্গে দেখা করতে যাবে। সেখানে একজন অভিজাতের ঘরে সে লুকিয়ে থাক্‌বে। সেই লোকটারই সে তাঁবেদার; কিন্তু আমি তোমাকে একটা অভিজ্ঞান দিচ্ছি। তুমি যখন আমার কাছে এসে গ্লৌকসের মৃত্যু সংবাদ দেবে, তখন সেই মহৎ কাজের জন্য আমি বল্‌ছি, বিশপ ও মহাপুরুষ তোমাকে আশীর্ব্বাদ করবেন।"

পকেট হইতে সে মুদ্রাধার খুলিয়া একটি মুদ্রা তুলিয়া লইল। তারপর একটা ছুরির সাহায্যে সে তাহার উপর একটি ক্রশ চিহ্ন ক্ষোদিত করিল। সেই মুদ্রাটি শ্রমিকের হাতে অর্পণ করিয়া সে বলিল, "এই ব্যাপারে গ্লৌকসের ওপর দণ্ডাজ্ঞা এবং তোমার পুরস্কার দুই নির্ভর করছে। সেই বিশ্বাসঘাতককে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলবার পর তুমি এই অভিজ্ঞান নিয়ে যখন বিশপকে দেখাবে, তিনি তখনই তোমায় ক্ষমা করবেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তুমি আগে যে নরহত্যা করেছ, তার জন্য যেমন ক্ষমা পেয়েছিলে, এর জন্যও তাই পাবে।"

অনিচ্ছাসত্ত্বেও শ্রমিক হস্ত প্রসারিত করিয়া সেই মুদ্রাটি গ্রহণ করিল। কিন্তু তখনও তাহার মনোমধ্যে প্রথম নরহত্যার চিত্র-সমুজ্জ্বল। সুতরাং তাহার অন্তরে এক প্রকার বিভীষিকার ছায়াপাত হইল।

অনুনয়ের স্বরে সে বলিল, "হে পিতঃ! আপনার বিবেককে এই কাজের জন্য দায়ী করুন, এই প্রার্থনা। গ্লৌকস তার ভাই বোনদের সম্বন্ধে বিশ্বাস-ঘাতকতা করতে বসেছে, একথা কি আপনি নিজের কাণে শুনেছেন?"

চিলো বুঝিল, লোকটা এসম্বন্ধে প্রমাণ চাহিতেছে।

সে বলিল, "শোন, উরবান্! আমি কোরিন্থে থাকলেও আমার বাড়ী কস্‌এ। খৃষ্টের মহিমা আমি রোম সহরে যাদের কাছে শোনাই, তার মধ্যে এক গ্রীকবাসী আছে। সে আমারই একদেশের লোক। তার নাম ইউনিস্। সিজারের এক পরম বন্ধু আছেন, তাঁর নাম পেট্রোনিয়স্। সে ক্রীতদাসী, সেখানেই থাকে। আমি সে বাড়ীতে গ্লৌকস্‌কে বল্‌তে শুনেছি যে, সহরের সব খৃষ্টানকে সে ধরিয়ে দেবে। সেখানে একথাও শুনেছি যে, সিজারের আর একজন বন্ধু ভিনিসিয়স্ একজন কুমারীর অনুরাগী। তাকেও সে উদ্ধার করে তার হাতে সমর্পণ করবে।

এই কথা বলিয়া সে তাহার সঙ্গীর মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। সে দেখিল তাহার সঙ্গীর নয়নে ভীষণ দীপ্তি জ্বলিয়া উঠিল।

ভীতভাবে গ্রীক বলিল, "কি হল তোমার?"

"কিছু না। কাল আমি গ্লৌকসের প্রাণ নেব।"

গ্রীক তখন আর কিছু বলিল না। তারপর শ্রমিকের স্কন্ধদেশে হাত রাখিয়া তাহার মুখমণ্ডল নিজের দিকে ফিরাইল। চাঁদের আলোকধারা তাহার আননে প্রতিফলিত হইল। চিলো তখন চিন্তা করিতেছিল যে, এ বিষয়ে সে শ্রমিককে আর কোন প্রশ্ন করিবে কি না।

কয়েকবার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে শ্রমিকের মাথায় হাত রাখিয়া বলিল, "উরবান্ নামটা কি দীক্ষার সময় তুমি পেয়েছিলে?"

"হ্যাঁ, পিতঃ!"

"বেশ! তাহ'লে উরবান্, তুমি শান্তি লাভ কর।"

—আঠার—

ভিনিসিয়সের প্রতি পোট্রোনিয়স :

"প্রিয় বন্ধু, তোমার শরীর ও মন ভাল নাই। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ভেনস তোমার অন্তরে বিক্ষোভের ঝটিকা তুলিয়াছেন, সুতরাং শুধু প্রেমের কথা ব্যতীত জগতে তুমি এখন আর কিছুই ভাবিতে পারিতেছ না—তোমার স্মৃতি এবং যুক্তি উভয়ই এখন তুমি হারাইয়াছ। অতঃপর যদি কোনদিন তুমি তোমার প্রেরিত উত্তর আবার পড়িয়া দেখিবার সুযোগ পাও, তাহা হইলে দেখিবে যে, লিজিয়ার চিন্তা ছাড়া জগতের আর কোন বিষয়ই তোমার রচনায় স্থান পায় নাই। সে চিঠি পড়িয়া দেখিলে তুমি নিজেই বুঝিতে পারিবে যে, চিল যেমন তাহার লক্ষীভূত দ্রব্যের উপর নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া আকাশে উড়িতে থাকে, তুমিও শুধু লিজিয়াকে কেন্দ্র করিয়াই তোমার সমস্ত চিন্তা সেই দিকেই নিবদ্ধ রাখিয়াছ; অন্যান্য সকল বিষয়েই তুমি ঘোর উদাসীন। পোলক্সের দোহাই দিয়া আমি বলিতে পারি যে, যে অগ্নিশিখা তোমাকে দগ্ধ করিতেছে, তাহার ফলে যদি তুমি ভস্মে পরিণত না হও, তুমি মিশরের ফিঙ্কস্এ রূপান্তরিত হইয়া যাইবে। আইরি[illegible] প্রেমে উহা যেমন জগতের আর কোন কিছু ভাবে নাই, দে[illegible] নাই, তোমারও সেই দশা ঘটিবে।

"তুমি ছদ্মবেশে সন্ধ্যাকালে নগরের মধ্যে যেমন ঘুরিয়া বেড়াইতেছ, তাহাই করিতে থাক। তোমার দার্শনিক বন্ধুর সমভিব্যাহারে খৃষ্টান উপাসনা স্থানসমূহে সর্ব্বদা গতায়াত করিতে থাক। যাহাতে তোমার মনে আশার সঞ্চার হয় এবং সেই আশার অনুসরণ করিয়া যাহাতে সময় যাপন করিতে

পার তাহাই প্রশংসাজনক কার্য্য বলিয়া আমি মনে করি। তুমি যদি আমাকে ভালবাস, তাহা হইলে আমার খাতিরে এই কাজটি করিও। লিজিয়ার ভৃত্য উরসস যখন অসাধারণ শক্তিশালী, তখন তুমি ক্রোটোকে সর্ব্বদা তোমার সঙ্গে রাখিও। তোমরা তিনজনে সেই সকল স্থানে যাইবে—একা নহে। এইভাবে চলিলে বিপদের আশঙ্কা অল্প থাকিবে এবং তাহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইবে। পম্পোনীয়া গ্রেসিনা এবং লিজিয়া যদি খৃষ্টান হন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে খৃষ্টানরা ডাকাত নহে। কিন্তু তাহাতে এমন মনে করা উচিত নহে যে, তাহাদের দলের কাহাকেও হরণ করিলে, খৃষ্টানরা তাহার সমর্থন করিবে। আমি বুঝিতেছি তোমার প্রণয়িনীর সাক্ষাৎ পাইবামাত্রই তুমি তখনই তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিবে। কিন্তু শুধু চিলো তোমার সঙ্গে থাকিলে, সে কার্য্য কিরূপে সম্ভবপর হইবে তাহা আমি বুঝি না। অতএব তুমি বদি ক্রোটোকে তোমার সঙ্গে রাখ, তাহা হইলে, উরসসের মত দশজন লিজীয় লিজিয়াকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

"দরবারে আমরা ক্ষুদ্র অগষ্টা সম্বন্ধে আলোচনা বন্ধ করিয়া দিয়াছি। ইন্দ্রজালের ফলে সে মারা গিয়াছে, এ আলোচনা এখন আর হয় না। পপিয়া মাঝে মাঝে ঐভাবের কথা তুলিয়া থাকে বটে, কিন্তু সিজারের মন এখন অন্যচিন্তায় আকৃষ্ট কাজেই তিনি সেকথা কাণে তুলেন না। তাহা ছাড়া পপিয়া এখন যে ভাবে চলিতেছেন, তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে, তাঁহার প্রথম সন্তানের স্মৃতি দীর্ঘকাল তাঁহার মনে থাকিবে না। কিছুদিন হইল, আমরা নিয়াপলিস বা বেইয়ীতে আসিয়াছি। তোমার যদি অন্যবিষয়ে চিন্তা করিবার মত মনের অবস্থা থাকিত, তাহা হইলে আমাদের কৃত কার্য্যের ফল তুমি রোমেই দেখিতে পাইতে। কারণ, সমগ্র রোম এখন শুধু এই

বিষয়েরই আলোচনা করিতেছে। আমরা এখানে সোজা আসিয়াই আমাদের জননীর স্মৃতিতে যেন আপনাদিগকে অনুশোচনায় চূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু সে ব্যাপারে ব্রোঞ্জ-দাড়ির মনের অবস্থা কি হইয়াছে, কল্পনা করিতে পার কি? মাতাকে হত্যা করায় সে ঐ বিষয় লইয়া কবিতা রচনায় মাতিয়া উঠিয়াছে! পূর্ব্বে প্রকৃতই সে অনুতপ্ত হইয়াছিল। তাহার অর্থ এই যে, সে কাপুরুষ। কিন্তু এখন সে দেখিতেছে যে, এই ব্যাপারের পর পৃথিবী এখনও তাহার ভার বহন করিতেছে, কোন দেবতাই তাহার মহাপাপের প্রতিফল এখনও প্রকাশ করেন নাই, সুতরাং এখন সে যে বাহ্য অনুশোচনার ভাব প্রকাশ করিতেছে, সে শুধু জনসাধারণের করুণা উদ্রেকের জন্য। সেদিন রাত্রিকালে সে সহসা শয্যাত্যাগ করিয়া বলিতে থাকে যে, দেবতার ক্রোধ তাহাকে অনুসরণ করিতেছে। আমাদের ঘুম ভাঙ্গাইয়া সে বলিতে থাকে যে, দেবতার অভিসম্পাত যেন তাহাকে দগ্ধ করিতে চলিয়াছে। এই বলিয়া সে কেবল পশ্চাতের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে থাকে। অভিনেতা যেমন দক্ষতাসহকারে অভিনয় করিয়া থাকে, সেও তেমনই ভাবে গ্রীক কবিতার দোষ-কীর্ত্তন করিতে লাগিল। আমরা কিভাবে তাহার কথাগুলি গ্রহণ করিতেছি তাহাও সে অপাঙ্গ দৃষ্টিপাতে দেখিতে লাগিল। অবশ্য আমরাও তাহার প্রশংসায় যেন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি এমনই ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলাম। তাহাকে তখন এ কথা বলিতে পারিলাম না, ওরে নির্বোধ, বিছানায় গিয়া শয়ন কর। বরং তাহারই মত অভিনয় ভঙ্গীতে আমরা তাহাকে দেবতার ক্রোধ হইতে রক্ষা করিবার জন্য অভিনয় করিতে লাগিলাম।

"সম্ভবতঃ তুমি শুনিয়া থাকিবে সে নিওপলিসে প্রকাশ্য ভাবে প্রবেশ করিয়াছে। এই উদ্দেশ্যেই বেইয়ীর যাবতীয় অধিবাসী এবং সন্নিহিত

নগরের নাগরিকগণকে আহ্বান করা হইয়াছিল। বিপুল জনতায় প্রাঙ্গণ পূর্ণ হইয়াছিল। আমি ব্রোঞ্জ-দাড়ির ঠিক পশ্চাতে আসন গ্রহণ করিয়াছিলাম। লোকটা কি এই দৃশ্যে ভীত হইয়াছিল মনে করিতেছ? সত্যই তাই—সত্যই সে ভীষণ শঙ্কিত হইয়াছিল? সে আমার করপল্লব তাহার বুকের উপর স্থাপন করিয়াছিল—আমি তাহার বক্ষঃস্পন্দনের শব্দ পাইয়াছিলাম। দরবারে বাহির হইবার সময় তাহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। অথচ সে জানিত যে, প্রত্যেক নাগরিকের পার্শ্বে একজন করিয়া রক্ষক সৈনিক প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রয়োজন হইলে তাহারা অস্ত্রসহ সাহায্যার্থ উপস্থিত হইত। কিন্তু ইহার প্রয়োজন ছিল না। কারণ, সমবেত বানরের দল কেবল উচ্চ জয়ধ্বনিই করিতেছিল। ইহাতে ব্রোঞ্জ-দাড়ি বলিতেছিল, 'দেখলে আমার গ্রীক প্রজারা কেমন!'

"আমার মনে হইতেছে, এই ঘটনার পর হইতে রোমের উপর তাহার বিতৃষ্ণা বাড়িয়াছে। তথাপি রাজধানীতে এই ঘটনার বিবরণ প্রেরিত হইয়াছে। আশা করিতেছে, এই বিজয় লাভে সেনেট ধন্যবাদ জানাইবে। প্রথম দফায় জনসাধারণের কাছে এইভাবে দেখা দিবার অব্যবহিত পরেই একটা বিচিত্র ঘটনা ঘটিয়াছে। সমগ্র রঙ্গমঞ্চ হঠাৎ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল—জনসাধারণের নির্গমনের ঠিক পরেই ইহা ঘটিয়াছিল। আমি বাম পার্শ্বের নির্গমন পথ দিয়া বাহির হইয়া পড়ি। একটি মৃত দেহও কিন্তু সেই ভগ্নস্তূপ হইতে বাহির করিতে দেখি নাই। এই ঘটনায় জনসাধারণ মনে করিয়াছে যে, সিংহাসনের উপর দেবতার অভিসম্পাত পড়িয়াছে। সিংহাসনের অধিকারীর পাপ আছে। সিজার কিন্তু ভিন্ন অর্থে ইহা গ্রহণ করিয়াছে। সে বলিতেছে, তাহার নাম এবং যাহারা উহা শুনিয়াছে, তাহাদের রক্ষার ভার দেবতা নিজের উপর রাখিয়াছেন। এজন্য

প্রত্যেক মন্দিরে পূজার অর্ঘ্য নিবেদন করা হইতেছে। কিন্তু কিছুদিন আগে সে আমাকে বলিয়াছিল যে, রোমের অধিবাসীরা এ বিষয়ে কি বলিবে, তাহা ভাবিয়া সে বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে। হয় ত জনসাধারণ বিদ্রোহ করিতে পারে। প্রথমতঃ সে বহুদিন রোমে অনুপস্থিত, তাই তাহারা আমোদ-প্রমোদে বঞ্চিত এবং শস্য বিতরণ বন্ধ রহিয়াছে। তাহাও অপর কারণ।

"আমরা বেনিভেনটমে আসিয়াছি। ইহার পর আমরা পোতযোগে গ্রীসে যাইব। একটা বিষয় আমি লক্ষ্য করিয়াছি। পাগলদের মধ্যে থাকিলে, যে কেহ পাগল হইয়া পড়ে এবং পাগলদের মত নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ করে। আমরা রোমকে ভুলিতে চাহিতেছি। গ্রীস, এসিয়া এবং মিশরের মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে জগতের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই। সকলেই দেবতার মত জীবন যাপন করিতে চাহে—ভোগ বিলাস ও আমোদ প্রমোদে। সকলের উদ্ভট কল্পনার পাল্লায় পড়িয়া আমার মাথাও ঠিক থাকিতেছে না। সকলে পরীরাজ্য গড়িয়া তাহার মধ্যে বাস করিতে চাহে।

"ভবিষ্যতে—সুদূর ভবিষ্যতে, বহু শতাব্দী পরে, মানুষ এই পরীরাজ্যকে স্বপ্নের বিষয় বলিয়া বিবেচনা করিবে। কিন্তু যতদিন ভেনস্‌ লিজিয়ার মূর্ত্তি পরিগ্রহণ না করেন, অন্ততঃ ক্রীতদাসী ইউনিসের রূপে রূপান্তরিত না হন, ততদিন ইহা সম্ভবপর নহে। ব্রোঞ্জ-দাড়ি কোন দিনই তাঁহার এই কল্পনার অনুযায়ী কার্য্য করিতে সমর্থ হইবেন না। কারণ, কবিতার উপকথার রাজ্যে অথবা প্রাচ্য জগতে রাজদ্রোহ অথবা মৃত্যুর কোন স্থান নাই। তবুও তিনি কবি-খ্যাতির অন্তরালে, চতুর্থ শ্রেণীর অভিনেতার ছদ্মবেশে নিজের প্রকৃত স্বরূপকে গোপন করিয়া রাখিয়াছেন।"

"ইতিমধ্যে যাহারা আমাদিগের বিশ্বাস উৎপাদন করে, আমরা তাহাদিগকে দমন করার নীতি অব্যাহত রাখিয়াছি। বেচারা টরকুয়াটস্‌

সিলেনস্ মৃতপ্রায় রহিয়াছেন। কারণ, কিছুদিন আগে তিনি তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। লিকানিয়স ও লিসিনিয়স্ ভয়ে কম্পিত-কলেবরে দূরে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। বুড়া থ্রাসিয়াস্ সাধু-প্রকৃতি অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। সুতরাং মৃত্যু হইতে নিষ্কৃতি পাইবার তাঁহার সম্ভবতঃ কোন উপায়ই নাই। টিগেলিনস এখনও আমার মনের কথা টানিয়া বাহির করিতে পারে নাই। সিজার এখনও আমার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। কারণ, আচিয়া অভিযান ব্যাপারে আমার উপযোগিতা উপেক্ষা করিবার নহে। কিন্তু শীঘ্রই হউক বা কিছু বিলম্বেই হউক, আমারও জীবন ত্যাগের সময় আসিবে। যখন সেদিন আসিবে, তখন আমি কি করিব বলিতে পার? ব্রোঞ্জ-দাড়ি যে আমাকে মিরেনিয়ান্ পানপাত্র চুমুক দিতে বলিবেন, ততক্ষণ আমি প্রতীক্ষা করিব না। আমার মৃত্যুর সময় তুমি যদি নিকটে কোথাও থাক, সেই পানপাত্র আমি তোমার কাছে পাঠাইব। কিন্তু যদি তুমি দূরে থাক, আমি উহা চূর্ণ করিয়া ফেলিব।

"তোমার চেষ্টা সফল হউক। ক্রোটোকে তোমার কাজে নিযুক্ত করিও। নহিলে লিজিয়াকে আবার হয়ত হারাইতে হইবে। চিলোকে যখন তোমার প্রয়োজন হইবে না, তখন তাহাকে আমার কাছে পাঠাইয়া দিও। সম্ভবতঃ আমি তাহাকে দ্বিতীয় ভ্যাটিসিয়সএ পরিণত করিতে পারিব। লিজিয়াকে উদ্ধার করিতে পারিলে, সে সংবাদ আমাকে দিও। আমি তাহা হইলে বেয়ীর মন্দিরে একজোড়া হাঁস ও একজোড়া পারাবত উৎসর্গ করিব। আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, লিজিয়া তোমার ক্রোড়ে বসিয়া তোমার চুম্বন লাভের প্রত্যাশায় রহিয়াছে। এই স্বপ্ন যেন ফলিয়া যায়। তোমার অদৃষ্টাকাশে যেন মেঘ না আসে। যদিও দেখা দেয়, তবে সেই মেঘ যেন গোলাপের বর্ণ ও গন্ধ ধারণ করে।"

—উনিশ—

ভিনিসিয়স উল্লিখিত পত্র পড়িয়া শেষ করিয়াছেন, এমন সময় চিলো পুস্তকাগারে প্রবেশ করিল। ভিনিসিয়স পরিচারকদিগকে আদেশ দিয়া রাখিয়াছিলেন যে, দিবাভাগেই হউক বা রাত্রিকালেই হউক, চিলো বিনা এত্তেলায় তাঁহার বাড়ীতে প্রবেশ করিতে পাইবে। তাই সে কোন সংবাদ না দিয়াই পুস্তকাগারে প্রবেশ করিয়াছিল।

সে বলিল, "হুজুর, আপনার পূর্ব্বপুরুষগণের জননীর দয়া আপনার উপর বর্ষিত হোক। আমার বংশজননীর কৃপাও আমার উপর পড়ুক!"

"তার মানে যে—?"

"হ্যাঁ, হুজুর, আমি তাঁকে খুঁজে পেয়েছি!"

"তুমি তাঁকে নিজের চোখে দেখেছ?"

"না, তবে উরসস্‌কে দেখেছি, আর তার সঙ্গে কথাও বলেছি।"

"তারা কোথায় লুকিয়ে আছে, তুমি জান?"

"না, হুজুর। আমি না হয়ে যদি আর কেউ হ'ত, তা হলে ঐ লিজিয়ান পালোয়ানটা তাকে চিনে ফেলত। আমি না হয়ে আর কেউ যদি হ'ত তবে হয়ত কথায় কথায় সে কোথায় থাকে তা জিজ্ঞাসা করত। সে ক্ষেত্রে, ঐ পালোয়ানের এক ঘুষিতে তার প্রাণ বেরিয়ে যেত। অথবা তার মনে অবিশ্বাস জন্মিয়ে দিত। তার ফলে কুমারীটিকে আর এক জায়গায় লুকিয়ে রাখবার ব্যবস্থা হয়ে যেত। আমি জেনে নিয়েছি উরসস ডিনাস নামক একজন লোকের কারখানায় কাজ করে। এখন তার আস্তানা খুঁজে বের করা মোটেই শক্ত ব্যাপার নয়। আপনার একজন বিশ্বস্ত ক্রীতদাস তাকে

অনুসরণ করলেই তার আস্তানার সন্ধান পাবে। আমি শুধু আপনাকে এই খবর জানাচ্ছি, উরসস্ যখন এখানে আছে, লিজিয়াও রোম ছেড়ে যেতে পারেন নি। এটা ধ্রুব সত্য। আজ রাতে তিনি অষ্ট্রিয়ানমে খুব সম্ভব উপস্থিত থাকবেন।”

“অষ্ট্রিয়ানম্? সে কোথায়?”

“সালারিয়া ও নমেন্টানার মাঝখানের একটা জায়গা। সেখানে খৃষ্টানদের ধর্ম্মগুরু—যাঁর কথা আজ আপনাকে বলেছি—উপস্থিত হবেন। আজ রাতে তিনি অনেককে দীক্ষা দেবেন।”

ভিনিসিয়সের মনে নৈরাশ্য এমন প্রবল হইয়াছিল যে, তিনি সেজন্য পীড়িত বলিয়া অনুভব করিতেছিলেন। এই কথা শুনিবার পর মনে আশার সঞ্চার হইল এবং সেজন্য ক্ষণকাল যেন অবসন্ন হইয়া রহিলেন। চিলো তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া বলিল, “সত্য বটে নগরের ফটকে পাহারা আছে, হুজুর, খৃষ্টানরা তা ভালই জানে। তারা ফটকের ধার ধারে না। টাইবার নদ যেমন বাধা বিঘ্ন মানে না, তারাও তাই। তারা যীশুখৃষ্টের প্রধান শিষ্যকে দেখবার জন্য অনেক ঘুরে ঐ জায়গায় গিয়ে পৌঁছবে। নগরের প্রাচীরের বাইরে যাবার হাজার পথ তাদের আছে। হুজুর, অষ্ট্রিয়ানম্এ লিজিয়াকে দেখতে পাবেন। আর তিনি যদি ঘটনাক্রমে সেখানে নাও যান (অবশ্য আমার তা মনে হয় না)। উরসস্ নিশ্চয় যাবে। কারণ, সে আমার কাছে অঙ্গীকার করেছে, সে গ্লৌকসকে হত্যা করবে। সুতরাং আপনি উরসস্কে অনুসরণ করলেই লিজিয়ার গুপ্ত বাসস্থান দেখতে পাবেন। অথবা আপনি আপনার লোকজনের দ্বারা তাকে হত্যাকারী বলে গ্রেপ্তারও করাতে পারেন। সে একবার হস্তগত হলে, আপনি তার কাছ থেকে লিজিয়ার গোপন বাসস্থান জেনে নিতেও পারবেন। যাক্, আমার কাজ

শেষ হয়েছে। আমি না হয়ে আর কেউ যদি হ'ত, সে বল্‌তে পারত যে, উরসস্‌কে উৎকৃষ্ট সুরা পান করিয়ে অনেক টাকা ব্যয় হয়েছে। এই সব কথা বার করবার জন্য ঐ রকম সুরা পান করান দরকার হয়েছিল। অথবা এমন কথাও বল্‌ত যে, এই সব কাজের জন্য হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে। যাক্, আমি জানি এজন্য আমার যা ব্যয় হয়েছে, আপনি তার দুনো টাকা আমায় দেবেন। আমি সারাজীবন সৎপথেই চলে এসেছি। সুতরাং আমি জানি আপনি আমার আশার অতিরিক্ত দান করতে আপনি কুণ্ঠিত হবেন না।"

"আমি তেমোকে ভাল রকমেই পুরস্কৃত করব। কিন্তু তোমাকে আমার সঙ্গে অষ্ট্রিয়ানম্‌এ যেতে হবে।"

চিলোর সেখানে যাইবার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। তাই সে কহিল, "হুজুর, আমি আপনাকে লিজিয়ার বাসস্থান দেখিয়ে দেব বলে সঙ্কল্প করেছি; কিন্তু তাকে উদ্ধার করে দেব, এমন কথা ত বলিনি। হুজুর, একটু চিন্তা করে দেখুন; গ্লৌকসকে টুকরা টুকরা করে ফেলবার পর কি অবস্থা দাঁড়াবে। সে যদি বুঝতে পারে আমি এই লিজীয় ভল্লুককে প্রতারিত করেছি, তখন আমাকে দেখতে পেয়ে সে আমার কি অবস্থা করবে, তা ভেবে দেখুন। সে আমাকে এই হত্যার উৎসাহদাতা বলেই মনে করবে। তখন সে যদি আমায় জিজ্ঞাসা করে যে, কেন আমি গ্লৌকসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছি, তখন আমি তাকে কি উত্তর দেব? যদি আমার উপর আপনার সন্দেহ থাকে, তাহ'লে লিজিয়ার বাসস্থান দেখিয়ে দেবার পর আপনি আমায় পুরস্কার দেবেন। তবে আপনার উদারতার নমুনা আপাততঃ কিছু দেখান। কারণ, ধরুন, যদি দৈবাৎ আপনার কোন রকম কিছু হয় (দেবতারা আপনাকে রক্ষা করবেন।) তা'হলে পরিশ্রমটা মাঠে মারা যেতে পারে।"

ভিনিসিয়স এক তোড়া মুদ্রা চিলোর দিকে নিক্ষেপ করিলেন। তারপর বলিলেন, "তোমার এ কথায় যুক্তি নেই এমন বলা যায় না। যাক্, তারপর লিজিয়া যখন আমার গৃহে ক্রীতদাসী হবে তখন তোমাকে এই রকম আর এক তোড়া টাকা দেব।"

চিলো বলিল, "আপনি স্বয়ং ধর্ম্মরাজ জুপিটার!"

"যাও, এখন কিছু খানাপিনা করে নেও। আজ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এখানে বিশ্রাম কর। কোথাও এখন যেতে পাবে না। সন্ধ্যার পরই আমার সঙ্গে তোমাকে অষ্ট্রিয়ানম্‌এ যেতে হবে।"

কয়েক মুহূর্ত্তে চিলোর আননে ভীষণ আতঙ্কের ভাব প্রকটিত হইল। কিন্তু সে ভাব সংবরণ করিয়া সে বলিল, "হুজুর, আপনাকে পারবার যো নেই। আপনার টাকার জোরে আমার যুক্তি আর টিক্‌ল না।"

অধীরভাবে বাধা দিয়া ভিনিসিয়স তাহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। উরসস্‌এর সহিত তাহার কি কি কথা হইয়াছিল। সব শুনিবার পর তাঁহার মনে হইল, আজ রাত্রিকালেই তিনি লিজিয়ার বাসভবন দেখিতে পাইবেন, অথবা অষ্ট্রিয়ানম্ হইতে ফিরিবার পথে লিজিয়াকে হরণ করিয়া সহরে আনিতে পারিবেন। এই চিন্তায় তাঁহার মনে উদ্দাম জয়োল্লাস জন্মিল।

লিজিয়াকে ফিরিয়া পাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা মনে করিয়া তাঁহার মনে লিজিয়ার বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ জন্মিয়াছিল, তাহা অন্তর্হিত হইল। সত্য বলিতে কি, তিনি তখন যে কোন ব্যক্তির যে কোন অপরাধ ক্ষমা করিতে পারেন, এমন মানসিক অবস্থা লাভ করিলেন। এমন কি উরসস্‌এর উপরেও তাঁহার কোন ক্রোধ রহিল না। চিলোর উপর তাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল, কিন্তু এখন তাহার সম্বন্ধেও তাঁহার চিত্তে কোন বিরাগ রহিল না। তাঁহার মনে হইল, চারিদিকে যেন আনন্দ আলোক ফুটিয়া উঠিয়াছে।

নিজের অন্তরেও তিনি যেন নবীন উদ্দীপনা অনুভব করিলেন। তাঁহার অন্তরে লিজিয়া সম্বন্ধে পূর্ব্ব অভিলাষ আরও প্রবল হইয়া উঠিল। সূর্য্যের উষ্ণ চুম্বনে পৃথিবী যেমন বসন্ত স্পর্শে জাগিয়া উঠে, তাঁহার মনেও সেইরূপ জাগরণ দেখা দিল। তাঁহার চিত্তে পূর্ব্বে কামনার যে উগ্র মাদকতা ছিল এখন তাহা যেন আনন্দের কোমল মাধুর্য্যে মধুময় হইয়া উঠিল।

চিলো দেখিল তাহার পৃষ্ঠপোষক বেশ প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন, তখন সে তাঁহাকে উপদেশচ্ছলে সতর্ক করিয়া দিতে লাগিল। এ সময়ে খুব সাবধান হইয়া কজে করা উচিত। ভিনিসিয়াস তাহার কথার সারবত্তা স্বীকার করিলেন এবং পেট্রোনিয়সের উপদেশের কথা স্মরণ করিয়া পালোয়ান শ্রেষ্ঠ ক্রোটোকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। চিলো রোমের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণকে চিনিত। ক্রোটো আসিতেছে শুনিয়া সে নিশ্চিন্ত হইল। সে মনে ভাবিল এই বিখ্যাত পালোয়ানের সহায়তায় তাহার ধন-ভাণ্ডার স্ফীত হইয়া উঠিবে।

ইহার পর সর্দ্দার ভৃত্য তাহাকে ভোজনের জন্য আহ্বান করিল। ভুরি-ভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়া সে নিশ্চিন্তভাবে বিশ্রাম করিতে লাগিল।

সে মনে ভাবিল, "ভিনিসিয়সকে যদি কেউ চিন্‌তে পারে, তাঁর গায় কেউ হাত দিতে সাহস করবে না। আর আমি? আমাকে ধরে কে? সেখানে কেউ আমার নাকের ডগাও দেখতে পাবে না!"

চিলো নিশ্চিন্ত মনে বেঞ্চের উপর শয়ন করিল। ক্রোটো পৌছিলে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে যখন ভিনিসিয়সের কাছে গমন করিল, তখন পালোয়ান তাহার কার্য্যের জন্য বকশিশের দরদস্তুর করিতেছিল।

সে বলিল, "হারকুলিসের দোহাই, হুজুর, আপনি আজ আমাকে ডেকে পাঠিয়ে ভালই করেছেন। কারণ, কাল আমি বেনিভেনটম্‌এ যাব।

সিজারের সামনে আমাকে কুস্তি লড়্‌তে হবে। সেখানে খুব বলবান এক নিগ্রো পালোয়ানের সঙ্গে আমার বল পরীক্ষা হবে। তাকে আমি চূর্ণ করে ফেলব, দেখবেন।"

ভিনিসিয়স বলিলেন, "তা তুমি পারবে।"

চিলো বলিল, "তুমি তার চোয়ালটা ভেঙ্গে দিও। এদিকে কিন্তু তোমার শরীরে তেল মাখান চাই। কারণ, আজ যার সঙ্গে তোমার বোঝাপড়া হবে সে সামান্য লোক নয়। তার শরীরে অসাধারণ শক্তি।"

ভিনিসিয়স বলিলেন, "ঠিক কথা। শোনা গেছে যে, সে নাকি প্রকাণ্ড ষাঁড়ের শিং ধরে তাকে ইচ্ছামত যেখানে সেখানে টেনে নিয়ে যেতে পারে।"

চিলো বলিল, "আহা!" উরসস যে এমন শক্তিশালী ইহা যেন সে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। ক্রোটো উপেক্ষাভরে হাসিয়া বলিল, "আমার এই এক বাহুতে আপনি যাকে বলবেন তাকে বেঁধে ফেলব। শুধু আমায় দেখিয়ে দেবেন! আর এই হাতে সাত জন ঐ রকম লিজিয়ানকে একাই বাধা দিয়ে রাখব। তারপর আপনার বাড়ীতে মেয়েটিকে ঠিক পৌঁছে দেব। তাতে যদি খৃষ্টানরা দল বেঁধে তাড়া করে কিছুই করতে পারবে না। এ যদি না পারি, এই ঘরে আপনি আমাকে যেমন ইচ্ছা লাঠি পেটা করবেন।"

চিলো ভিনিসিয়সকে বলিল, "ওকে ওসব করতে দেবেন না, হুজুর, তারা যদি আমাদের লক্ষ্য করে পাথর ছোঁড়ে, ক্রোটো তাতে বাধা দিতে পারবে কি? মেয়েটি যখন তার আস্তানায় ফিরে আসবে, সেই সময়েই তাকে ধরে আনা সঙ্গত নয় কি? তা হলে ওরকম ব্যাপার হতেই পারবে না।

ভিনিসিয়স বলিলেন, "হ্যাঁ, ক্রোটো, আমারও তাই মত।"

"বেশ, তবে তাই হবে। আপনি যখন মালিক, আপনার কথামতই কাজ হবে। কিন্তু মনে রাখবেন, কাল আমি বেনিভেন্টমএ চলে যাব।"

ভিনিসিয়স বলিলেন, "এই সহরেই আমার ৫শ ক্রীতদাস আছে।" এই বলিয়া তিনি তাহাদিগকে সরিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিয়া পাঠগৃহে প্রবেশ করিলেন।

তিনি পেট্রোনিয়সকে নিম্নলিখিত পত্র লিখিলেন ঃ--

"চিলো লিজিয়ার সন্ধান পাইয়াছে। আজ রাত্রিকালে চিলো ও ক্রোটোকে লইয়া আমি অষ্ট্রিয়ানম্এ যাইতেছি। হয় আজ রাত্রিতে নয়ত কাল সকালে যুবতীকে আমি ধরিব। দেবতারা আপনার মঙ্গল করুন। বিদায়, প্রিয় বন্ধু! আনন্দের আতিশয্যে আর অধিক কিছু লিখিতে পারিতেছি না।"

পত্র লেখা সমাপ্ত হইতেই চিলো কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল।

সে বলিল, "হুজুর, আর একটা কথা আমার মনে হয়েছে। খৃষ্টানরা তাদের সভায় প্রবেশ করবার জন্য এক রকম সঙ্কেত চিহ্ন ব্যবহার করেন। সেটা জানা না থাকলে অষ্ট্রিয়ানম্এ ঢোকা যায় না। আমার বৃদ্ধ বন্ধুর কাছে আমি গিয়ে জেনে আসি যে, এই রকম সঙ্কেত চিহ্ন সত্যই দরকার হবে কি না। যদি হয়, তবে সেটা কি, তাও জেনে আসব।"

প্রফুল্লভাবে ভিনিসিয়স বলিলেন, "ভাল কথা, দার্শনিক পণ্ডিত। তোমার বিবেচনা বুদ্ধি আছে, এজন্য তোমাকে প্রশংসা করতে হয়। তুমি ইউরিসিয়সের সঙ্গে দেখা করে ফিরে এস। শুধু যাবার আগে তোমার ঐ টাকার তোড়াটা ঐ টেবলের উপর রেখে যাও।"

চিলো এই প্রস্তাবে প্রথমে বিমর্ষ হইল, কিন্তু অবশেষে ভিনিসিয়সের

আদেশ পালন করিল। পথ অধিক দূরবর্ত্তী নহে। সুতরাং রাত্রি সমাগমের পূর্ব্বেই সে ফিরিয়া আসিল।

সে বলিল, "হুজুর, এই নিন সঙ্কেত চিহ্ন।"

প্রদোষ অন্ধকার ঘনাইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই সকলে উত্তমরূপে বস্ত্রাবৃত হইল। সকলেরই সঙ্গে ছোরা এবং লণ্ঠন রহিল। চিলো একটা পরচুলা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল, সে উহা ধারণ করিল। তারপর সকলে গন্তব্যস্থান অভিমুখে অগ্রসর হইল।

—কুড়ি—

তাহারা নানা পথ অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিল। তখন রাত্রির অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। চন্দ্র তখনও আকাশ পথে দেখা দেয় নাই। বালিয়াড়ীর পথ ধরিয়া চিলো পথ দেখাইয়া চলিতেছিল। পথে ক্রমেই অধিক লোকের সমাগম হইতে লাগিল। অনেক লোক মৃদুস্বরে কোন স্তোত্র আবৃত্তি করিতে করিতে চিলোর দলকে অতিক্রম করিয়া গেল। ভিনিসিয়সের মনে সেই স্তোত্র যেন বিষাদপূর্ণ বলিয়া অনুভূত হইতেছিল। পথ অত্যন্ত দীর্ঘ। ভিনিসিয়স যেন অধীর হইয়া পড়িতে-ছিলেন। অবশেষে দূরে কি যেন ঝক্‌ঝক্ করিয়া উঠিল। সম্ভবতঃ মশালের আলোকরশ্মি। চিলোর দিকে ফিরিয়া ভিনিসিয়স্ জিজ্ঞাসা করিলেন, উহাই কি অষ্ট্রিয়ানম্ ?

অন্ধকারে চিলো যেন অপ্রীতিকর ও অবাঞ্ছনীয় অবস্থা অনুভব করিতে-ছিল। সে কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "হুজুর, তা আমি বলতে পারি নে।

অষ্ট্রিয়ানমে আমি আগে কখনও যাইনি। সহরের সীমান্ত প্রাচীরের কাছে ওরা যদি খৃষ্টের মহিমা কীর্ত্তন কর্‌ত ত ভাল হত।"

সকলে আবার কিয়দ্দূর নীরবে পথ অতিবাহন করিতে লাগিল। ক্রমেই চিলোর আতঙ্ক বৃদ্ধি পাইতেছিল। সে বলিল, "আমি যে পরচুলা পরেছি, আর নাকের মধ্যে সীমের বীচি ঠেসে দিয়েছি, তাতে আর কেউ আমায় চিন্‌তে পারবে না। আর যদিই বা পারে, তারা আমায় মেরে ফেল্‌বে না। কারণ, ওরা বদ লোক নয়। ওরা লোক ভাল। ওদের ওপর আমার শ্রদ্ধা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে।"

ভিনিসিয়স বলিলেন, "দেখ, আগে থাক্‌তে ওদের সম্বন্ধে ওরকম খোসামুদে কথা বলো না।"

ঠিক এই সময় মেঘান্তরাল হইতে চন্দ্র হাসিয়া উঠিল। একটা নদীর খাতের পরপারে একটা শৈবালাঙ্কিত প্রাচীর দেখা গেল। উহাই অষ্ট্রিয়ানম্।

প্রাচীরতোরণের কাছে কয়েকজন লোক দাঁড়াইয়া সাঙ্কেত চিহ্নগুলি সংগ্রহ করিতেছিল। সকলে তোরণের ভিতর দিয়া এক প্রকাণ্ড ফাঁকা জায়গায় উপনীত হইল। উহার চারিদিক প্রাচীর বেষ্টিত। বহু লোক তথায় সমাগত হইয়াছিল। চন্দ্রের অনিশ্চিত রশ্মি ও লণ্ঠনের মৃদু আলোকে [illegible] সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল না। শীতের জন্যই হউক, অথবা বিশ্বাসঘাতকের হস্ত এড়াইবার জন্যই হউক, প্রত্যেক লোকই অবগুণ্ঠনে মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া দীর্ঘ ক্লোক পরিধান করিয়াছিল। ভিনিসিয়সের মনে হইল, এইভাবে সকলেই যদি অঙ্গ ও মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া রাখে, তবে লিজিয়াকে চিনিতে পারাই মুস্কিল হইবে।

ফাঁকা জায়গার ঠিক মাঝখানে প্রজ্বলিত মশাল। জনতা তখন স্তোত্র আবৃত্তি করিতেছিল। প্রথমে মৃদু, তারপর ক্রমশঃ উচ্চসপ্তকে স্তোত্র ঝঙ্কার নৈশ গগনপথে উত্থিত হইতে লাগিল। গায়কগণ ঊর্দ্ধনেত্র হইয়া যেন কাহার আগমন প্রার্থনায় হৃদয়ের সমস্ত আবেদন নিঃশেষ করিয়া দিতেছিল। ভিনিসিয়স বহু দেবমন্দিরে ভক্তের আবেদন সঙ্গীত শুনিয়াছেন, কিন্তু এমন ভাবে দেবতার উদ্দেশে আত্মপ্রাণ নিবেদন করার ভঙ্গীতে কোথাও স্তোত্র পাঠ করিতে শ্রবণ করেন নাই। তাঁহার মনে হইল, এই সময়ের জ াতা যেন একান্ত প্রাণে ভগবানকে আহ্বান করিতেছিল।

ক্রমেই আরও মশাল জ্বলিয়া উঠিল। এই সময় একজন বৃদ্ধ লোক অনাবৃত মস্তকে—অবশ্য তাঁহাব অঙ্গে দীর্ঘ আঙ্গরাখা—তথায় উপনীত হইলেন। এক খণ্ড উচ্চ প্রস্তরের উপর তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তখন চারিদিক হইতে ধ্বনিত হইল—"পিটার এসেছেন! পিটার এসেছেন!"

কেহ নতজানু হইয়া বসিল, কেহ বৃদ্ধের দিকে হস্ত প্রসারিত করিল।

সহসা সমস্ত জনতা নিস্তব্ধ হইল। সেই গভীর নীরবতার মধ্যে শুধু মশালের পট পট শব্দ মাত্র শ্রুত হইতেছিল।

চিলো ভিনিসিয়সের কাণে কাণে বলিল, "ইনিই খৃষ্টের প্রথম শিষ্য ধীবর সন্তান!"

বৃদ্ধ তাঁহার হাত ঊর্দ্ধে তুলিয়া শূন্যে ক্রশ চিহ্ন অঙ্কিত করিলেন। সকলকেই তিনি আশীর্ব্বাদ করিলেন। সকলেই তখন নতজানু হইয়া বসিয়াছিল। ধরা পড়িবার আশঙ্কায়, ভিনিসিয়স্ এবং তাঁহার দলবল নতজানু হইয়া বসিল।

বৃদ্ধের দেহে ও বেশে কোন বৈশিষ্ট্য চিহ্ন ছিল না। মিশর, গ্রীস বা রোমের দেবদেবীর পুরোহিতগণের দেহে ও বেশে যে বৈশিষ্ট্যদ্যোতক

চিহ্ন দেখা যায়, ইঁহার সর্ব্বাঙ্গে কোথাও তেমন কোন প্রকার চিহ্নই ছিল না। অতি সাধারণ বেশে, সাধারণ ভাবে এই বৃদ্ধ যে মহাসত্যের বাণী প্রচার করিবার জন্যই আসিয়াছেন। ভিনিসিয়স আগ্রহ ভরে ইঁহার বাণী ও সমবেত জনতা কি বলে, তাহা শুনিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি যে নারীকে ভালবাসেন, তাহার ধর্ম্মমত কি তাহা জানিয়া লইবার জন্য তাঁহার প্রচণ্ড ঔৎসুক্য জন্মিয়াছিল। পম্পোনীয়ার ধর্ম্মমতও তিনি ইহা হইতে বুঝিতে পারিবেন।

পিতা যেমন সন্তানগণকে উপদেশ প্রদান করেন, সেই ভাবেই পিটার প্রথমতঃ উপদেশ দিতে লাগিলেন। কি ভাবে জীবন যাপন করিতে হইবে সেই সম্বন্ধেই পিটার বলিতে লাগিলেন। শ্রোতৃবর্গকে তিনি বুঝাইয়া-দিলেন যে, আমোদ প্রমোদের মাত্রা হ্রাস করিতে হইবে। নৈতিক পবিত্রতা এবং দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া লইতে হইবে। সত্যকে জীবনের অবলম্বন করিয়া লওয়া চাই। কেহ অন্যায় করিলে, তাহা সহ্য করিতে শিক্ষা করা উচিত। অত্যাচারীর অত্যাচার সহিষ্ণুভাবে সহ্য করিতে হইবে। যাঁহারা গুরুজন এবং কর্ত্তৃপক্ষ, তাঁহাদিগের নির্দ্দেশ পালন করা ধর্ম্ম। বিশ্বাসঘাতকতা বা ভণ্ডামী সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য। কাহারও সম্বন্ধে নিন্দা করা কর্ত্তব্য নহে। প্রত্যেকের সম্বন্ধেই ভাল ব্যবহার অনু-কর্ত্তব্য। এই সকল উপদেশ বাণী শ্রবণ করিয়া ভিনিসিয়স্ মনে মনে উত্ত্যক্ত হইতে লাগিলেন। কারণ, এই উপদেশ অনুসারে চলিলে লিজিয়াকে লাভ করা চলে না। সতীত্বধর্ম্মের প্রশংসা করিয়া, মনোবৃত্তি দমনের যে উপদেশ বৃদ্ধ প্রদান করিলেন, তাহাতে ভিনিসিয়সের প্রেমের নিন্দা করা হইল না কি? এই উপদেশবশে লিজিয়া কি তাঁহার প্রেম প্রত্যাখ্যানের জন্য প্রেরণা লাভ করিবে না? যুবকের মনে ক্রোধ উদ্দীপ্ত

হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এই ব্যক্তির বাণীতে নূতন কথা কি আছে? এই নূতন ধর্ম্মমতের কি ইহাই নীতি? এরূপ প্রলাপোক্তি ত তিনি পূর্ব্বেও শুনিয়াছেন। যাহারা বিশ্ব-নিন্দুক, মানব-বিদ্বেষী, তাহারাও ত দারিদ্র্যের প্রশংসা করিয়া থাকে? সক্রেটিসও সাধুতাকে প্রাচীনতম প্রার্থনীয় গুণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন! সেনেকার মত লোকও মিতাচারের প্রশংসা করিয়াছেন, বিপদের সময় দৃঢ়তা অবলম্বনের উপদেশ দিয়াছেন। ইহাতে নূতনত্ব কি আছে? এ সকল উপদেশ মানুষের জন্য নহে। মানুষ ইহা অগ্রাহ্য করিবে।

ভিনিসিয়স হাতাশও হইয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, এখানে তিনি অলৌকিক রহস্যের সমাধান দেখিতে পাইবেন। কিন্তু সে সব তিনি কিছুই দেখিতে পাইলেন না। সমবেত জনতা এই সাধারণ উপদেশ শ্রবণে এমন নিবিষ্টচিত্ত কেন, ইহা তিনি ভাবিয়া পাইলেন না।

বৃদ্ধ এই সময় বলিতেছিলেন যে, তাহারা যেন শান্তিপ্রিয় থাকে, জীবে করুণা প্রকাশ করে। সত্য সম্বন্ধে নির্ভীক ও ন্যায়পরায়ণ হইয়া তাহারা যেন অসাধুতার প্রভাব পরিহার করিতে পারে। ঐশ্বর্য্যে যেন তাহাদের মনে বিতৃষ্ণা উদ্রিক্ত হয়। এই জগতে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকাই মানবের কাম্য নহে! মৃত্যুর পর যে জীবন—খৃষ্টের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া গৌরবময়, আনন্দময় জীবনযাপনের উপযুক্ত যেন তাহারা হয়।

এতদিন যে সকল দার্শনিক মতের সহিত ভিনিসিয়স্ পরিচিত ছিলেন, তাঁহার মনে হইল, এই ধর্ম্মমতের নীতি তাহা হইতে স্বতন্ত্র। পিটারের উপদেশ বাণী এমনই ভাবে উচ্চারিত হইল যেন ইহজগতের সুখ দুঃখ কিছুই নহে। পরস্পরের মধুর সুন্দর শাশ্বত জীবন লাভের অবকাশ আছে। ইহা যেন তিনি প্রত্যক্ষবৎ সকলের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন।

পিটার সর্ব্বশেষে বুঝাইয়া দিলেন, যে, ধর্ম্ম ও সত্যকে শুধু ধর্ম্ম ও সত্য বলিয়াই ভালবাসিতে হইবে—অনুরাগী হইতে হইবে। কারণ শাশ্বত সত্য ও শাশ্বত ধর্ম্মই ভগবান। সুতরাং যাহারা ধর্ম্ম ও সত্যের অনুরাগী তাহারা ভগবানকেই ভালবাসে এবং তাহারাই সন্তানের স্থান অধিকার করিতে পারে।

ভিনিসিয়স্ এই সকল উপদেশের সারমর্ম্ম অনুধাবন করিতে পারিলেন না। কিন্তু পেট্রোনিয়সকে পম্পোনীয়া গ্রেসিনা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা হইতে তিনি এই সারোদ্ধার করিয়াছিলেন যে, খৃষ্টানদিগের যিনি ভগবান, তিনি অনন্ত শক্তিশালী এবং একমেবাদ্বিতীয়ম্। এখন তিনি আরও এইটুকু বুঝিলেন যে, তিনি বিশ্বব্যাপী সত্য এবং সার্ব্বজনীন সাধুতার আদর্শ। তিনি আরও বুঝিলেন যে, এই সর্ব্বশক্তিমান প্রেমময় সত্যস্বরূপ ভগবানের কাছে জুপিটার, এপোলো, শনি, জুনো, ভেস্টা এবং ভিনস্ প্রভৃতি দেবতা অতি ক্ষুদ্রতম। তাঁহারা শুধু ব্যক্তিগত লাভ লোকসান লইয়াই কারবার করিয়া থাকেন। কিন্তু যখন তিনি পিটারকে বলিতে শুনিলেন যে, ঈশ্বর সর্ব্বজীবে প্রেমময় এবং মানুষ যখন আর একজন মানুষকে ভালবাসে, তখন সে ঈশ্বরের আদেশই প্রতিপালন করে, তখন তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। শুধু নিজের জাতিকে ভালবাসিলেই হইবে না। কারণ, মানুষ ভগবান সকল মানবের জন্য দেহের রক্তদান করিয়াছেন! যে ইহুদীরা যীশুখৃষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করিয়া হত্যা করিয়াছে, তিনি তাহাদিগকে এবং রোমক সৈনিকগণকে ক্ষমা করিয়া গিয়াছেন। শুধু ক্ষমা নহে, তিনি তাহাদিগকে প্রেমদান করিয়া গিয়াছেন! মন্দের বিনিময়ে তিনি তাহাদিগকে কল্যাণ বিতরণ করিয়া গিয়াছেন! যে ভাল তাহাকে ভালবাসা যায়, কিন্তু যে মন্দ তাহাকেই ভালবাসিয়া ভালবাসা সার্থক হয়। কারণ, ভালবাসাতেই মন্দের মন্দত্ব অন্তর্হিত হইয়া যায়।

এই উপদেশ শ্রবণের পর চিলো ভাবিল, উরসস অতঃপর কখনই গ্লৌকসকে হত্যা করিবে না। সেই সঙ্গে তাহার ইহাও মনে হইল যে, গ্লৌকস্‌ও ইহার পর তাহাকে চিনিতে পারিলেও কখনই হত্যা করিবে না।

ভিনিসিয়সের মনে হইল, লিজিয়া যদি এখানে উপস্থিত থাকে, তাহা হইলে সে কখনই তাঁহার উপপত্নীত্ব স্বীকার করিতে চাহিবে না। তিনি তাহাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া যাইতে পারেন, কিন্তু তাহার চিত্তকে অধিকার করিতে পারিবেন না।

মশাল আরও উজ্জ্বল হইয়া তাহার আলোক শিখা সমূহকে নক্ষত্রপুঞ্জ অভিমুখে যেন প্রেরণ করিতে লাগিল। বৃদ্ধ তখন গলগোথার মৃত্যু-কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করিয়া শুধু খৃষ্টের কথাই বলিতে লাগিলেন।

এই বৃদ্ধ তাঁহাকে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছেন! পিটার বর্ণনা করিলেন, ক্রুশ ত্যাগ করিয়া তিনি দুই দিন ও দুই রাত্রি জনের সহিত বাস করিয়া-ছিলেন। পিটার বলিলেন, তৃতীয় দিবসে তিনি উঠিলেন এবং জনের সহিত শোকপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই সময় মেরী ম্যাগ্‌ডালেন রুদ্ধ নিশ্বাসে আলুলায়িতকুন্তলা অবস্থায় ছুটিয়া তথায় আসিয়া বলিলেন, "তারা প্রভুকে নিয়ে যাচ্ছে।" তখন সকলেই সমাধিভূমিতে ছুটিয়া গেলেন। সর্ব্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ জন সর্ব্বাগ্রে তথায় গমন করিলেন, কিন্তু শূন্য সমাধিতে প্রবেশ করিতে সাহস করিলেন না। অপর দুইজন সঙ্গী তথায় পৌঁছিলেন, তন্মধ্যে বক্তা পিটারও ছিলেন। তাঁহারা গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, অঙ্গাবরণ জড়াইবার চাদর পাষাণ তলে পড়িয়া আছে, কিন্তু দেহ নাই। ইহাতে তাঁহারা মনে করিলেন যে, পুরোহিতগণ তাঁহার দেহ লইয়া গিয়াছে। খৃষ্টকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহারা বিষণ্ণ হৃদয়ে ফিরিয়া গেলেন। সেই সময় অন্য শিষ্যগণ তথায় উপনীত হইলেন। সকলেই

সমবেতভাবে শোক করিতে লাগিলেন। স্বর্গ হইতে ভগবান যাহাতে তাঁহাদের শোকধ্বনি শুনিতে পান, এমন ভাবে কাঁদিতে লাগিলেন।

বক্তার নয়নে এই কাহিনী বর্ণনার সময় অশ্রু ঝরিতে লাগিল। মশালের আলোকে দেখা গেল, তাঁহার নয়নপথে অশ্রুধারা নামিয়া আসিতেছে, রৌপ্যশুভ্র শ্মশ্রুরাজি তাহাতে সিক্ত হইতে লাগিল।

ভিনিসিয়স মনে মনে বলিলেন, এই লোকটি সত্য কথাই বলিতেছেন। শ্রোতৃবৃন্দ নীরবে বদ্ধ-হস্ত হইয়া এই শোক কাহিনী শুনিতেছিল।

বৃদ্ধ আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন, যখন সকলে এই ভাবে শোক করিতেছেন, তখন মেরী ম্যাক্‌ডালেন সেই ঘরে আবার ছুটিয়া আসিলেন। তিনি বলিতেছিলেন, প্রভুকে তিনি স্বয়ং আবার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কিন্তু উজ্জ্বল দীপ্তি বশতঃ তিনি তাঁহাকে উদ্যানের মালী বলিয়া ভ্রম করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রভু যখন তাঁহার নাম ধরিয়া আহ্বান করিলেন, তখন 'রাব্বোসি' বলিয়া তিনি খৃষ্টের পদতলে পতিত হইলেন। তিনি শিষ্যগণকে এই কথা বলিলেন, এই আদেশ পাইবামাত্র তাঁহার মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইয়া গেল। একথা শুনিয়াও শিষ্যবৃন্দের বিশ্বাস হইল না। সকলের মনে হইল, দুঃখে মেরীর মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিয়াছে। কিন্তু মেরী বলিলেন, তিনি সমাধি ক্ষেত্রের ধারে দুইজন দেবদূতকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছেন।

অবশেষে শিষ্যগণ পুনরায় সমাধিক্ষেত্রে সমবেত হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন, উহা শূন্য অবস্থায় রহিয়াছে। অপরাহ্নকালে ক্লিয়োকাস আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, সত্যই প্রভু পুনরুত্থিত হইয়াছেন। এ সংবাদ শুনিয়া সমাধিক্ষেত্রের চারিদিকের দ্বার রুদ্ধ করা হইল। পাছে ইহুদীরা আসিয়া পড়ে এইজন্য এই প্রকার সাবধানতা।

এমন সময় তিনি তাহাদিগের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন। দ্বার জানালা সবই তখন রুদ্ধ ছিল। তিনি বলিলেন, "তোমরা শান্তি লাভ কর।"

পিটার বলিলেন, "আমি স্বয়ং তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তখন আমাদিগের সকলেরই হৃদয় আলোকধারায় প্লাবিত হইয়া গেল। কারণ, আমাদিগের সকলেরই বিশ্বাস হইয়াছিল যে, তিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন। তখন মনে হইল, সমুদ্রের জল শুষ্ক হইয়া যাইবে। পাহাড় পর্ব্বত ধূলায় পরিণত হইবে, তাঁহার গৌরবদীপ্তি শাশ্বত হইয়া থাকিবে।

"আট দিন পরে টমাস ডিডিমস্ প্রভুর ক্ষতস্থানে অঙ্গুলির দ্বারা পরীক্ষা করিলেন। তারপর তিনি প্রভুর পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া বলিলেন, 'হে প্রভু! হে ভগবান!' তখন প্রভু বলিলেন, 'তোমরা দেখিয়াছ, টমাস তাই বিশ্বাস করিয়াছে। কিন্তু যাহারা না দেখিয়াও বিশ্বাস করিয়াছে, তাহারাও আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছে।' আমরা তাঁহার চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে আমাদিগের মধ্যে দেখিতেছিলাম।"

ভিনিসিয়স সকল কথা শুনিয়াও, বৃদ্ধের কথা বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহার মনে হইতেছিল, পিটার বলিতেছেন, তিনি স্বয়ং ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তখন হয় তিনি অন্ধ নয়ত পাগল। কিন্তু পিটারের কথা ও বলিবার ভঙ্গীতে এমন আন্তরিকতা প্রকাশ পাইতেছিল যে, তাহাতে মনের সন্দেহ দূরীভূত হইয়া যায়। ভিনিসিয়সের এক একবার মনে হইতেছিল, তিনি হয়ত স্বপ্ন দেখিতেছেন। কিন্তু প্রত্যক্ষ সত্য তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত। সেই জনতা, সেই মশালের আলো, ইহা ত স্বপ্ন নহে!

পিটার পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রোতৃবৃন্দ এমনই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল, যেন তাহারা দেখিতেছিল, যীশুখৃষ্ট তাহাদিগের সম্মুখে দণ্ডায়মান। প্রভুর ঊর্দ্ধারোহণ সম্বন্ধে পিটার বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

ত্রাণকর্ত্তার পদমূলে মেঘ আসিয়া থামিতে লাগিল। মেঘাবরণে শিষ্যবৃন্দের দৃষ্টিপথ হইতে যীশুর দেহ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। সকলে ঊর্দ্ধপথে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

সমবেত জনতাও ঊর্দ্ধপানে চাহিয়া দেখিল।

দূরে তখন কুক্কুটরবে মধ্যরাত্রি ঘোষণা করিতেছিল। সেই সময় চিলো ভিনিসিয়সের কাণে কাণে বলিল, "হুজুর, ঐ বৃদ্ধের কাছে আমি উর্ব্বানকে দেখতে পেয়েছি। তার পাশেই সেই যুবতী।"

ভিনিসিয়স সলম্ফে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নির্দ্দিষ্ট দিকে দৃষ্টিপাত করিবা-মাত্র তিনি লিজিয়াকে দেখিতে পাইলেন।

—একুশ—

সত্যই তিনি লিজিয়াকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই কয়দিনের প্রচণ্ড চেষ্টা, আঁশা নিরাশার দ্বন্দ্ব, উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগের পর সত্যই তিনি তাহার দেখা পাইয়াছেন। আনন্দের আতিশয্যে যেন তাঁহার নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল।

না, ইহা স্বপ্ন নহে। সত্যই তিনি লিজিয়াকে দেখিতে পাইয়াছেন। লিজিয়ার মাথা হইতে অবগুণ্ঠন সরিয়া গিয়াছিল। প্রদীপ্ত আলোকে তাহার অনিন্দ্যসুন্দর মুখমণ্ডল দেখা যাইতেছিল। খৃষ্ট-শিষ্যের দিকে তরুণী বিস্ময়-বিমূঢ়ভাবে চাহিয়া রহিয়াছে। তাহার সমগ্র আননে যেন আনন্দের প্লাবন প্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে। সে সময় ভিনিসিয়সের মনে হইল, পূর্ব্বে তিনি লিজিয়াকে কখনও এত সুন্দরী দেখেন নাই।

লিজিয়াকে পাইবার আগ্রহ তাঁহাকে অধীর করিয়া তুলিল। তাঁহার মনে হইল, এই তরুণীর জন্য তিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারেন—রোম এবং সমগ্র পৃথিবীর সম্পদরাশি তিনি অনায়াসে এই নারীর বিনিময়ে ত্যাগ করিতে প্রস্তুত।

পাছে তিনি কোন অবিবেচনার কার্য্য করিয়া বসেন, এজন্য চিলো আবার তাঁহার বসন ধরিয়া আকর্ষণ করিল। খৃষ্টানরা তখন প্রার্থনা সঙ্গীত গাহিতে-ছিল। মারানাথা স্তোত্রের শেষ পদ যখন সমাপ্ত হইল, তখন যাহাদিগের দীক্ষা বাকি ছিল পিটার তাহাদিগকে দীক্ষা দান করিলেন। ভিনিসিয়সের মনে হইতেছিল, এই রাত্রি বুঝি আর প্রভাত হইবে না। কারণ, তিনি লিজিয়ার অনুসরণ করিয়া তাহাকে হরণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়া-ছিলেন।

অবশেষে কয়েকজন খৃষ্টান সেস্থান ত্যাগ করিল। চিলো তখন মৃদু গুঞ্জনে বলিল, "হুজুর, চলুন, এবার আমরা যাই। ফটকের কাছে গিয়ে আমরা দাঁড়িয়ে থাকি। আমরা মুখের ঢাকনা খুলে ফেলিনি বলে, কেউ কেউ ক্রমাগত আমাদের দিকে চেয়ে রয়েছে।"

তাহারই নির্দ্দেশ মত কাজ হইল। সকলে গিয়া যেস্থানে দাঁড়াইল তথা হইতে তোরণ পথে যাহারা বাহির হইতেছিল প্রত্যেককেই দেখা যায়। উরসসের বিরাট দেহ চিনিতে অসুবিধা হইবার কথা নহে।

চিলো বলিল, "ওর পেছনে পেছনে আমরা যাব। কোন্ বাড়ীতে ও ঢোকে সেটা তাহ'লে জানা যাবে। তারপর কাল, বা যখন হয়, আপনি আপনার লোকজন নিয়ে সেই বাড়ীটার চারদিকে পাহারা বসিয়ে দেবেন। তারপর যখন মেয়েটি বেরোবেন, অমনি তাকে ধরে ফেলবেন।"

ভিনিসিয়স বাধা দিয়া বলিলেন, "না, না।"

"তাহ'লে আপনি কি করতে চান, হুজুর?"

"আমি ওদের পেছনে পেছনে বাড়ীতে ঢুকে, তখনই নিয়ে যেতে চাই। ক্রোটো, তোমাকে কি করতে হবে তা জান ত?"

"হাঁ, হুজুর! আমি যদি ঐ মহিষটার কোমর ভেঙ্গে দিতে না পারি, তাহ'লে আমি আপনার ক্রীতদাস হয়ে থাকব।"

যাবতীয় দেব-দেবীর দোহাই দিয়া চিলো তাহার সঙ্গীদিগকে এমনভাবে কাজ করিতে নিষেধ করিল। সে বলিল, ক্রোটোকে আনা হইয়াছে, যদি তাহারা বিপন্ন হয়, তবে সে তাহাদিগকে রক্ষা করিবে বলিয়া; মেয়েটিকে হরণ করিবার জন্য নহে। অন্যের সাহায্য না লইয়া যদি মেয়েটিকে ধরিতে যাওয়া হয়, তাহা হইলে প্রাণ হারাইবার আশঙ্কা আছে। তাহা ছাড়া মেয়েটি হয়ত পলায়ন করিতে পারে। এবার যদি মেয়েটি আত্মগোপন করে, তাহা হইলে খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন হইবে। এমন কি সে রোম নগরও ত্যাগ করিতে পারে।

লিজিয়াকে তখনই বাহুপাশে আবদ্ধ করিবার জন্য ভিনিসিয়স উন্মত্তবৎ হইলেও গ্রীকের যুক্তি তাঁহার কাছে অসঙ্গত বোধ হইল না। তিনি চিলোর পরামর্শ মত ধীরতার সহিত কাজ করিবার সম্মতি দিতে যাইতেছেন, এমন সময় ক্রোটো বলিয়া উঠিল, "হুজুর, এই নির্বোধ বুড়োকে চুপচাপ থাকতে বলুন। আর না হয় বলুন, আমি ওর মাথায় একটি ঘুষি মেরে ওর মুখ বন্ধ করে দেই। একবার ৭ জন মদমত্ত গ্লাডিয়েটার আমায় এক সঙ্গে আক্রমণ করেছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে একজনও সুস্থ শরীরে ফিরে যেতে পারেনি। আমি একথা বলছি না যে, এই জনতার মধ্যে মেয়েটিকে হরণ করব। কারণ, ওরা আমাদের ওপর পাথর ছুড়তে পারে, তাতে আমাদের পা ভেঙ্গে যাবার আশঙ্কা আছে। কিন্তু মেয়েটি যখন তার বাড়ীতে যাবে, সেই সময় তাকে নিয়ে গেলেই চল্‌বে।"

ভিনিসিয়স বলিলেন, "হারকুলিস আমাদের সহায়। তাই হবে, সেই ভাল।"

চিলো বলিল, "কিন্তু ঐ লিজিয়ানটা আমার কাছে ভারী জোয়ান বলে মনে হচ্ছে।"

ক্রোটো বলিল, "বেশ, তাই যদি হয়, তাকে পাকড়াবার কথা ত তোমার নয়।"

যাহা হউক, আরও কিছুকাল প্রতীক্ষা করিতে হইল। উষার প্রাক্কালে উরসস ও লিজিয়া তোরণপথে নির্গত হইল। তাহাদের সহিত কতিপয় ব্যক্তি নির্গত হইল। চিলো দেখিল যে সেই সঙ্গে খৃষ্ট-শিষ্য পিটারও আছেন। আরও একজন খর্ব্বাকার বৃদ্ধ, দুইটি বৃদ্ধা নারী এবং একটি বালক এই দলে ছিল। উহাদিগের পশ্চাতে প্রায় ২ শত খৃষ্টান আসিতেছিল। ভিনিসিয়স, ক্রোটো ও চিলো সেই ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেল।

গ্রীক বলিল, "হ্যাঁ, হুজুর, এই কুমারীর চারপাশে সুদৃঢ় রক্ষীরা আছে। স্বয়ং পিটার ওঁর সঙ্গে রয়েছেন; ঐ দেখুন আগের লোকগুলো ওঁকে দেখে জানু পেতে বস্‌ছে।"

তখন দিবার আলোক আকাশে ফুটিয়া উঠিতেছিল। প্রভাতের আলোকদীপ্তি অট্টালিকাশীর্ষে দেখা যাইতেছিল। বৃক্ষ, গৃহপ্রাচীর এবং সমাধিস্তম্ভগুলি ক্রমশঃ অন্ধকারের আলিঙ্গন পাশ হইতে মুক্ত হইতেছিল। রাজপথ তখন প্রায় জনবিরল। শুধু শাকসব্জীর বোঝা অশ্বতর সমূহের উপর চাপাইয়া ব্যাপারীরা চলিয়াছে মাত্র। নগরের তোরণদ্বার মুক্ত হইবামাত্র তাহারা সদলে প্রবেশ করিবে, ইহাই তাহাদিগের উদ্দেশ্য। পাখী বোঝাই গাড়ীও মাঝে মাঝে চলিয়াছে। তরল কুজ্ঝটিকা ধীরে ধীরে ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হইতেছিল। মানুষের চেহারা তাহার ফলে ঝাপসা

দেখাইতেছিল। ভিনিসিয়স মুহূর্ত্তের জন্যও লিজিয়ার তন্বী দেহ দৃষ্টিপথ হইতে সরিয়া যাইবার অবকাশ দেন নাই।

চিলো বলিল, "হুজুর, আমি আবার আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি যে, লিজিয়া কোন বাড়ী প্রবেশ করেন, দেখবার পর আপনি নিজের প্রাসাদে ফিরে যান। সেখান থেকে একদল ক্রীতদাস ও শিবিকা নিয়ে ফিরে আসুন। ঐ চোয়াড় হাতীর কথায় আপনি ভুলবেন না। ও কেবল আপনার কাছ থেকে টাকা নেবার জন্য ঐ রকম খোঁচ তুলে কথা বলছে।"

ক্রোটো বলিল, "ওরে বাপু, ফের যদি ওরকম কথা বলবে তো তোমার পিঠে এমন কীল বসাব যে, তাতেই তোমার দফা রফা হয়ে যাবে।"

এই সময়ে নগরের প্রবেশ পথের কাছে সকলে উপস্থিত হইল। সেখানে একটা বিচিত্র দৃশ্য ঘটিল। দুইজন সৈনিক খৃষ্ট-শিষ্যের সম্মুখে নতজানু হইয়া বসিল। তিনি তাহাদিগের শিরস্ত্রাণে হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। ভিনিসিয়স ভ্রমেও কল্পনা করেন নাই যে, রোমক সেনাদলে খৃষ্টান সৈনিক থাকিতে পারে। ইহাতে তাঁহার মনে খৃষ্টান ধর্ম্মের বিচিত্র প্রভাব সম্বন্ধে চিন্তার সৃষ্টি করিল। যদি লিজিয়া নগর পরিত্যাগের চেষ্টা করিত, তাহা হইলে প্রহরীরা তাহাকে দেখিয়াও হয়ত দেখিত না।

নগর প্রাচীরের অন্তর্গত শূন্য ময়দান অতিক্রম করিবার পর খৃষ্টানগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভিন্ন দিকে চলিয়া যাইতে লাগিল। ইহাতে অনুসরণ-কারীরা লিজিয়ার নিকট হইতে দূরে থাকিয়া তাহার অনুসরণ করিতে বাধ্য হইল। এইরূপ কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পর তাহারা টাইবার অতিক্রম করিল। তখন সূর্য্যোদয় আসন্ন। এই সময় যে দলের সহিত লিজিয়া চলিতেছিল, তাহারা দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া পড়িল। খৃষ্ট-শিষ্য, বৃদ্ধা নারী এবং একটি বালক

নদীর দিকে চলিতে লাগিল। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার বৃদ্ধ, লিজিয়া এবং উরসস একটি সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রায় শতহস্ত গমনের পর তাহারা একটি গৃহে প্রবেশ করিল।

ক্রোটো ও ভিনিসিয়সের ৫০ হাত পশ্চাতে চিলো চলিতেছিল। তাহারা তখন থামিয়া পড়িল। সে প্রাচীরে দেহরক্ষা করিয়া সঙ্গীদিগকে কাছে আহ্বান করিল। পরামর্শ করিবার জন্য তাহারা তথায় আসিল।

ভিনিসিয়স বলিলেন, "চট করে দেখে এস, ঐ বাড়ী থেকে বেরোবার অন্য দিকে কোন পথ আছে কিনা।"

খানিক আগে চিলো পায়ের ক্ষতের দোহাই দিয়া পশ্চাতে আসিতেছিল। এই কথা শুনিবামাত্র সে অতি দ্রুত অনুসন্ধানের জন্য ধাবিত হইল। যেন মার্কারির পাখা তাহার অঙ্গে তখন দেখা দিয়াছিল।

সে অনতিবিলম্বে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "না, হুজুর, অন্য কোন পথ নেই—এই একটাই দরজা।"

পরে সে এক করতলে অপর করতল চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "হুজুর, জুপিটার, এপোলো, ভেষ্টা, সিবেল, আইসিস, আইসিরিস, মিথ্রা, বায়াল যেখানে যত দেবদেবী আছেন, তাঁদের দোহাই দিয়ে বলছি, এ সংকল্প ত্যাগ করুন। শুনুন, আমি—"

কিন্তু ভিনিসিয়সের নয়নে ব্যাঘ্রের ন্যায় উজ্জ্বল দৃষ্টি দেখিয়া সে থামিয়া গেল। সে বুঝিল, যুবক কোন মতেই নিরস্ত হইবেন না। ক্রোটো তখন পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় তাহার বাহুযুগল আন্দোলিত করিতেছিল।

তাহার মুখে কোন উদ্বেগের চিহ্নই ছিল না। সে বলিল, "আমিই আগে যাচ্ছি।"

আদেশের স্বরে ভিনিসিয়স বলিলেন, "না, তুমি আমার পেছনে এস।"

তাহার পর সকলে অন্ধকার গলিপথে অগ্রসর হইল। চিলো তখন রাজপথের এক কোণে দৌড়াইয়া গেল। সেখানে সে দারুণ উৎকণ্ঠাভরে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

—বাইশ—

সেই সঙ্কীর্ণ অন্ধকার পথে অগ্রসর হইয়া ভিনিসিয়স বুঝিতে পারিলেন, কাজটা সহজ হইবে না। বাড়ীটি কয়েকতল উচ্চ। প্রকাণ্ড বাড়ীর নানা অংশে অনেক লোক বসবাস করিয়া থাকে। এসব অঞ্চলের রাস্তারও নাম নাই, বাড়ীরও কোন সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট নাই। সদর দরজায় কোন লোকও নাই যে, এত বড় বাড়ীর কোথায় কে আছে, তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে।

বাড়ীর সঙ্কীর্ণ গলিপথ ধরিয়া ক্রোটোকে লইয়া ভিনিসিয়স একটি অপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে উপনীত হইলেন। এই প্রাঙ্গণ সম্ভবতঃ বাড়ীর বিভিন্ন অংশের বাসিন্দারা ব্যবহার করিয়া থাকে। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থানে একটি উৎস। উহা হইতে জলধারা উৎসারিত হইয়া একটি পাথরে নির্ম্মিত আধারে পড়িতেছে। এই প্রাঙ্গণের চারিদিকে সোপানশ্রেণী। কতক প্রস্তর কতক বা দারু নির্ম্মিত। এই সোপানপথে আরোহণ করিলে বিভিন্ন অংশের কক্ষগুলিতে উপনীত হওয়া যায়। একতলাতেও অনেকগুলি ঘর সারি সারি রহিয়াছে। কয়েকটি ঘরে দরজা আছে। কয়েকটিতে পরদা ঝুলিতেছে।

তখনও সম্পূর্ণ প্রভাত হয় নাই। প্রাঙ্গণে জনমানব ছিল না। সম্ভবতঃ সকলেই তখনও নিদ্রামগ্ন। শুধু অষ্ট্রীয়ানম্ হইতে যাহারা প্রত্যাগত তাহারাই জাগ্রত।

ক্রোটো বলিল, "এখন কি করা যাবে, হুজুর?"

ভিনিসিয়স বলিলেন, "এখানে প্রতীক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। সম্ভবতঃ কেউ না কেউ এখুনি এদিকে আসবে। কিন্তু এখানে কেউ আমাদের দেখতে পায় সে ইচ্ছে আমার নেই।"

তাঁহার মনে হইল, চিলোর মতলব মত কাজ করিলেই যেন ভাল ছিল। পঞ্চাশ জন ক্রীতদাসকে দরজায় পাহারা দেবার জন্য রাখিয়া, প্রত্যেক ঘর খানাতল্লাস করা যাইতে পারিত। একটাই মাত্র নির্গমনের পথ—কেহ পলায়ন করিতে পারিত না। কিন্তু এখন শুধু লিজিয়া কোন্ ঘরে আছে তাহা জানিয়া লওয়া সহজ নহে। হয়ত এই বাড়ীতে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের সংখ্যা অল্প হইবে না। তাহারা জানিতে না পারে, এই ব্যবস্থারই প্রয়োজন। ভিনিসিয়স ভাবিলেন, এখন বরং বাড়ীতে ফিরিয়া গিয়া ক্রীতদাসদিগকে ডাকিয়া আনিলে হয়।

ঠিক এমন সময় এক ব্যক্তি দূরবর্ত্তী ঘরের পর্দ্দা সরাইয়া একটি জলপাত্র হস্তে উৎসের দিকে আসিতে লাগিল।

ভিনিসিয়স বলিলেন, "এ সেই লিজিয়ান।"

"তাহলে এখনই ওর হাড় গুঁড়ো করে দেই?"

"না, একটু দেরী কর।"

উরসস্ কাহাকেও দেখিতে পায় নাই। কারণ, উভয়ে তখন গলির অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সুতরাং লোকটা নিশ্চিন্ত ভাবে আধারস্থিত শাকসব্জী ধৌত করিবার জন্য অগ্রসর হইল। সে

কার্য্য সমাধার পর, উরসস যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথে চলিয়া গেল। পর্দ্দার অন্তরালে সে অন্তর্হিত হইল। সেই দ্বার অভিমুখে ভিনিসিয়স ক্রোটোকে লইয়া তখনই দ্রুত ধাবিত হইলেন। লিজিয়া কোন ঘরে আছে উহা তিনি তখনই দেখিতে পাইবেন ভাবিয়াছিলেন। কিন্তু সবিস্ময়ে তিনি দেখিলেন যে, পর্দ্দার ওপারে আর একটা গলিপথ। উহার শেষ প্রান্তে একটি বাগান দেখা গেল। সেদিকে কোন ঘর নাই। শুধু প্রাচীর গাত্রে একটি মাত্র কুটীর।

তখন উভয়েরই মনে হইল, ইহা উত্তম সুযোগ। বাহিরের প্রাঙ্গণে গৃহবাসী বহুলোক জমিতে পারে, কিন্তু এখানে সে আশঙ্কা নাই। একটি মাত্র কুটীরের লোকসংখ্যা অধিক হইবে না। সুতরাং ব্যাপারটা খুব সোজা হইয়া আসিল।

উরসস্ কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করিতে যাইতেছে, এমন সময় তাহার কর্ণে মনুষ্য পদশব্দ শ্রুত হইল। সে থমকিয়া দাঁড়াইল। দূরে দুইজন লোককে দেখিয়া সে হাতের পাত্রটা রাখিয়া আগন্তুকদিগের দিকে ফিরিল।

সে জিজ্ঞাসা করিল, "কাকে চাও?"

ভিনিসিয়স বলিলেন, "তোমাকে।" তারপর ক্রোটোকে জনান্তিকে বলিলেন, "ওকে মেরে ফেল।"

ক্রোটো ব্যাঘ্রের ন্যায় ঝম্প দিয়া লিজিয়ান্‌কে তাহার সবল বাহুর পেশী বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিল। উরসস সহসা আক্রান্ত হইয়া মুহূর্ত্ত মাত্র স্তম্ভিত হইল। ক্রোটোর অতি মানবিক শক্তির উপর ভিনিসিয়সের নির্ভরতা ছিল। সুতরাং তিনি উভয়ের সংগ্রামের ফলাফলের জন্য দাঁড়াইলেন না। তিনি কুটীরের দিকে দ্রুত ধাবিত হইলেন। দরজা ধাক্কা দিয়া খুলিয়া

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঘরে তখন আলো ছিল না, কিন্তু অগ্নি-কুণ্ডের শিখার আলোকে তিনি দেখিলেন যে, খর্ব্বকায় বৃদ্ধ ও লিজিয়া ঘরের মধ্যে রহিয়াছে।

লিজিয়ার কটিদেশ ধারণ করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে ভিনিসিয়স তাহাকে তুলিয়া লইয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন। এক হস্তে তরুণীকে বক্ষোদেশে চাপিয়া ধরিয়া অপর হস্তে তিনি বাধা প্রদানে উদ্যত বৃদ্ধকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলেন। কিন্তু এই সংঘর্ষে তাঁহার মুখাবরণ মুক্ত হইয়া গেল। লিজিয়া তাঁহাকে চিনিতে পারিল। ভয়ে তাহার শরীরের সমস্ত রক্ত হিম হইয়া গেল। সে সাহায্যের জন্য চীৎকার করিতে গেল, কিন্তু স্বর ফুটিল না। সে তখন দরজা ধরিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পাথরের দরজায় হাত পিছলাইয়া গেল। তাহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইত, কিন্তু ভিনিসিয়স তাহাকে উদ্যান মধ্যে লইয়া যাইবামাত্র যে ভীষণ দৃশ্য তাহার দৃষ্টিপথে পড়িল, তাহাতে সে সংজ্ঞা হারাইল না।

উরসস যে লোকটিকে তাহার বাহু বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিল, তাহার মাথাটা ক্রমেই পশ্চাদ্দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছিল। তাহার মুখ দিয়া রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছিল। নবাগতদিগকে দেখিয়া উরসস শেষ মুষ্ট্যাঘাত করিয়া লোকটাকে মাটিতে ফেলিয়া দিল। চকিতে সে ভিনিসিয়সকে একটি মৃগ শাবকের ন্যায় অনায়াসে ধরিয়া ফেলিল।

যুবক ভাবিলেন, "এইবার মৃত্যু।"

তাঁহার মনে হইল তিনি যেন স্বপ্ন দেখিতেছেন। লিজিয়া বলিয়া উঠিল, "উরসস, ওঁকে মেরে ফেলো না।" পর মুহূর্ত্তে তাঁহার বাহু বন্ধন হইতে লিজিয়াকে কে যেন টানিয়া লইল। ভিনিসিয়সের চারিদিকে যেন সবই বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল। তাঁহার চৈতন্য বিলুপ্ত হইল।

এদিকে চিলো গোপন স্থান হইতে উৎকণ্ঠিত চিত্তে ঘটনার পরিণতি দেখিবার জন্য দাঁড়াইয়াছিল। ভয় ও কৌতূহল উভয়ই যুগপৎ তাহার মনে উদিত হইতেছিল। যদি ভিনিসিয়স সাফল্য লাভ করেন, তাহা হইলে সে ভিনিসিয়সের কাছে কাছেই থাকিবে। উরসস সম্বন্ধে তাহার আশঙ্কা ছিল না। ক্রোটো নিশ্চয়ই তাহাকে মারিয়া ফেলিতে পারিবে। যদি খৃষ্টানরা বাধা দেয়, সে কর্ত্তৃপক্ষের প্রতিনিধি সাজিয়া সিজারের নামে আদেশ জ্ঞাপন করিবে দরকার হইলে নগররক্ষক পুলিসকেও সে ডাকিয়া আনিবে। ইহাতে ভিনিসিয়স তাহার উপর আরও খুসী হইবেন।

কিন্তু সময় যেন অত্যন্ত দীর্ঘ বলিয়া তাহার মনে হইতেছিল। সে গলির দিকে নিবদ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

সে ভাবিল, "যদি ওঁরা মেয়েটির গুপ্ত ঘরের সন্ধান না পেয়ে থাকেন! যদি গোলমাল করে থাকেন, তাহ'লে মেয়েটা আবার পালাবে।"

এই চিন্তাটা তাহার মন্দ মনে হইল না। কারণ, লিজিয়া যদি আবার পলায়ন করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার সাহায্য ভিনিসিয়সের পক্ষে অপরিহার্য্য হইবে। সেক্ষেত্রে প্রচুর অর্থলাভ তাহার ঘটিবে।

সে এই প্রকার ভাবিতেছে। এমন সময় তাহার বোধ হইল, গলিপথে কে যেন আসিতেছে।

সে প্রাচীর গাত্রে ঠেস দিয়া নিশ্বাস বন্ধ করিয়া দাঁড়াইল।

সে দেখিল একটা মাথা যেন বাহিরের দিকে বাড়াইয়া কি দেখিতেছে।

সে ভাবিল, হয় ভিনিসিয়স না হয়ত ক্রোটো। কিন্তু মেয়েটিকে যদি তাহারা ধরিয়াই থাকে, তবে সে চেঁচাইতেছে না কেন? অমন ভাবে লোকটা পথের দিকে চাহিতেছে কেন? পথে বাহির হইলেই লোকের দেখা মিলিবেই।

সহসা চিলোর বিরলকেশ মাথার চুল খাড়া হইয়া উঠিল।

সে দেখিল, অন্ধকার গলিপথ হইতে উরসস্, ক্রোটোর নিস্পন্দ দেহ স্কন্ধে করিয়া বাহির হইতেছে। একবার চারিদিকে চাহিয়া সে নদীর দিকে চলিল।

চিলো নিস্পন্দ মূর্ত্তির মত দেওয়ালে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

"ও যদি ফিরে এসে আমায় দেখতে পায়, তক্ষুনি মেরে ফেলবে। হে জিউস, হে এপোলো, হে হার্ম্মিস্—খৃষ্টানের দেবতা, আমা[illegible]ও! রোম ছেড়ে এক্ষুনি পালাতে হবে। এই দানবের হাত থেকে, দেবতারা, আমায় রক্ষা কর।"

প্রকৃত প্রস্তাবে চিলো উরসস্‌কে অতিলৌকিক শক্তিধারী বলিয়া মনে করিয়াছিল। ক্রোটোর ন্যায় প্রসিদ্ধ পালোয়ানকে যে টিপিয়া মারিতে পারে সে নিশ্চয়ই কোন দেবতা, অসভ্য বর্ব্বরের রূপ ধরিয়া আসিয়াছে। এমনও হইতে পারে খৃষ্টানদের দেবতাই ক্রোটোকে মারিয়া ফেলিয়াছেন।

কয়েকটি রাজপথ দ্রুত উত্তীর্ণ হইয়া চিলো হাঁপাইতে লাগিল। কয়েকজন শ্রমিককে আসিতে দেখিয়া সে অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে একস্থানে বসিয়া পড়িল।

সে আপন মনে বলিল, "আমি বুড়ো হয়েছি। এখন নিশ্চিন্তে থাকাই আমার দরকার।"

তখনও সমগ্র নগর জাগিয়া উঠে নাই। শুধু ধনীদিগের অংশ যেদিকে তত্রত্য ক্রীতদাসরা জাগিয়া উঠিয়াছিল। অন্যান্য অংশ এখনও নিদ্রায় নিমগ্ন।

ভিনিসিয়স প্রদত্ত মুদ্রাধার চাপিয়া ধরিয়া সে নদীর পথ ধরিল।

সে আপন মনে বলিল, "হয়ত ক্রোটোর মৃতদেহের খানিকটা অংশ জলে ভাসছে দেখতে পেতে পারি। এই লিজিয়ানটার গায় যে রকম শক্তি

তাতে সে রোজ হাজার হাজার টাকা রোজগার করতে পারে। ক্রোটোটাকে সহজে মেরে ফেললে! কুকুরের গলা টিপে মারা যেমন সহজ, তেম্‌নি ভাবে মেরে ফেললে! এমন জোয়ান্‌কে দেখতে লোকে হাজার হাজার মোহর ব্যয় করবে। ইনফারনোকে সারবিরস যেমন চৌকী দেয়, এ লোকটা তেমনি ভাবে এই যুবতীটিকে চৌকী দিয়ে চলেছে। ইনফারনো ওকে গ্রাস করে ফেলুক। আমি বাবা আর ওর সংস্রবে নেই। লোকটার হাড় কি শক্ত! আচ্ছা, এখন কি করা যাবে? ব্যাপারটা সাংঘাতিক। ক্রোটোটাকে যেমন অনায়াসে মেরে ফেলেছে, তাতে মনে হয় ভিনিসিয়স হয়ত ঐ বাড়ীটাতে মরে পড়ে আছেন। এর পর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হবে। কিন্তু ভিনিসিয়স ত ওমরাহ বংশের ছেলে—যে সে লোক নয়। সিজারের বন্ধু পেট্রোনিয়সের আত্মীয়। সারা রোম তাঁকে জানে। নিজেও একজন বড় যোদ্ধা। সুতরাং তাঁকে যে বা যারা মেরে ফেলেছে, তাদের শাস্তি হবেই। এখন যদি সেনাবারিকে দৌড়ে গিয়ে খবর দেই, বা সহরের কোতোয়ালকে সব জানাই—"

সে ভাবিতে লাগিল। তারপর মনে মনে বলিল, "না বাবা কাজ নেই। ভিনিসিয়স্‌কে পথ দেখিয়ে কে নিয়ে গিয়েছিল? আমিই ত ওঁর ক্রীতদাসরা আমাকে যেতে আস্‌তে দেখেছে। কাল রাত্রিতেও আমি ওঁর বাড়ীতে গিয়েছিলুম। শেষে আমার ওপরই সন্দেহ পড়বে। উনি ওমরাহ, শাস্তি আমাকেই পেতে হবে।"

না চিলো কোন দিকেই সুবিধা দেখিতে পাইতেছে না। রোম সহরটা বড় বটে, কিন্তু তাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার সময় খুব ছোটই হইয়া যাইবে। অন্য কেহ হইলে, সোজা সেনাবারিকের কর্ত্তার সঙ্গে দেখা করিয়া সব ঘটনা বিবৃত করিতে পারিত; কিন্তু চিলোর সে সাহস নাই।

কারণ, অতীত জীবনের অভিজ্ঞতা-বলে সে এই প্রকার সাহস করিতে পারে না।

সে যদি পলায়ন করে! তাহা হইলে পেট্রোনিয়স তাহাকেই অপরাধী মনে করিবেন। তিনি সিজারের দক্ষিণ হস্ত। তাঁহার হুকুমে পুলিস সারাদেশ তোলপাড় করিয়া তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবে।

সে তখন ভাবিতে লাগিল, পেট্রোনিয়সের সহিত দেখা করিলে কেমন হয়? সেই ভাল। তিনি শান্ত, স্থির, ধীর। তাহা ছাড়া তিনি সবই জানেন। চিলোর নির্দ্দোষিতায় তিনি বিশ্বাস করিবেন। অন্যান্য রাজ-কর্ম্মচারীরা সে বিশ্বাস তাহার উপর করিতে পারিবেন না।

পেট্রোনিয়সের সহিত দেখা করিবার পূর্ব্বে, ভিনিসিয়সের অদৃষ্টে কি ঘটিয়াছে, তাহা সুনিশ্চিত ভাবে জানা দরকার। চিলো ত তাহা জানে না। সে শুধু দেখিয়াছে যে উরসস্ ক্রোটোর মৃতদেহ লইয়া নদীর দিকে গিয়াছে। ইহার অধিক সে জানে না। ভিনিসিয়স হত হইতেও পারেন। আবার আহত অবস্থায় বন্দী থাকিতেও পারেন।

সহসা চিলোর মনে হইল যে, এমন একজন শক্তিশালী উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে খৃষ্টানরা হত্যা করিতে সাহস করিবে না! কারণ, তাহা হইলে রাজরোষ খৃষ্টানদিগকে অব্যাহতি দিবে না। সকলকে হত্যা করিয়া ছাড়িবে! খুব সম্ভব ভিনিসিয়সকে বন্দী করিয়া রাখিয়া লিজিয়ার পলায়ন ব্যবস্থা তাহারা অবলম্বন করিয়াছে।

"প্রথম যাত্রায় রাগের মাথায় যদি ভিনিসিয়সকে টুকরা টুকরা করে না ফেলা হয়ে থাকে, তা হলে ভিনিসিয়স বেঁচে আছেন। তিনি সাক্ষ্য দিয়ে বলবেন্ আমি চিলো নির্দ্দোষ। আমি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি, এ তিনি খুব ভাল করেই জানেন। না—আমার ভয়ের কারণ নেই।

বরং লাভের আশা আছে। ভবিষ্যতে অনেক কিছু পেতে পারি। হ্যাঁ, আমি ভিনিসিয়সের বাড়ীর লোকজনকে গিয়ে বলে আসি, কোথায় তাদের মনিব আছেন। পেট্রোনিয়সের কাছেও যেতে হবে। তাঁর কাছ থেকেও পুরস্কার আদায় করা চাই। এতদিন লিজিয়াকে খুঁজে বেড়িয়েছি, এবার ভিনিসিয়সকে খুঁজে বের করবার পালা। তারপর আবার লিজীয় কুমারীকে খুঁজে বার করবার সময় আসবে। যাক্ এখন আগে জানা দরকার, ভিনিসিয়সের কি হয়েছে। তিনি বেঁচে আছেন কি না সেটা জানা আগে দরকার।"

উক্তরূপ চিন্তার পর তাহার মনে হইল যে, রাত্রির অন্ধকারে ভিনাসের কারখানায় তাহাকে যাইতে হইবে। সেখানে গিয়া উরসসকে প্রশ্ন করিলেই জানা যাইতে পারিবে। কিন্তু এ সংকল্প সে তখন ত্যাগ করিল। না উরসসের সহিত কোন প্রকার আলাপ করা সঙ্গত হইবে না। গ্লৌকসকে উরসস হত্যা করে নাই। সে এখন তাহাকে দেখিলে চিনিতে পারিবে। তাহার বিশ্বাসঘাতকতা ধরা পড়িবে। এবং সে ইউরিসিয়সকে সংবাদ লইবার জন্য পাঠাইবে।

কিন্তু উপস্থিত তাহার আহার্য্য ও বিশ্রামের বিশেষ প্রয়োজন। সারারাত্রি জাগরণে কাটিয়াছে। তাহার শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত।

দোকান খুলিতেছিল। সে তাড়াতাড়ি স্নানের কথা বিস্মৃত হইয়া এক দোকানে গিয়া পেট ভরিয়া খাদ্য গ্রহণ করিল।

এখন নিদ্রার প্রয়োজন। সে নিজের বাসায় পৌছিল। ভিনিসিয়সের অর্থে সে একটি ক্রীতদাসী ক্রয় করিয়াছিল। সে মনিবের প্রতীক্ষা করিতেছিল।

চিলো শয্যায় শয়ন মাত্র ঘুমাইয়া পড়িল। অপরাহ্নকালে দাসীর

ভূমিকা
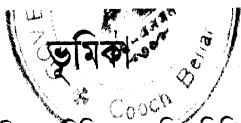
পোল্যাণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক হেন্‌রিক্ সিন্‌কিজ (Henryk Sienkiewicz) ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি সাহিত্য-ক্ষেত্রে আবির্ভূত হন। বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি যশস্বী হইয়াছেন। "কুয়ো ভেডিস্" তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। পৃথিবীর যাবতীয় শ্রেষ্ঠ ভাষায় তাঁহার এই উপাদেয় গ্রন্থের অনুবাদ প্রচারিত হইয়াছে; কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় তাহা পূর্ব্বে অনূদিত হয় নাই।

এই অপূর্ব্ব উপন্যাসখানি পড়িয়া পাঠকমাত্রেই মুগ্ধ হইবেন, ইহা মনে করিয়া আমি যথাসাধ্য যত্ন করিয়া 'কুয়ো ভেডিসের' অনুবাদ শেষ করিয়াছি। প্রথমভাগ, আমার পরলোকগত সাহিত্যিক বন্ধু সত্যেন্দ্রকুমার বসুর প্রতিষ্ঠিত "তপোবন" পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। এখন গ্রন্থাকারে বিভিন্ন খণ্ডে উহা মুদ্রিত হইল।

এই চমকপ্রদ, অপূর্ব্ব উপন্যাসখানি পাঠক-সমাজে আদৃত হইলে আমি শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

অগ্রহায়ণ,
১৩নং পরমহংসদেব রোড,
চেতলা, আলিপুর। } শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

কুয়ো ভেডিস্ বা কোথা যাও

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ

প্রকাশক—
দাশগুপ্ত এণ্ড কোং
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক—
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত
দাশগুপ্ত এণ্ড কোং
৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

মূল্য ২৲ দুই টাকা

প্রিণ্টার—
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ
এক্সপ্রেস প্রিণ্ট
২০-এ, গৌর ল
কলিকাতা।

উৎসর্গ পত্র

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্ চ্যান্সেলার,

হিন্দু মহাসভার কর্ণধার এবং সাহিত্য-সুহৃদ

ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

মহাশয়ের করকমলে—

অগ্রহায়ণ,
১৩নং পরমহংসদেব রোড,
চেতলা, আলিপুর।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।